শ্রীসাধনামৃত চন্দ্রিকা

(গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় নিত্যকৃত্যোপাসনা পদ্ধতি)

পয়ারে

শ্রীহরিদাস শাস্ত্রী

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস শাস্ত্রী

মানব চৈতন্য শিক্ষা সমিতি (রেজি০)
শ্রীহরিদাস নিবাস
কালীদহ
বৃন্দাবন

প্রথম সংস্করণ ১০০০।
সম্বৎ—২০৩৪ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ জয়ন্তী।

মুদ্রক :—
শ্রীহরিদাস শাস্ত্রী

প্রকাশন
সহায়তা
৪.৫০
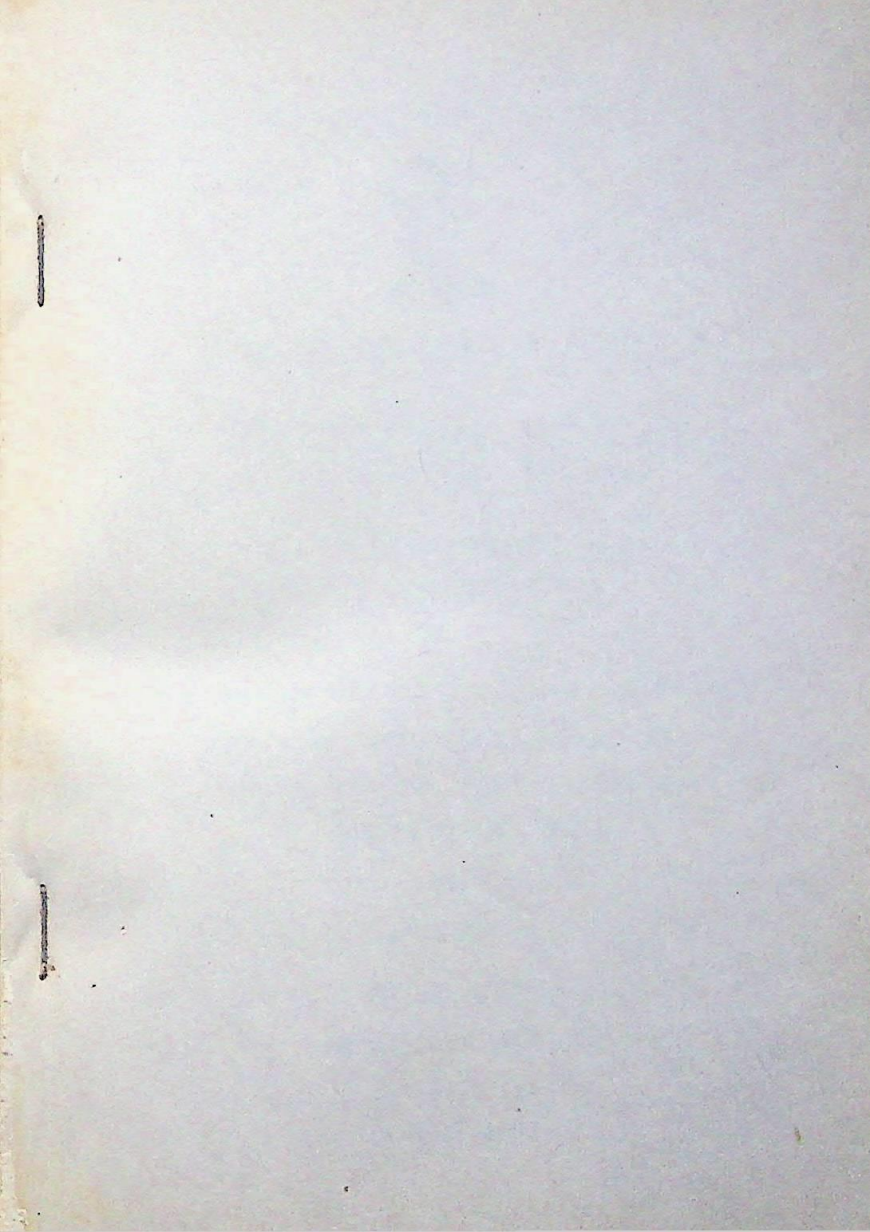
শ্রী শ্রীগদাধরগৌরাঙ্গৌ বিজয়েতাম্ ।

সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ দাস বাবা বিরচিত

শ্রীসাধনামৃত চন্দ্রিকা

(গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় নিত্যকৃত্যোপাসনা পদ্ধতি)

(পয়ার ছন্দে)

শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ কালিয়দহ নিবাসী ন্যায় বৈশেষিক শাস্ত্রী-
নব্যন্যায়াচার্য্য, কাব্য, ব্যাকরণ, সাংখ্য-মীমাংসা-
বেদান্ত, তর্ক, তর্ক, তর্ক, বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ-
শ্রীহরিদাস শাস্ত্রী কর্ত্তৃক
সম্পাদিত

—ঃ সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশক ঃ—
শ্রীগদাধর গৌরহরি প্রেস
শ্রীহরিদাস নিবাস
কালীদহ, বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীগদাধর গৌরাঙ্গৌ বিজয়েতাম্

বিজ্ঞপ্তি :—

—:★:—

শ্রীহরিনাম পরায়ণ পরম মঙ্গলময় শ্রীবৃন্দাবনীয় বৈষ্ণব বৃন্দের চির অভীপ্সিত ভজনীয় পদ্ধতি গ্রন্থ শ্রীসাধনামৃতচন্দ্রিকা প্রকাশিত হইল। পরসুখে সুখী, ও পরদুঃখে দুঃখী, শ্রীভগবৎ আরাধন তৎপর শ্রীগোবর্দ্ধন নিবাসী সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবা এই গ্রন্থের রচয়িতা। ইনি ১৭৫০ শকাব্দায় শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামীর ও শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর পদ্ধতি গ্রন্থের অনুসরণে সংস্কৃত ভাষায় শ্রীসাধনামৃতচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যাহা বৈষ্ণব সমাজে একমাত্র পদ্ধতি গ্রন্থরূপে সমাদৃত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থের বর্ণিত বিষয় সমূহের সহজ মধুর রূপে, আস্বাদনের জন্য সুললিত পয়ার ছন্দে অনুবাদও স্বয়ং করিয়াছেন। প্রস্তুত গ্রন্থ পরহিত ব্রতী শ্রীসিদ্ধবাবার অতুলনীয় অবদান— শ্রীসাধনামৃতচন্দ্রিকা।

শ্রীগৌরেশ্বর বৈষ্ণব বৃন্দ ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া নক্ত পর্য্যন্ত জাগরণ শয়নাদি নিখিল অবস্থায় নিরন্তর শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের সহিত শ্রবণ মননাদি ভক্ত্যঙ্গের অবলম্বনেই শ্রীকৃষ্ণ ভজনের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। অষ্টকাল শ্রীনাম কীর্ত্তন অর্চ্চন মননাদির মনোরম পরিপাটী যে গ্রন্থে বর্ণিত আছে তাহাকেই পদ্ধতি গ্রন্থ বলাহয়।

প্রেমভক্তি কাদম্বিনী সংপ্লাবিতান্তঃকরণ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরণানুগত পার্ষদগণ বিরচিত নিখিল গ্রন্থরত্নের ভাবধারা বিশুদ্ধ

ভজনপথ নির্দ্দেশের সহিত রসরাজ মহাভাবমূর্ত্ত শ্রীবিগ্রহের প্রেম সেবা পরিপাটীর দিগ্‌দর্শনেই বিন্যস্ত হইয়াছে। ইহাদের সকলেরই অন্তিমানুবন্ধ শ্রীশ্রীভগবৎ প্রেম।

শ্রীভগবৎ প্রেমের স্বরূপ শ্রীভক্তিরসামৃত গ্রন্থে 'সান্দ্রানন্দ বিশেষাত্মা, সম্যক্ মসৃণিত স্বান্তঃ মমত্বাতিশয়াঙ্কিতরূপে সুবিস্তৃত বর্ণিত আছে।

উক্ত শ্রীভগবৎ প্রেম নিত্য সিদ্ধ পরিকরগণাশ্রিত হইলেও শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা পরিশোধিত সাধক চিত্তেই উহা প্রকটিত হয়। অতএব শ্রীশ্রীগৌড়েশ্বর বৈষ্ণবগণ নববিধ ভক্ত্যঙ্গ' আচরণের অতিশয় প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

উপনিষদুক্ত নিদিধ্যাসনই নববিধ ভক্ত্যঙ্গের অন্তর্ভূর্ত স্মরণ, যাহার অনুষ্ঠানে তৈল ধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ সন্ততি দ্বারা অভীষ্ট ধ্যেয় বস্তুর নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতির স্ফুরণ, সুষ্ঠু, আবেশ এবং বাহ্যাভ্যন্তর বিষয়রাগও নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়, ইহারই জন্য অষ্ট কালিক লীলামৃতে মনোনিবেশের ব্যবস্থা করুণাময় সজ্জনবৃন্দ করিয়াছেন।

অষ্ট কালিক লীলাশব্দে শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দের নিশান্ত প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ণ, অপরাহ্ণ, প্রদোষ, ও নক্তভেদে দৈনন্দিন লীলা কলাপকেই জানিতে হইবে। অতএব প্রস্তুত গ্রন্থই সাধকের শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দের লীলা মন্দাকিনীতে অবগাহনের মনোহর পদ্ধতি।

শ্রীহরিদাসশাস্ত্রী

: অর্পণপরিচয় :

ওঁ বিষ্ণু পাদ

শ্রীল রামকৃষ্ণ দাস মহাশয়
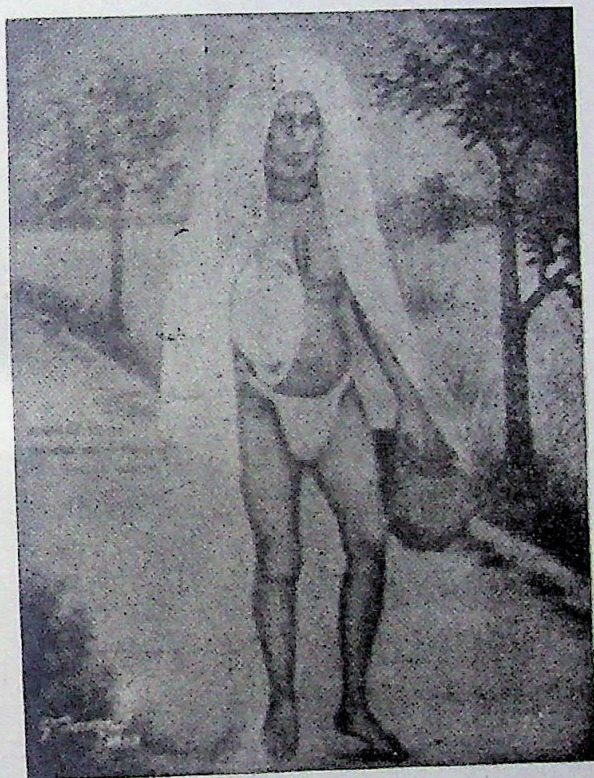
(সিদ্ধ পণ্ডিত বাবা)

ওঁ শ্রীবিষ্ণুপাদ

শ্রীল বিনোদ বিহারী গোস্বামী মহাশয়

* শ্রীশ্রীগুরু পরম্পরা *

★★

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু	শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু
শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী	শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী
শ্রী" নয়নানন্দ মিশ্র	শ্রী" ভূগর্ভ গোস্বামী
শ্রী" বল্লভ মিশ্র	শ্রী" চৈতন্য গোস্বামী
শ্রী" শ্রীমতী ঠাকুরাণী	শ্রী" ভীমানন্দ গোস্বামী
শ্রী" মধুসূদন গোস্বামী	শ্রী" কাশীরাম গোস্বামী
সিদ্ধ শ্রীল নিত্যানন্দ দাস মহাশয় ★	শ্রীস্বর্ণমণি গোস্বামিনী
" শ্রীল রামকৃষ্ণ দাস মহাশয়	শ্রীহেমমণি গোস্বামিনী
	শ্রীকিরণমণি গোস্বামিনী
	শ্রীচিন্তামণি গোস্বামিনী
	শ্রীল দুর্গানাথ গোস্বামী
	শ্রী" বিনোদ বিহারী গোস্বামী
	শ্রীহরিদাস শাস্ত্রী

শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গবিধুর্জয়তি

ভাগবত পরমহংস পাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত গৌরবিনোদ দাস বাবাজী মহারাজ প্রসিদ্ধ নাম শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী গোস্বামি বেদান্ত রত্ন শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামির পরম্পরা আচার্য্য সন্তান। সম্প্রদায় সদাচার পরম্পরা অনুরোধে শ্রীযুক্ত বড় বাবা রামকৃষ্ণ দাস পণ্ডিত জী মহারাজের সাক্ষাতে প্রায় ৫৬ বৎসর বয়সে ভিক্ষু বেশ ধারণ করিয়াছেন। বিদ্যা বিনয়, আচার, অনুরাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, ভক্ত্যাদি বহু গুণে বিভূষিত। যদ্যপি পণ্ডিত জী মহারাজকে বেদান্ত রত্ন মহাশয় গুরু রূপে বরণ করিয়াছেন তথাপি পণ্ডিত জী মহারাজ তাঁহার প্রতি আচার্য্য গুরু পদবী লঙ্ঘন রূপ মর্য্যাদা হানি ব্যবহার কখনও করেন নাই; কেননা পণ্ডিত জী মহারাজ শ্রীল গদাধর পরিবারের শিষ্য। "মর্য্যাদা রক্ষণ হয় সাধুর ভূষণ।"

বেদান্ত রত্ন মহাশয় আমাদের নিকট আচার্য্য, গুরুতুল্য সেব্য হইলেও স্থান রক্ষার্থে আদালতি আইন কানুন অনুরোধে তাঁহার নিকট স্বীকার পত্র লেখাইয়া লওয়া রূপ মর্য্যাদা হানি অপরাধ করিলাম; তাহা নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। যদি কৃপা পূর্ব্বক ভাগবত নিবাসে বাস করেন তবে আমার জীবনান্ত পর্য্যন্ত আমি ও সেবক মণ্ডলী শ্রী পণ্ডিত জী মহারাজের তুল্য তাঁহার প্রতিনিধি রূপে সেবা করিব। এতদর্থে অনুমোদন পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সম্বৎ ২০০৩ পৌষ সুদি অমাবস্যা। সোমবার।

সেবক

শ্রী [illegible] দাস

ভাগবতনিবাস বৃন্দাবন

* ভক্তিরস প্রস্থানাচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামী চরণ *

श्री रघुनाथभट्ट गोस्वामिपाद

श्री गोपाल भट्ट गोस्वामिपाद

श्री सनातन गोस्वामिपाद

श्री रघुनाथ दास गोस्वामिपाद

শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর শ্রীকর চিহ্ন।

শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর শ্রীচরণ চিহ্ন।
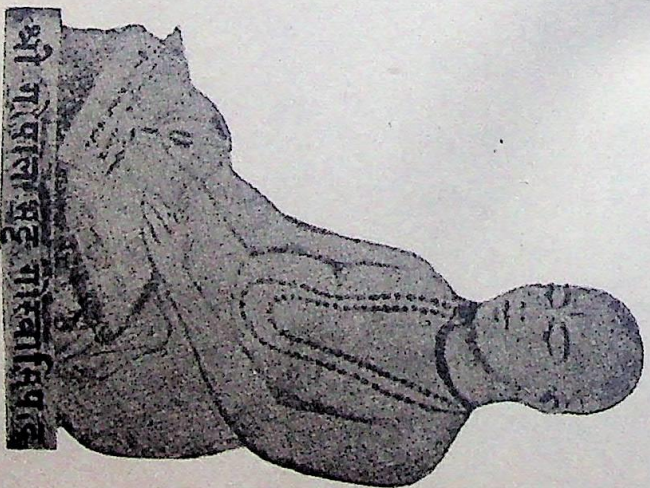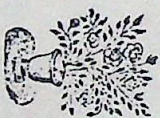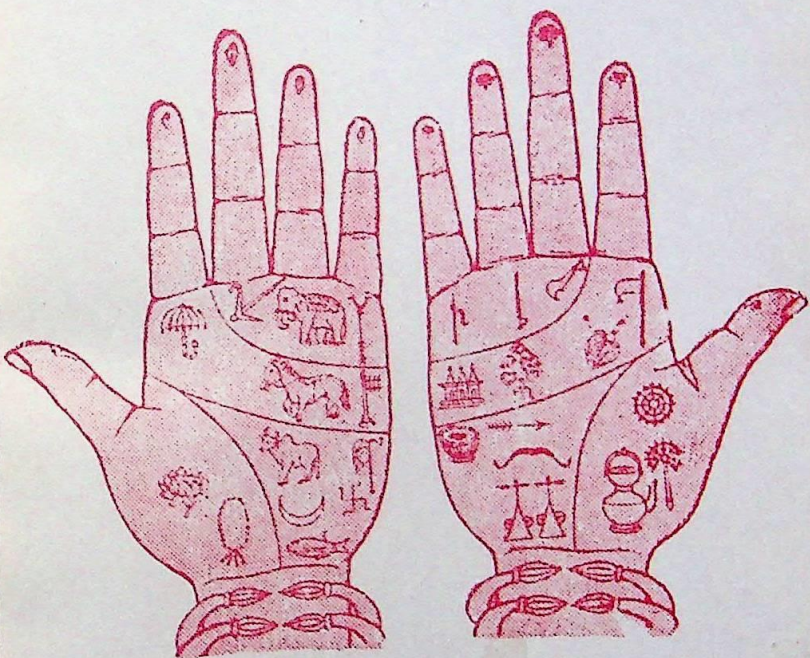
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীচরণচিহ্ন।
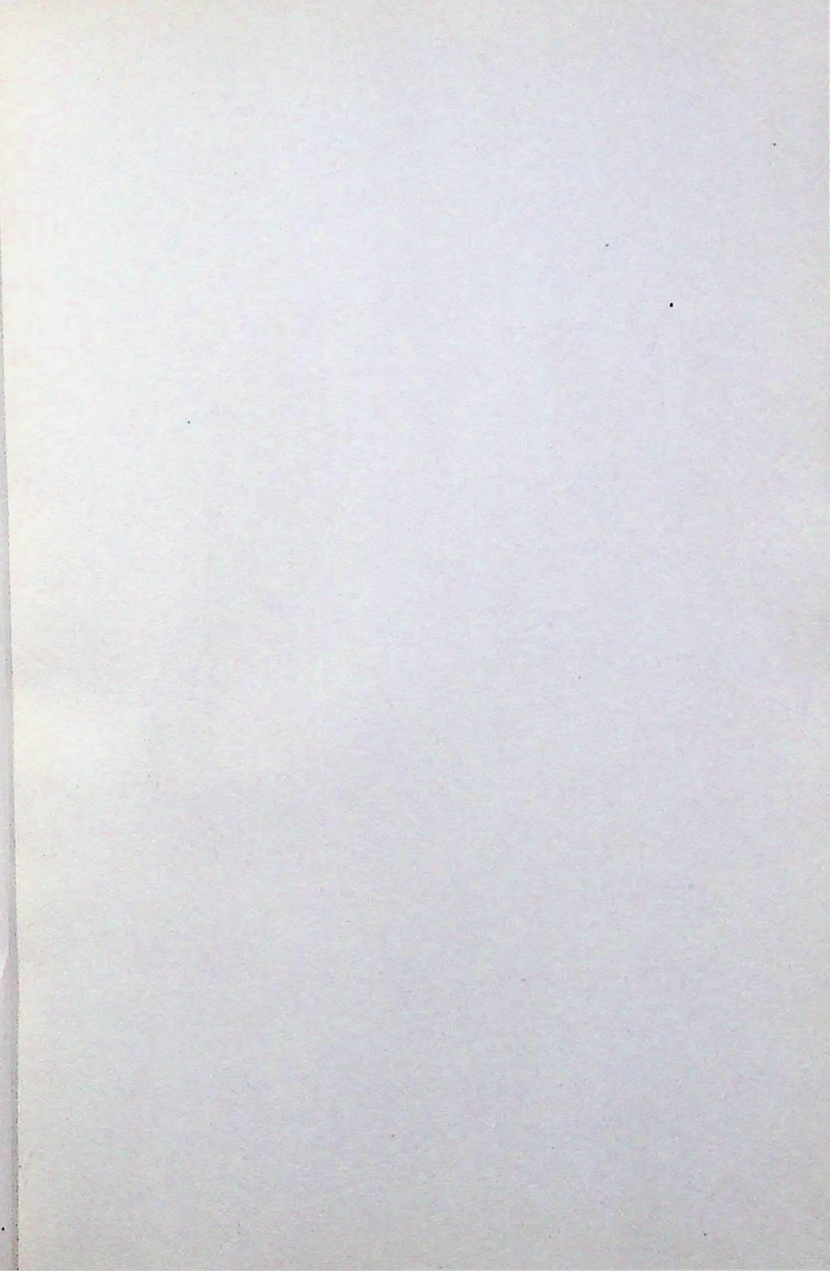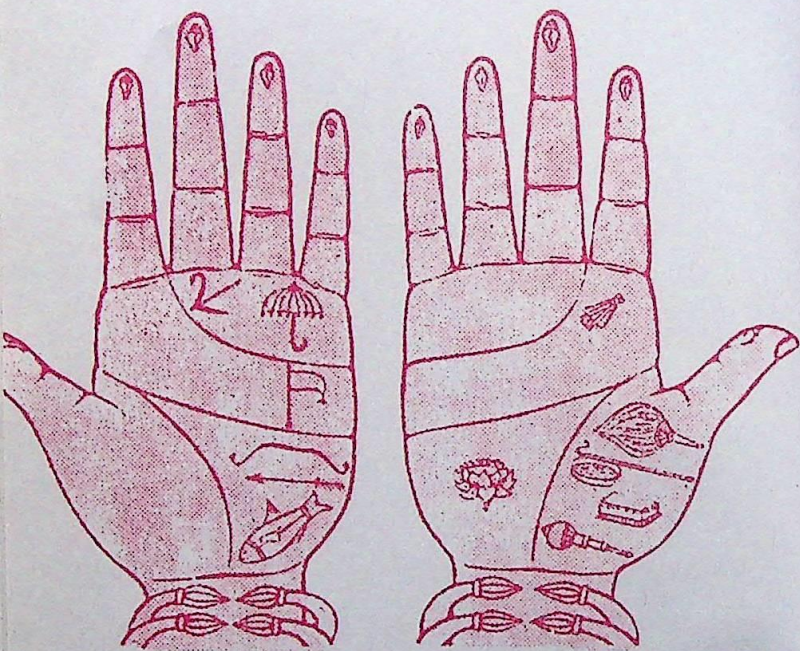
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীকরচিহ্ন ।
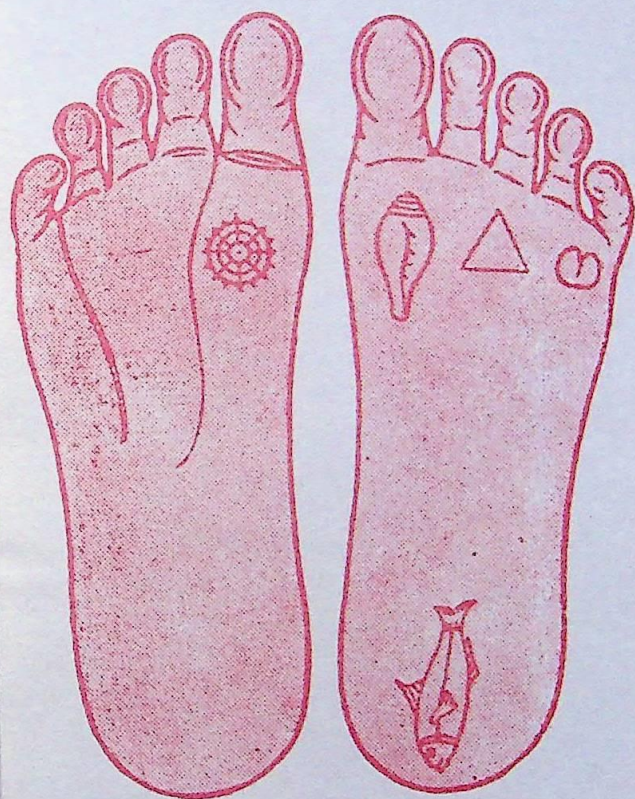
শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীচরণচিহ্ন।
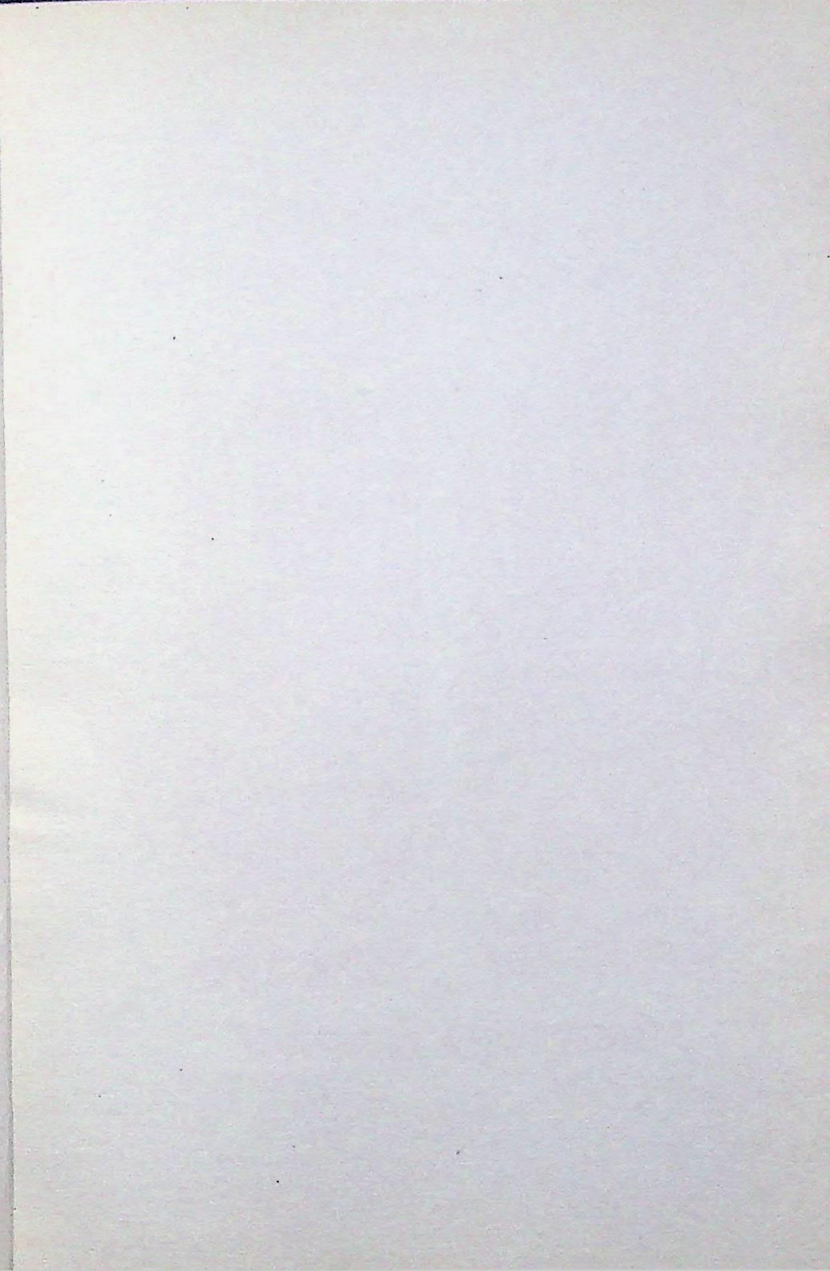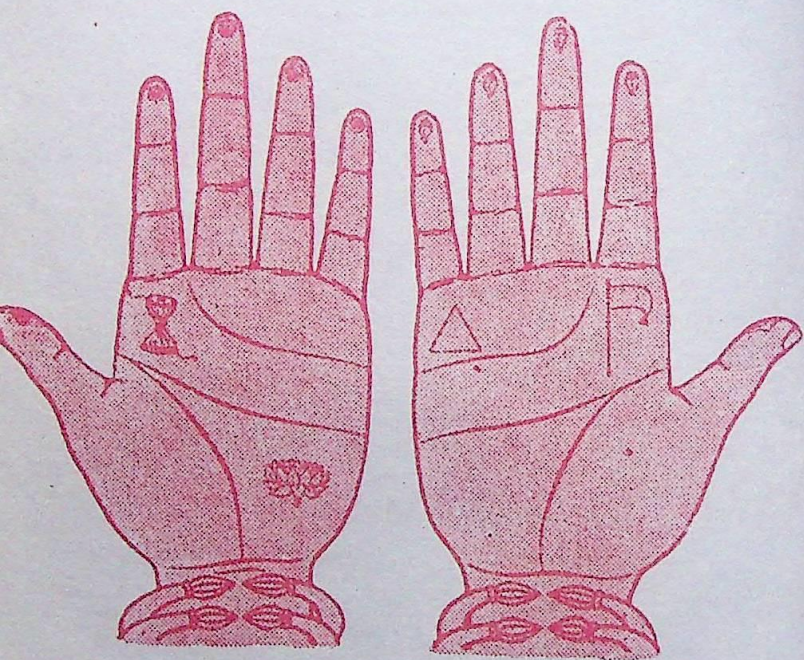
শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীকরচিহ্ন ।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীচরণচিহ্ন।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীকরচিহ্ন ।

শ্রীরাধারাণীর শ্রীকর চিহ্ন।

শ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণচিহ্ন।

卐 শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ 卐

❋ শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতাম্ ❋

শ্রীসিদ্ধ-কৃষ্ণদাস-তাতপাদ বিরচিতা

শ্রীশ্রীসাধনামৃতচন্দ্রিকা

[প্রথম প্রকাশ]

নিশান্তকৃত্য

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
শ্রীমদ্‌গুরুপাদাম্বুজে কোটি নমস্কার।
এমন করুণাসিন্ধু প্রভু নাহি আর॥
অজ্ঞানতিমিরে মোর অন্ধদৃষ্টি ছিল।
জ্ঞানাঞ্জন দিয়া মোর চক্ষু প্রকাশিল॥
অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা এই সব॥
ইহাতেই অন্ধ দৃষ্টি আছিল আমার।
ভাল-মন্দ বস্তু-জ্ঞান না ছিল বিচার॥
কৃপা-শলাকাতে করি কৃষ্ণজ্ঞানাঞ্জন।
দিয়া প্রকাশিল যেঁহো এ মোর নয়ন॥
অথবা অজ্ঞানতমঃ অবিদ্যার নাম।
সে ছানিতে আবরণ কৈল দৃষ্টি জ্ঞান॥
সুশীতল সাধুসঙ্গ-শলাকাতে করি।
শ্রবণাদি-জ্ঞানাঞ্জন দিল দয়া করি॥

শ্রীমদনমোহনজীর মন্দির. বৃন্দাবন।

তাতে ছানি দূর করি' নেত্র প্রকাশিল।
রাধাকৃষ্ণোজ্জ্বল-লীলারত্ন দেখাইল॥
এমন শ্রীগুরুদেব পতিতপাবন।
হরিনামামৃত দিয়া তারিল ভুবন॥
যাঁর কৃপা হৈতে রাধাকৃষ্ণ-কৃপা হয়।
যাঁর কৃপা বিনে কোন স্থানে গতি নয়॥
জয় জয় গুরুদেব-চরণকমল।
যাঁহার স্মরণে নাশে সব অমঙ্গল॥
এই কৃপা কর মোরে করুণাসাগর।
তুয়া-পাদপদ্মে মন রহু নিরন্তর॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র শচীর নন্দন।
জয় নিত্যানন্দতনু অদ্বৈত-জীবন॥
জয় গদাধর-প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় শ্রীবাসাদি-ভক্তগণের ঈশ্বর॥
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কলিযুগপাবনাবতার ধন্য ধন্য॥
ভক্তগণ-সঙ্গে তোমার নদীয়া বিহার।
নিরন্তর হৃদয়েতে স্ফুরুক আমার॥
জয় রাধাকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ।
জয় রাধা-মদনমোহন প্রাণনাথ॥
জয় বৃন্দাবনে সুরতরুতলেস্থিতি।
কোটি কোটি মনমথমথন-মুরতি॥
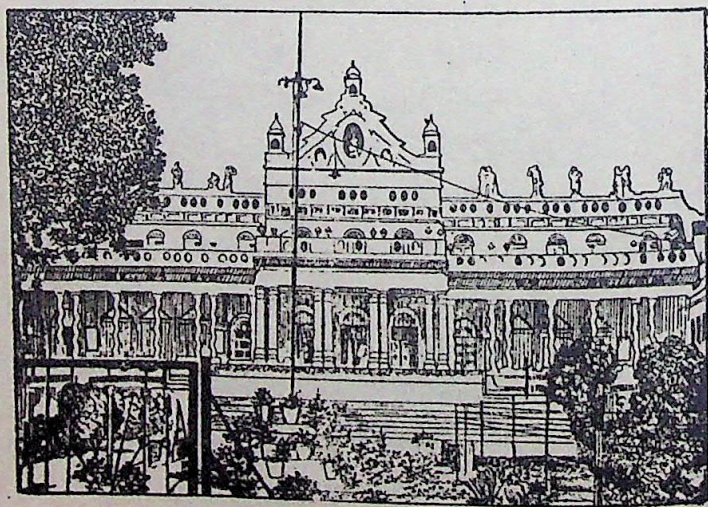
জয় বৃন্দাবনেশ্বরি! কনকহংসিনি!
শ্রীগোবিন্দ মন-সরোবর-বিহারিণি॥
জয় ললিতাদি সখীগণের জীবন।
জয় কীর্ত্তিদার কীর্ত্তিবল্লি অনুপম॥
প্রাণনাথ-সঙ্গে তুমি যে যে লীলা কর।
সেই লীলা মোর চিত্তে স্ফুরুক্ নিরন্তর॥
জয় গৌরভক্তগণ-মকর-প্রধান।
সভার চরণ প্রতি কোটি পরণাম॥
যাঁরা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বিহরে।
মহাকাল-জালভয় পরাভব করে॥
পঞ্চবিধা মুক্তিনদী করে অনাদর।
অন্য অভিলাষশূন্য সবার অন্তর॥
জয় ভক্তপদরজঃ—সংসারকৃন্তন।
জয় ভক্তপদজল—ভজনবর্দ্ধন॥
জয় ভক্তভুক্তশেষ পরমমঙ্গল।
জয় ভক্ত-নাম ভক্তিপ্রাপ্তির সে বল॥
জয় ভক্তগণসঙ্গ আনন্দ-তরঙ্গ।
রাধাকৃষ্ণলীলারস-প্রাপ্তির মুখ্য অঙ্গ॥
জয় জয় ভক্তবৃন্দ, কৃপা কর মোরে।
শ্রীচরণাম্বুজরজ দেহ মোর শিরে॥
দন্তে তৃণ ধরি' মুই করোঁ নিবেদন।
রাধাকৃষ্ণলীলামৃতে ডুবুক্ মোর মন॥
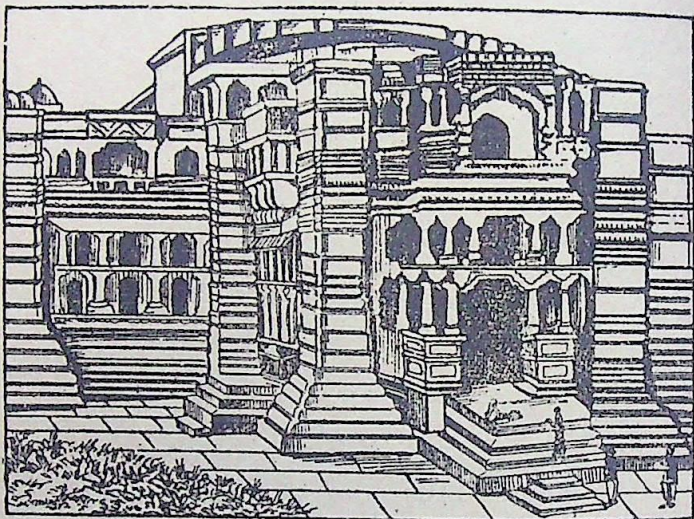
শ্রীগোবিন্দজীর মন্দির, বৃন্দাবন
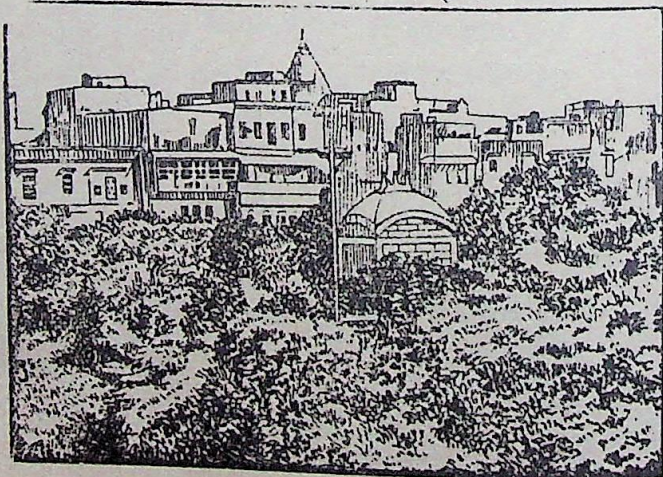
শ্রীনিকুঞ্জবন, বৃন্দাবন

পতিতপাবন জয় বৈষ্ণব-গোসাঞি।
ত্রিভুবনে তোমা বই কেহ মোর নাই॥
মোর শিরে শ্রীচরণ ধরি' কৃপা কর।
চিত্তে রাধাকৃষ্ণলীলা করু ঝলমল॥
নিবেদন করোঁ মুই সবার চরণে।
এক অভিলাষ সদা হয় মোর মনে॥
শ্রীগোস্বামিপাদ-গ্রন্থের শ্লোকার্থ নিগূঢ়।
বুঝিতে না পারোঁ মুই অতিশয় মূঢ়॥
সে সব গ্রন্থের শ্লোক একত্র গাঁথিল।
'সাধনামৃতচন্দ্রিকা' গ্রন্থনাম হৈল॥
তার মধ্যে নিত্যাহ্নিক শ্লোক হয় যত।
ভাষা করি আস্বাদিতে হৈল মোর চিত॥
আপনারে দেখোঁ মুই অতি সুবালিশ।
কুবুদ্ধির সীমা, নাহি অধ্যয়নলেশ॥
তোমা-সবার শ্রীচরণ কেবল ভরসা।
তাহা হৈতে মোর পূর্ণ হবে সর্ব্ব-আশা॥
অগতির গতি, সতী মতি দাও তুমি।
এ বড় ভরসা চিত্তে করিয়াছি আমি॥
শ্রীল-গোবর্দ্ধনপদে করি নমস্কার।
শ্রীবৈষ্ণব-কৃত্য অল্পাক্ষরে লিখি সার॥
শ্রীব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠি' সাধক [illegible]ত্বর।
নামসংকীর্ত্তনকরে আনন্দ [illegible]ন্তর॥
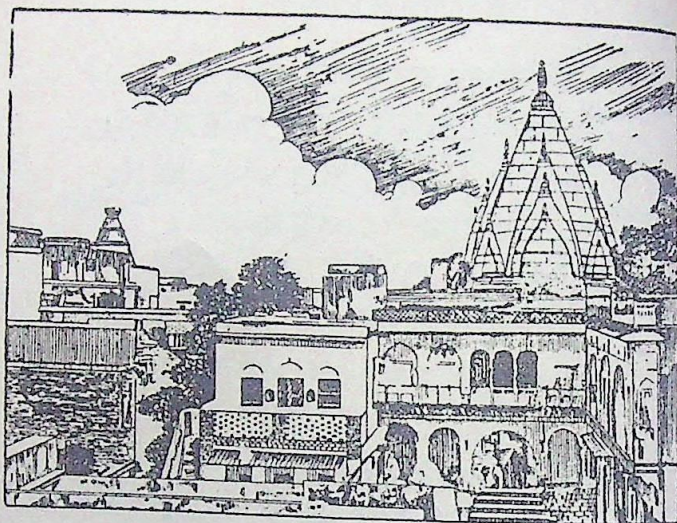
শ্রীগোপীনাথজীর মন্দির, বৃন্দাবন
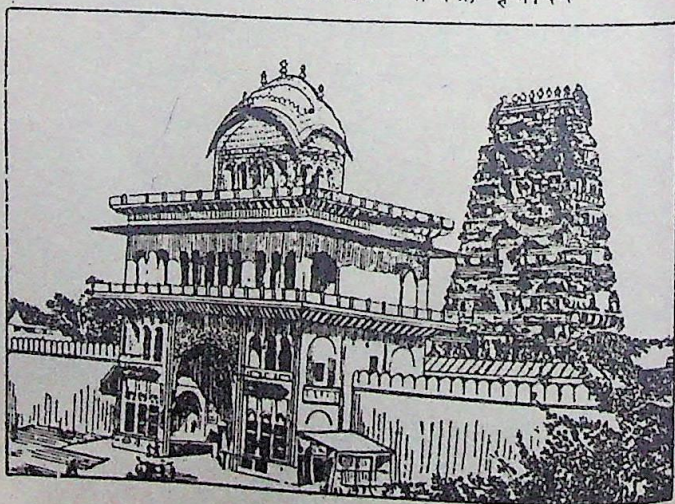
শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দির, বৃন্দাবন

জয় জয় রাধাকৃষ্ণ মদনগোপাল।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ বিনোদ রসাল॥
মুকুন্দ মুরারি হরি, জয় বংশীধারী।
যশোদানন্দন নন্দসুত গিরিধারী॥
তবে শ্রীগুরুচরণে প্রণতি করিয়া।
পৃথিবীকে সম্প্রার্থয়ে আনন্দিত হৈয়া॥
সমুদ্রমেখলে পর্ব্বত-শ্রীস্তনমণ্ডলে!
দেবি বিষ্ণুপত্নি! নমো তুয়া পদতলে॥
মোর পাদস্পর্শ-অপরাধ ক্ষমা কর।
কৃষ্ণপদে শুদ্ধভক্তি দেহ নিরন্তর॥ ১॥
তবে ত বাহিরে যাঞা মূত্রোৎসর্গ করে।
পাণি-পাদ ধুঞা দন্তধাবন আচরে॥
রাত্রিবাস পরিহরি' অন্য বস্ত্র পরে।
আচমন করি' গৃহে যায় তার পরে॥
সুখাসনে বৈসে পূর্ব্বদিকে মুখ করি'।
পুন আচমন করি' ইষ্টমন্ত্র স্মরি'॥
তবে ত নিশ্চল মনে শ্রীগুরুচরণ।
স্মরণ করিলে হয় আনন্দে মগন॥
'যামলে'তে যে প্রকার শ্রীগুরুস্মরণ।
লিখিয়াছে, এই মত চিন্তে বিচক্ষণ॥
কৃপামকরন্দান্বিত শ্রীপাদকমল॥
শ্বেতাম্বর গৌররুচি সনাতনবর॥

মঙ্গলদ সুমাল্যভরণ গুণালয় ।
চিন্তিব শ্রীগুরু, হরি, শুদ্ধভক্তিময় ॥
'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য'—এ শ্লোক পড়িয়া ।
প্রণাম করিবে সাধক অতি নম্র হৈয়া ॥২॥
পাদাব্জমহসা মহাকুমতিস্তমঃ ।
নাশকর্ত্তা ব্রজস্নেহ-শ্রীবপু সুষম ॥
প্রণয়তজনের তাপ সংহার সুকীর্ত্তি ।
ব্রজেন্দ্রতনয়প্রিয় মধুরমূরতি ॥
আহ্লাদক সংসারসমুদ্র-সন্তারক ।
বন্দিব পরমগুরু ভকতি-দায়ক ॥৩॥
শ্রীরাধাব্রজেন্দ্রাত্মজ-ভাবময় তনু ।
বৃন্দাবন-প্রেমসুখ-কল্পতরু জনু ॥
শ্রীপরাৎপরগুরু করুণাসাগর ।
তাঁহার চরণে করেঁ। প্রণতি বিস্তর ॥৪॥
মহামহিমপূজ্য সকলভদ্রকারী ।
কৃপাময় কলেবর সত্যব্রতধারী ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন-সেবাপ্রণয়-অমৃত ।
দান করি' বিশ্বজন করাইল মত্ত ॥
সুরসবিলাসভুষা তনু শোভা করে ॥
বন্দিব শ্রীপরমেষ্ঠিগুরু-পদতলে ॥৫॥
এই ক্রমে গুরুবর্গ বন্দনা করয়ে ।
পুটাঞ্জলি গুরুপদে শরণ প্রার্থয়ে ॥

হে শ্রীগুরো জগন্নাথ ত্রাণ কর মোরে।
দগ্ধ হইয়াছি আমি সংসার অনলে ॥
কালসর্পদংশনেতে তনু জর জর।
শরণ লইনু মুই তুয়া পদতল ॥
হে শ্রীগুরো জ্ঞানদাতা দীনজনবন্ধু।
নিজানন্দামৃতদাতা করুণার সিন্ধু ॥
বৃন্দাবনে স্থিত জনহিতে অবতার।
প্রসীদ হে রাধাকৃষ্ণপ্রণয়প্রচার ॥৬॥
তবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুর চরণে।
প্রণাম করয়ে সাধক আনন্দিত মনে ॥
আনন্দলীলামৃতময় কলেবর।
জাম্বুনদকান্তি দিব্যচ্ছবি মনোহর ॥
মহাপ্রেমরসদাতা শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
তুয়া পদ বন্দো মুঞি অতিশয় মন্দ ॥
যাঁর পাদাম্বুজ-ভক্তি হৈতে জীবে পায়।
'প্রেম' নাম পরপুরুষার্থ যেবা হয় ॥
ভুবনমঙ্গলরূপ শ্রীচৈতন্য হরি।
তাঁর পাদপদ্মে সদা নমস্কার করি ॥৭॥
শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম হৃদয়েতে স্মরি'।
তবে বিজ্ঞাপন করে করযোড় করি' ॥
সংসারদুঃখজলধি-মধ্যে নিপতিত।
কাম-ক্রোধ-নক্রমকরেতে কবলিত ॥

দুর্ব্বাসনানিগড়িত আর নিরাশ্রয়।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র মোরে দেহ পদাশ্রয় ॥৮॥
তবে ত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু পাদযুগে।
প্রণাম করিবে সাধক অতি অনুরাগে ॥
ঔদার্য্যেতে কামধেনু চিন্তামণিগণ।
কোটি কোটি কল্পতরু নহে যাঁর সম ॥
কোটি কোটি কাম হৈতে পরমসুন্দর।
মাতৃকোটি কোটি হৈতে পরমবৎসল ॥
নিরবধি শুদ্ধপ্রেমাম্বুধিবৃদ্ধিকারী।
গৌরপ্রেমরসে মত্ত আপনা পাসরি ॥
এমন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর চরণে।
পরণাম করোঁ মুঞি কায়বাক্য-মনে ॥
করযোড় করি' পুনঃ করোঁ বিজ্ঞাপন।
তোমার চরণ সদা রহুঁ মোর মন ॥
হাড়াইপণ্ডিত-পুত্র পতিত পাবন।
কৃপার সমুদ্র পদ্মাবতীর নন্দন ॥
কোটিতীর্থবন্দিত শ্রীপদ-অরবিন্দ।
প্রেমকল্পতরু-মূর্ত্তি আনন্দের কন্দ ॥
আমাকে ত রক্ষা কর, প্রভু নিত্যানন্দ।
অনাথ পামর পাপী, মুঞি অতি মন্দ ॥৯॥
যিঁহো শ্রীরাধিকা সহ শ্রীনন্দনন্দন।
কলিযুগে প্রকাশ করিল অনুপম ॥

যিঁহো প্রেমাম্বুধি-মধ্যে বিশ্ব ডুবাইল।
যাঁর বিশ্ববিকাশি সুকীর্ত্তি ব্যাপ্ত হইল॥
দীনবন্ধু সর্ব্বজনে সর্ব্ব অর্থ দিল।
মহাপাতকীর গণে হেলে তরাইল॥
শ্রীকৃষ্ণের সহ অদ্বিতীয় তনু যাঁর।
শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাঁর পদে নমস্কার॥
শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু! তুয়া করুণাবলোকে।
শ্রীশচীনন্দন-দাস কে না হৈল লোকে॥
প্রেমের সাগর মাঝে কেবা না ডুবিল।
মু অধম পাপী, মোর আশাও নহিল॥১০॥
যাঁর পদনখ-অগ্রকান্তি-লব হৈতে।
অজ্ঞানাদি তমঃ সব যায় অলক্ষিতে॥
যাঁর কটাক্ষেতে গৌরকৃষ্ণ হয় বশ।
যাঁর সেবালব হৈতে প্রেমেন্দু প্রকাশ॥
অতুল-আনন্দ-কল্পতরু গুণধাম॥
শ্রীল গদাধর, তাঁর পদে পরণাম॥
অথ বিজ্ঞাপন—হেগদাধর! দয়া-সরিতের পতি।
প্রেমে বশীভূত কৈলে শচীসুত-মতি॥
তব প্রেমে পদ্মাবতীসুত সদা বশ।
মো অতি পামর প্রতি কর কৃপালেশ॥১১॥

শ্রীশ্রীবাসাদির প্রণাম

যাঁরা তীর্থতুল্য জগৎ করেন পবিত্র।

মায়ারোগনাশে যেন সদ্বৈদ্যচরিত্র ॥
ইন্দুসম কৃপামৃত পান করাইয়া।
জগৎ শীতল করে কৃপাযুক্ত হৈয়া ॥
ললাটে শ্রীহরিচন্দন-তিলক বিরাজে।
অশ্রু-কম্প-রোমাঞ্চাদি ভাবভূষা সাজে ॥
সুস্নিগ্ধ শ্রীশ্রীবাসাদি ভক্তপদতলে।
সর্ব্বদা প্রণাম করোঁ আনন্দ-অন্তরে ॥
বিজ্ঞাপন—জয় শ্রীবাসাদিভক্তবৃন্দ-কৃপামূর্ত্তি।
গৌরকৃষ্ণ-প্রেমাম্বুধি-মধ্যে মগ্নমতি ॥
সুরতরুসম দাতা তোমরা সকল।
শমদমশান্তসৌম্যস্বভাব প্রবল ॥
দীনজন উদ্ধারিতে প্রবল নিয়ম।
পাদরজে পবিত্র করহ মোর মন ॥১২॥

শ্রীনবদ্বীপের প্রণাম

নবীন শ্রীহরিরস সর্ব্বত্র প্রচার।
নবীন কনকগৌরাকৃতি পতি যাঁর ॥
নবারণ্যশ্রেণী চতুর্দ্দিকেতে বলিত।
নব সুরধুনী-পবনেতে সুশোভিত ॥
নবীন শ্রীরাধাকৃষ্ণরস-সংকীর্ত্তন।
নিরবধি যাতে হয় কর্ণরসায়ন ॥
নবীন গৌরাঙ্গ কৃপারসে উনমত্ত।
হেন নবদ্বীপ বন্দোঁ হৈঞা একচিত ॥১৩॥

শ্রীগঙ্গার প্রণাম

নবদ্বীপারামাবলি-কুসুমামোদিতা।
নানারত্নচিত তট তীর্থালিসংযুতা॥
গৌরহরি-পাদাম্বুজ-ধূলিতে ধূসরা।
উচ্চ সংকীর্ত্তনরসে উঠে উর্ম্মিমালা॥
প্রভুকৃপাপাত্রী সদামৃতরসগাত্রী।
ঋষিঘটা শিব-ব্রহ্মাদির পূজ্যপাত্রী॥
কিঞ্জল্ক-শোভিতাম্বুজশ্রেণী-বিকসিতা।
মধুলোভে ভ্রমরা-ভ্রমরী উনমত্তা॥
অঘনিকরভঙ্গা জলকণা যাঁর।
হেন গঙ্গাদেবীপদে কোটি নমস্কার॥১৪॥

অনন্তর শ্রীগুরুরূপা সখীর প্রণাম, যথা—

শ্রীরাধাসম্মুখাসক্তি অতিশয় বরা।
সখীসঙ্গনিবাসিনী পরম চতুরা॥
শ্রীমতী শ্রীগুরুরূপা সখীর চরণে।
বন্দনা করিয়ে আমি কায়-বাক্য-মনে॥

❁ ❁ ❁ ❁ ❁

এই ক্রমে গুরুবর্গ বন্দনা করিঞা।
যুথেশ্বরী-পাদাম্বুজ বন্দো হৃষ্ট হৈঞা॥১৫॥

শ্রীরাধিকার প্রণাম, যথা—

রাসোৎসববিলাসিনী পরমা ঈশ্বরী।
কৃষ্ণ প্রাণাধিকা রাধা পরমা সুন্দরী॥

শ্রীপরমানন্দরূপা রসের গাগরী।
নিজনামে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ-মনোহারী॥
নানা রত্ন-অলঙ্কার শ্রীঅঙ্গে বিরাজে।
কুসুমখচিত বেণী ভুজঙ্গিনী সাজে॥
শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর চরণকমল।
বন্দনা করিয়া ধরোঁ শিরের উপর॥

বিজ্ঞপ্তি—হে উর্জ্জেশ্বরি! মুই দন্তে তৃণ ধরি।
চাটুক্তিতে প্রার্থনা করহুঁ কর জুড়ি'॥
তোমার জানিয়া মোরে কৃপা অতিশয়।
বকান্তক করে যেন হইয়া সদয়॥১৬॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম

শ্রীব্রহ্মণ্যদেব গোব্রাহ্মণ হিতকারী।
বন্দোঁ জগৎ-হিত কৃষ্ণ গোবিন্দ মুরারি॥
বন্দোঁ শ্রীনলিননেত্র বেণুবাদ্যকারী।
রাধাধরসুধাপানাসক্ত বনমালী॥

বিজ্ঞপ্তি—হে শ্রীপশুপাল-ইন্দ্র-কুমার! তোমারে।
প্রণমিয়া প্রার্থনা করিয়ে কাকুস্বরে॥
ব্রজের যুবতীমৌলিমালা শ্রীরাধিকা।
এ-জনকে কর তাঁর কৃপাপাত্রাধিকা॥১৭॥

শ্রীললিতাদির প্রণাম

কারুণ্যকল্পলতিকে শ্রীললিতে! তুয়া।
চরণেতে নমস্কার করোঁ নম্র হৈয়া॥

শ্রীরাধাসমানরূপগুণচাতুরিকে।
নমস্কার করোঁ। তুয়া-পদে বিশাখিকে॥
শ্রীঅচ্যুত-চারুচিত্তপদ্ম-সুচঞ্চরি।
শ্রীচম্পকলতে! তুয়া পদে নমস্করি॥
বিচিত্রচরিতে চিত্রকারিণি শ্রীচিত্রে।
তুয়া পদে নমস্কার করি এক চিত্তে॥
দয়িতপ্রণয়-অঙ্গরঙ্গ রঙ্গদেবি।
দণ্ডবৎ করোঁ। মুই তুয়া পদ সেবি॥
সুখলাস্তনদী শ্রীসুদেবি তুয়া-পদে।
দণ্ডবৎ করোঁ। মোর ঘুচাহ বিপদে॥
শ্রীতুঙ্গবিদ্যে বিদ্যা বিনোদসদনে।
দণ্ডবৎ করোঁ। মুঞি তোমার চরণে॥
পুর্ণেন্দুখণ্ডনখরে হে শ্রীইন্দুলেখে।
দণ্ডবৎ করোঁ, কর কৃপার কটাক্ষে॥
বন্দোঁ। শ্রীরাধিকানুজা অনঙ্গমঞ্জরি।
সদা মধুমতি বন্দোঁ। করজোড় করি'॥
সোহার্দ্দবিমলে তুয়া পদে শ্রীবিমলে।
সমস্কার করোঁ। মুঞি আনন্দ-অন্তরে॥
শ্রীরাধিকা-পরমসুহৃদ শ্রীশ্যামলে।
নমস্কার করোঁ, রাখ শ্রীচরণ তলে॥
হে পালিকে প্রণয়পালিনি! বার বার।
দণ্ডবৎ করোঁ, মোরে পালহ এবার॥

পরমমঙ্গলরূপসীমা শ্রীমঙ্গলে।
নমস্কার করোঁ, মোরে রাখ সুমঙ্গলে ॥
ব্রজেন্দ্রতনয়প্রেমধনে ধনী ধন্যে।
প্রেমধন দেহ, বন্দোঁ তোমার চরণে ॥
হে চন্দ্ররুচিরে চন্দ্রসমসুশীতলে।
হে তারকে ! তুয়া-পদ বন্দোঁ মুঞি শিরে ॥
বিজ্ঞপ্তি—শ্রীরাধিকা-প্রণয়নির্ঝরসিক্ত চিত্ত-।
বৃত্তি সুকুসুমপরিমোদিত অচ্যুত ॥
প্রেম-অনুরাগ-গুরু ললিতাদি গণ।
স্বাঙ্ঘ্রিরেণুসম মোরে করহ চিন্তন ॥১৮॥

শ্রীকৃষ্ণ-কিঙ্করগণের প্রণাম

রক্তক, পত্রক, পত্রী আর মধুব্রত।
মধুকণ্ঠ, রসাল, বিলাস, প্রেমকন্দ ॥
মকরন্দ, চন্দ্রহাস, পয়োদ আনন্দ।
বকুল, সারঙ্গ, ভৃঙ্গ আর শ্রীরসদ ॥
মণিময় বর চন্দনেতে উজ্জ্বলাঙ্গ।
জবাস্বর্ণচন্দন-ভ্রমরতুল্য অঙ্গ ॥
যা'রা নিজ-বপু-অনুরূপ বস্ত্র পরে।
শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর—পত্রকাদি বন্দো শিরে ॥১৯॥

সখাগণের প্রণাম

ক্ষণ-অদর্শনে দীনচিত্ত বুদ্ধিমান।
কৃষ্ণসঙ্গে বিহরেন যত সখাগণ ॥

কৃষ্ণসম বয়োগুণ, বিলাস, সুবেশ।
মণি আভরণ অঙ্গে সুমঞ্জুল কেশ॥
নীলমণি হাটক স্ফটিক পদ্মরাগ।
মণিসম অঙ্গকান্তি স্নেহপরভাগ॥
শ্রীসুহৃৎসখা, সখা, প্রিয়সখা আর।
প্রিয়নর্ম্মসখা, সবার পদে নমস্কার॥২০॥

শ্রীবলদেবের প্রণাম

বামগণ্ডপ্রান্তে শোভে এক রক্তোৎপল।
মণিকুণ্ডলের সহ করে ঝলমল॥
মৃগনাভি কস্তুরীতে চিত্র কলেবর।
গুঞ্জাবলিহার শোভে হৃদয়-উপর॥
শারদ-অম্বুদদ্যুতি চারু নীলাম্বর।
আজানুলম্বিত ভুজ সুগম্ভীর স্বর॥
এমন শ্রীরোহিণীনন্দন বলরাম।
তাঁ'র পদে কোটি কোটি করোঁ পরণাম॥২১॥

শ্রীযশোদার প্রণাম

ক্ষৌমচিত্রবাস কটিতটেতে সুন্দর।
পুত্রস্নেহে স্রবে কুচযুগ মনোহর॥
ডোরিযুক্ত জুটী বক্রকেশের পটল।
সিন্দুরের বিন্দুতেই সীমন্ত উজ্জ্বল॥
নানা মণি-অলঙ্কারে অঙ্গ সুশোভন।
শ্রীগোবিন্দ-মুখ দেখি' সাশ্রু দুনয়ন॥

নব ইন্দীবর হৈতে অতি শ্যামকান্তি।
সেই ব্রজেশ্বরী-পদে করোঁ মুই নতি ॥২২॥

শ্রীনন্দমহারাজের প্রণাম

তুন্দিল চন্দনরুচি বন্ধুজীবাম্বর।
তিলতণ্ডুলিতকচা দীর্ঘকলেবর ॥
ব্রজক্ষিতিপতি নন্দরায়ের চরণে।
অনন্ত প্রণাম মুঞি করোঁ অনুক্ষণে ॥২৩॥

শ্রীরোহিণী দেবীর প্রণাম

বিসশ্বেতবর্ণা নীলাম্বরা শ্রীরোহিণী।
করজোড় করি' বন্দোঁ রামের জননী ॥২৪॥

শ্রীবৃষভানুরাজের প্রণাম

ইন্দীবরশ্যাম চিত্রাংশুক স্থূলতনু।
নিরন্তর শিরে বন্দোঁ রাজাবৃষভানু ॥২৫॥

শ্রীকীর্ত্তিদার প্রণাম

সুবর্ণ কেতকীকান্তি জলদবসনা।
শ্রীকীর্ত্তিদারাণী বন্দোঁ হৈয়া একমনা ॥২৬॥

শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতির প্রণাম

শ্রীরূপ মঞ্জরী আর লবঙ্গ মঞ্জরী।
শ্রীলীলামঞ্জরী, গুণমঞ্জরী সুন্দরী ॥
শ্রীরসমঞ্জরী আর শ্রীরতিমঞ্জরী।
শ্রীবিলাসমঞ্জরী, শ্রীকস্তুরীমঞ্জরী ॥

শ্রীরূপমঞ্জরী আদি দাসীগণ পায়।
দণ্ডবৎ করি' মুঞি লইনু আশ্রয়॥
যা'রা বৃন্দাবন-মহেশ্বরীর চরণ।
সেবন করয়ে আর তাম্বুল অর্পণ॥
জলদানাভিসারাদি করয়ে সকল।
নানাপ্রীতিরসে সুখ দেন নিরন্তর॥
প্রাণপ্রেষ্ঠ সখীকুল হইতে নিশ্চয়।
কেলিস্থানে অসঙ্কোচ, ভূমি প্রেমময়॥
সে রূপমঞ্জরী আদি দাসীগণ পায়।
দণ্ডবৎ করি মুঞি লইনু আশ্রয়॥
বিজ্ঞপ্তি—শ্রীরাধার প্রাণতুল্য শুচিরস কথা।
চাতুরী বিচিত্র চরিত্রেতে নিপুণতা॥
নিজেশ্বরী সুখে করেন সেবাতে সন্তুষ্টা।
সুরত বিমুখা শ্রীরাধিকানন্দচেষ্টা॥
যাঁহারা সর্ব্বার্থসিদ্ধা প্রেমসেবোত্তরা॥
নিজগুণে কৃপাপূর্ণ সুমাধ্বীকসারা।
শ্রীমতী রাধার যত প্রিয়নর্ম্মসখী।
মো পাপীরে কৃপা করি' কর অতি সুখী॥২৭

সর্ব্বগোপ-গোপীর প্রণাম

সর্ব্বগোপগোপীগণ বন্দোঁ একমনে।
কৃপা করি' দেখ মোরে কটাক্ষের কোণে॥২৮

শ্রীপৌর্ণমাসীদেবীর প্রণাম

রাধেশ-কেলী-উদ্ভূত বিবিধ বিহার।
সমাধানবিজ্ঞা ব্রজে বন্দিতা সবার॥
দয়াদি অশেষ গুণে বিশ্বের বন্দিতা।
শ্রীপৌর্ণমাসীরে নমি করিয়া নম্রতা॥
কাষায়বসনা কাশকেশা দরায়তা।
গৌরাঙ্গী সকল-ব্রজজনানিষেবিতা॥
শ্রীকৃষ্ণলীলাব্ধিমগ্নমনা নিরবধি।
বন্দোঁ পৌর্ণমাসী ভগবতী সর্ব্বসিদ্ধি॥২৯॥

শ্রীবৃন্দাদেবীর প্রণাম

এই ভবারণ্যে দেবী! নিশ্চয় মুরারি।
সদা কান্তাসহ কেলি করে মনোহারী॥
শ্রুতি-স্মৃতি কহে ইহা জানিয়া তোমার।
শ্রীচরণ বন্দোঁ বৃন্দে! করি নমস্কার॥
শীঘ্র কৃপা কর মোর তৃষ্ণাতরুবর।
অতিশয় ফলীভূত হউক সত্বর॥৩০॥

শ্রীতুলসীদেবীর প্রণাম

যাঁহাকে দেখিলে নিখিলাঘ শান্ত হয়।
পরশ করিলে বপু পবিত্র করয়॥
বন্দনা করিলে সব রোগ যায় নাশ।
সেচন করিলে কাল পায় মহাত্রাস॥
রোপণ করিলে কৃষ্ণে করান আসক্তি।
চরণে অর্পণ কৈলে দেন প্রেমভক্তি॥

এমন যে শ্রীতুলসী তাঁকে নমস্কার।
দন্তে তৃণ ধরি' মুঞি করোঁ বার বার ॥৩১॥

শ্রীবৃন্দাবনের প্রণাম

লক্ষ্মীর আনন্দবৃন্দ-পরিপুষ্টিকারী।
নন্দনন্দনের পরানন্দ-পরচারী ॥
শ্রীগোবিন্দকান্তাগণের প্রেমানন্দদায়ী।
বন্দোঁ বৃন্দাবন-মনোহর-মূর্ত্তিময়ী ॥৩২॥

শ্রীযমুনার প্রণাম

গঙ্গাদি সকল তীর্থসেবিতচরণা।
শ্রীগোলোক সখ্যরস-মহিত-মহিমা ॥
অখিল ভকতগণে আনন্দসাগরে।
যিহোঁ ডুবাইল অতি আনন্দের ভরে ॥
শ্রীরাধামুকুন্দানন্দদায়িনী যমুনা।
তাঁহার চরণ বন্দোঁ করিয়া প্রার্থনা ॥৩৩॥

শ্রীগোবর্দ্ধনের প্রণাম

সপ্তদিন কৃষ্ণকরকমল-উপর।
বিরাজিত হৈল যিহোঁ যেমন ভ্রমর ॥
ফুল-ফল-কন্দমূল-জল-তৃণাদিতে।
ধেনু-গোপসঙ্গে কৃষ্ণে সেবে অবিরতে ॥
শৈলেন্দ্রমুকুটমণি গিরিগোবর্দ্ধন।
আনন্দিত হঞা বন্দোঁ তাঁহার চরণ ॥৩৪॥

শ্রীশ্যামকুণ্ডের প্রণাম

দুষ্টারিষ্টবধে কৃষ্ণচরণাব্জ হৈতে।
যেন মকরন্দ স্ফীত হৈল প্রকাশিতে ॥
শ্রীরাধিকা নানাবর্ণ-মণিতে করিয়া।
সোপান করাইলেন আনন্দিত হৈয়া ॥
প্রেমে আলিঙ্গন যেন করে প্রিয়াসব।
নিত্য বন্দোঁ অরিষ্টাখ্য ইষ্ট সরোবর ॥৩৫॥

শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রণাম

শ্রীবৃন্দাবিপিন অতি রমণীয় হয়।
তাহা হৈতে গোবর্দ্ধন শ্রীমান্ শোভয় ॥
শ্রীরাসস্থলিকা রসময় বিরাজয়।
অন্যস্থল সহ কভু তুলনা না হয় ॥
যাঁর অংশলব কিছু যোগ্য নহে সম।
মুকুন্দের প্রাণ হৈতে অতি প্রিয়তম ॥
প্রিয়াসম দয়িত, তাঁহার সরোবর।
শ্রীরাধাকুণ্ড বন্দোঁ আনন্দ-অন্তর ॥

শ্রীব্রজবাসীগণের প্রণাম

যাতে ব্রহ্মা তৃণ-গুল্ম-নিকরের মাঝে।
বিবিধ কর্ম্মার্ত্ত অতি দীন জন্ম বাঞ্ছে ॥
পরম বিনয়-পুণ্যযুক্ত যে যে জন।
শ্রীব্রজমণ্ডলে বৈসে অতি প্রিয়তম ॥
তাঁ সবার পদরেণু মস্তকে ধরিয়া।
দণ্ডবৎ করোঁ মুঞি আনন্দিত হৈয়া ॥৩৭॥

শ্রীবৈষ্ণবগণের প্রণাম

যাঁ'রা শ্রীচৈতন্যলীলামৃত-সাগরেতে।
বৃন্দাবনরসমাঝে ডুবে আনন্দেতে॥
যাঁ'রা নিজগুণে করে জগৎ পবিত্র।
হরিনামপরায়ণ বিমল চরিত্র॥
বাঞ্ছাকল্পতরু পূর্ণ কৃপার সাগর।
পতিতপাবন প্রেমরসের আকর॥
সকল বৈষ্ণব গোঁসাঞী চরণকমলে।
কোটি কোটি দণ্ডবৎ করেঁ। নিরন্তরে॥

* * *

এই মতে শ্রীগুর্ব্বাদি ক্রমেতে করিয়া।
ত্রিসন্ধ্যাতে প্রণামাদি করে নম্র হৈয়া॥৩৮॥
তার পরে নিশান্তেতে লীলার কীর্ত্তন।
করিবে সাধক জন যেন আছে ক্রম॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র বিশুদ্ধবিক্রম।
কনককমলকান্তি কমলনয়ন॥
বরজানুবিলম্বিত সভুজ শোভন।
নানাভক্তিরস-অভিনর্ত্তক সুষম॥
জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র জগত-নিবাস।
শ্রীদেবকীগর্ভে জন্মবাদ সুপ্রকাশ॥
যদুবর পারিষদগণ হয় যাঁ'র।
দুই ভুজাতেই করে অধর্ম্ম সংহার॥

স্থাবর জঙ্গম সবার দুঃখ বিনাশক।
হাস্যে ব্রজপুরকান্তার প্রেমসংবর্দ্ধক॥
যাঁহার স্মরণে জন কল্যাণপাত্র হয়।
সে পুরুষ অজ হরি করোঁ মু আশ্রয়॥
বিদগ্ধ গোপালীগণ বিলসে নিজসঙ্গে।
সম্ভোগচিহ্নিতে সুচিহ্নিত সব অঙ্গে॥
পবিত্র আম্নায়বাণী অগম্য মূরতি।
নবনীতচোর ব্রহ্মে বন্দোঁ মুঞি নিতি॥
অরবিন্দ নেত্রা ব্রজাঙ্গনানন্দভরে।
কৃষ্ণলীলামৃত গান করে উচ্চৈস্বরে॥
দধিনির্ম্মন্থন-শব্দ তাতে বিমিশ্রিত।
যাতে দিশা-অমঙ্গল বিনাশে ত্বরিত॥৩৯॥
এবে কাল নিয়মাদি কহি বিবরিয়া।
অষ্টকালক্রমে ভক্ত ভজে মন দিয়া॥
নিশান্ত, প্রাতঃ পূর্ব্বাহ্ণ মধ্যাহ্ন যে আর।
অপরাহ্ণ, সন্ধ্যা, প্রদোষ, রাত্রি—অষ্টকাল॥
যথাক্রমে মধ্যাহ্ন, যামিনী—ষণ্‌মুহূর্ত্ত।
নিশান্তাদি আর তিন মুহূর্ত্ত প্রমিত॥
সারদাতিলকে নিশান্তেতে ধ্যান যথা।
সঙ্ক্ষেপেতে কহি কিছু, শুন তার কথা॥৪০॥
রমণীয় বৃন্দাবনে সাধক যে জন।
শ্রীগোবিন্দদেবে তিঁহো স্মরে অনুক্ষণ॥

পুণ্ডরীকনেত্র কটাক্ষেতে অবিরত।
বশ করিছেন গোপকন্যা শত শত ॥
কৃষ্ণমুখাম্বুজে প্রেরি' নেত্র মধুকর।
কামবাণে প্রপীড়িত গোপিকানিকর ॥
মুখমধুপানে আলিঙ্গনে উৎকণ্ঠিতা।
মুক্তাহারযুত-তুঙ্গস্তনভারে নতা ॥
স্খলিত হৈল ধম্মিল্লকুসুম বসন।
মদভরে সকলের স্খলিত বসন ॥
দন্তপংক্তি-কান্তিতেই অধর রঞ্জিত।
বিভ্রমাদিভাবে কান্ত করে প্রলোভিত ॥৪১॥
তৎপরে নিশান্তলীলা স্মরণ করিবে।
প্রথমে গৌরাঙ্গলীলা মানসে চিন্তিবে ॥
নিশা-অবসানে শ্রীবাসের অঙ্গনেতে।
শ্রীমণিমন্দিরে রত্নপর্য্যঙ্ক-শোভিতে ॥
কুসুমশয্যাতে শুতিয়াছে গৌরচন্দ্র।
অলি-পিক-নাদে ভঙ্গ হৈল নিদ্রানন্দ ॥
গর গর চিত্ত সহজেই নিজভাবে।
তাহাতে উদয় হয় দ্বিতীয় বিভাবে ॥
শ্রীঅঙ্গে শোভিত কিবা অদ্ভুত অনুভাব।
হরিষ, বিষাদ, শঙ্কা—সঞ্চারী প্রভাব ॥
নয়নকমলে প্রেমানন্দবারি ঝরে।
পুলকে পূরল কিবা গৌর-কলেবর ॥

নিকুঞ্জমন্দিরে রাধাকৃষ্ণের বিলাস।
স্মরণ করিয়া প্রভু ছাড়ে ঘনশ্বাস॥
অনুরাগে অরুণিত নয়নারবিন্দ।
সে মাধুরী দেখি' প্রেমে ভাসে ভক্তবৃন্দ॥
অঙ্গুলি-যন্ত্রিত দুই ভুজ ধরি' শিরে।
অঙ্গমোড়া দিল প্রভু আলসের ভরে॥
জৃম্ভার উদ্গমে দন্তকিরণ প্রকাশ।
নাসাপুট প্রফুল্লিত, ছোটিকা-বিলাস॥
হেন কালে স্বরূপাদি সব ভক্ত মেলি'।
মহাপ্রভু-নির্ম্মঞ্ছন করে কুতূহলী॥
কেহ অতি সুমধুর-স্বরে করে গান।
মধুর মৃদঙ্গ কেহ বাজায় সুতান॥
করতালমন্দিরাদি সুমেল করিয়া।
প্রভু মুখ হেরি' নাচে কেহ মত্ত হৈয়া॥
এইমত পরানন্দে ডুবে ভক্তগণ।
সে আনন্দ সব মুখে না হয় বর্ণন॥
তারপর মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
নিজগৃহে গমন করয়ে অতি-রঙ্গে॥
নিজদ্বারে ভক্তগণে করিয়া বিদায়।
শয্যাতে শয়ন করে গোরা দ্বিজরায়॥৪২॥
অতঃপর বৃন্দাবনে নিকুঞ্জমন্দিরে।
রাধাকৃষ্ণলীলা চিন্তে সাধক অন্তরে॥

সনৎকুমারসংহিতাতে শ্রীনারদমুনি।
বৃন্দাদেবী প্রতি প্রশ্ন করে মিষ্টবাণী ॥
শুন দেবী! শ্রীকৃষ্ণের নৈতিক চরিত্র।
জানিতে আমার চিত্ত হয় উৎকণ্ঠিত ॥
যদি যোগ্য হও, আদি হৈতে কহ মোরে।
হে শোভনে! সব লীলা করিয়া বিস্তারে ॥
বৃন্দা কহে—কৃষ্ণভক্ত হও মুনিবর।
রহস্য যদ্যপি তভু কহিব সত্বর ॥
এই কথা কহোঁ মুঞি, না কহিও কারে।
গুহ্য হৈতে গুহ্য এই রাখিহ অন্তরে ॥
রমণীয় বৃন্দাবন-মধ্যে সুশোভন।
পঞ্চাশৎ সুমধুর কুঞ্জেতে মণ্ডন ॥
কল্পবৃক্ষ-নিকুঞ্জেতে শ্রীরত্নমন্দিরে।
বিবিধ কুসুমশয্যা তাহার উপরে ॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ অতি দৃঢ় আলিঙ্গনে।
শুতিয়াছে দুইজন মুদ্রিত নয়নে ॥
মোর আজ্ঞাকারী শুক-শারী পক্ষীগণ।
বচনেতে দুই জন হয়েত চেতন ॥
বিয়োগ-কাতরে দুহুঁ দৃঢ় আলিঙ্গন।
শয্যা হৈতে উঠিতেও না করয়ে মন ॥
তার পরে শুক-শারী নানা সুপদ্যেতে।
প্রবোধ করায় দোঁহে অতি আনন্দেতে ॥

তাঁ'দের বচনে দুহুঁ শয্যা হৈতে উঠি' ।
বৈসেন আনন্দে নিদ্রালস্যযুক্তদৃষ্টি ॥
সে সময়ে সখীগণ ভিতরে প্রবেশি' ।
দুহুঁরূপ হেরে প্রেমসাগরেতে ভাসি' ॥
তৎকাল-উচিত সেবা করে সখীগণ ।
স্বপ্রাণের সহ দোঁহার করে নির্ম্মঞ্ছন ॥
শয্যা হৈতে উঠি পুনঃ শারিকা-বচনে ।
নিজ নিজ গৃহে দুহুঁ করয়ে গমনে ॥
ভয়োৎকণ্ঠাব্যাকুলিত দোঁহাকার মন ।
নিজ নিজ শয্যাতে দুহুঁ করয়ে শয়ন ॥
সখীগণ স্ব-স্ব-গৃহে করয়ে গমন ।
এই ত নিশান্তলীলা করিল বর্ণন ॥৪৩॥
সাধক এ সব লীলা স্মরণ করিয়া ।
সংখ্যা-পূর্ব্বক নাম লয় আনন্দিত হৈয়া ॥

* * *

তবে পুনঃ পূর্ব্ববৎ শ্রীগুর্ব্বাদি-ক্রমে ।
সাধক প্রণাম করে আনন্দিত মনে ॥
তবে মূত্রকৃত্যাদি বিধি যথাক্রম ।
করিয়া করয়ে তবে বৈষ্ণবাচমন ॥
প্রথমেতে পাদহস্ত প্রক্ষালন করি ।
শ্রীকেশব, নারায়ণ, মাধব সঙরি' ॥

তার পূর্ব্ব চতুর্থ্যন্ত করি তিন নাম।
তিনবার আচমন করে সাবধান ॥
শ্রীগোবিন্দ, শ্রীল বিষ্ণু করিয়া স্মরণ।
তবে শীঘ্র পাণিদ্বয় করে প্রক্ষালন ॥
শ্রীমধুসূদন, ত্রিবিক্রম উচ্চারিয়া।
সংবৃত অঙ্গুষ্ঠমুল যত্নেতে করিয়া ॥
দক্ষিণ-বাম, বাম-দক্ষিণ ক্রমে দুইবার।
সাবধান নিজমুখ পুনঃ মার্জ্জে আর ॥
'বামন, শ্রীধর' দুই মন্ত্র উচ্চারিয়া।
তেমনে সংবৃতাঙ্গুষ্ঠমূলেতে করিয়া ॥
ওষ্ঠাধর উর্দ্ধ অধঃ ক্রমে দুইবার।
সাধক মার্জ্জন করে হইয়া সত্বর ॥
"শ্রীহৃষিকেশায় নমঃ" করিয়া স্মরণ।
তবে পাণিদ্বয় শীঘ্র করে প্রক্ষালন ॥
"শ্রীপদ্মনাভায় নমঃ" এ মন্ত্র উচ্চারি।
সাবধানে পাদদ্বয় প্রক্ষালন করি ॥
"শ্রীদামোদরায় নমঃ" এ মন্ত্র পড়িয়া।
শিরে জল তিনবার সিঞ্চে মন দিয়া ॥
"শ্রীবাসুদেবায় নমঃ" করিয়া স্মরণ।
অনামিকা মধ্যমা তর্জ্জনী তিন পুনঃ ॥
মিলাইয়া নিজমুখে করয়ে স্পর্শন।
পুনঃ সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন করিয়া স্মরণ ॥

অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী দুই একত্র করিয়া।
নাসিকাকে স্পর্শ করে একচিত্ত হৈয়া॥
'অনিরুদ্ধ, পুরুষোত্তম' দুই মন্ত্র স্মরি।
অঙ্গুষ্ঠ, অনামিকা দুই একত্র করি॥
নয়ন যুগল বারংবার করে স্পর্শ।
'অধোক্ষজ, শ্রীনৃসিংহ' জপি হৈয়া হর্ষ॥
অঙ্গুষ্ঠ, অনামিকা দুই একত্র করিয়া।
কর্ণদ্বয় পুনঃ পুনঃ স্পর্শে মন দিয়া॥
"শ্রীঅচ্যুতায় নমঃ" করি' উচ্চারণ।
অঙ্গুষ্ঠ, কনিষ্ঠাতে নাভি করয়ে স্পর্শন॥
'শ্রীজনার্দ্দন' মন্ত্র করিয়া স্মরণ।
করতলে হৃদয়কে করয়ে স্পর্শন॥
"শ্রীউপেন্দ্রায় নমঃ" উচ্চারণ করে।
সর্ব্বাঙ্গুলি মস্তক উপরি লৈয়া ধরে॥
'হরি, কৃষ্ণ' দুই মন্ত্র করিয়া স্মরণ।
দক্ষ বাম বাহুমূল করয়ে স্পর্শন॥
অসমর্থ কেবল স্বমুখ, দক্ষকর্ণ স্পর্শে।
যেহেতু দক্ষিণ কর্ণ-স্পর্শে বিধি আছে॥৪৪॥
তবে ধৌত বস্ত্র লইয়া স্নানের নিমিত্তে।
তীর্থাদিতে যাঞা মৃত্তিকা রাখয়ে তটেতে॥
তীর্থকে প্রণাম করি' শ্রীকৃষ্ণ চরণে।
নতি করি' পুনঃ তাঁরে করে নিবেদনে॥

শ্রীপদ্মপুরাণে যথা প্রার্থনা বচন।
দেব দেব জগন্নাথ শ্রীমধুসূদন॥
শঙ্খ চক্র গদাধর বিষ্ণু, নারায়ণ।
আজ্ঞা দেহ, তুয়া তীর্থ করি নিষেবন॥
পাপী আমি পাপকর্ম্মা পাপাত্মা যে আর।
পাপেতে সম্ভব মোর নাহিক নিস্তার॥
মোরে রক্ষা কর, সর্ব্ব পাপ দূর করি'।
পুণ্ডরীকনয়ন শ্রীমুরারি শ্রীহরি॥
প্রার্থনা করিয়া জলে করে প্রবেশন।
মন্ত্র পড়ি' মৃত্তিকা যে করয়ে গ্রহণ॥
মৃত্তিকা গ্রহণ মন্ত্র শ্রীপদ্মপুরাণে।
উচ্চারণ করে মন্ত্র আনন্দিত মনে॥
"অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে ভূমি।
বসুন্ধরে! যে দুষ্কৃতি করিয়াছি আমি॥
শ্রীমৃত্তিকে সব মোর ক্ষমা কর তুমি।
স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব পালন কারিণি॥
শতবাহু শ্রীকৃষ্ণ বরাহরূপ ধরি'।
তোমাকে উঠায়াছেন অতিযত্ন করি'॥
সুব্রতে! তোমার পদে কোটি নমস্কার।
দন্তে তৃণ ধরি' মুঞি করোঁ বারংবার॥" ৪৫
তবে নদ্যাদিতে প্রবেশিয়া নাভিজলে।
প্রবাহাভিমুখ স্নান করে কুতূহলে॥

সরোবরাদিতে পূর্ব্বদিকে মুখ করি'।
সামান্যেতে স্নান করে আচমনাচরি' ॥
বিশেষে ত চতুর্দ্দিকে চারিহস্ত মান।
জলে করি' তীর্থ তাতে করে আবাহন ॥
"শ্রীগঙ্গে যমুনে গোদাবরি সরস্বতি !
কাবেরি নর্ম্মদে সিন্ধু, সবে আইস এথি ॥"
এ পড়িয়া পুটাঞ্জলি করি' একচিত্তে।
তীর্থকে প্রার্থনা করে অতি আনন্দেতে ॥
বিষ্ণুপাদ হৈতে জন্ম প্রধান বৈষ্ণবী।
শ্রীবিষ্ণুদেবতা বৈষ্ণবের সেব্যা দেবী ॥
আজন্ম মরণান্তিক পাপরাশি হৈতে।
মোরে রক্ষা কর গঙ্গে ! মো অতিপতিতে ॥
কলিন্দতনয়ে পরানন্দবিবর্দ্ধিনি।
দেবি ! তুয়া জলে স্নান করিব যে আমি ॥
সর্ব্ব অপরাধ হৈতে মোরে মুক্ত কর।
তোমা বিনে সুদয়ালু নাহিক দোসর ॥
শ্রীপাবনসরোবর জগত-পাবন।
সাক্ষাৎ দুরিতসমুদয়-বিনাশন ॥
হে কৃষ্ণবল্লভ ! তুমি মোরে দয়া কর।
অতি আর্ত্ত কৃপণ মু অধম পামর ॥
অরিষ্টাসুর-বধছলে কৃষ্ণপাদ হৈতে।
তোমার যে জন্ম ইহা বিখ্যাত জগতে ॥

হে শ্রীশ্যামকুণ্ড ! তুয়া নির্ম্মল সলিলে।
করিব যে স্নান আমি, রক্ষা কর মোরে॥
শ্রীরাধিকাসমান সৌভাগ্য হও তুমি।
সর্ব্বতীর্থ প্রবন্দিত' কি বলিব আমি॥
প্রসীদ রাধিকাকুণ্ড ! তোমার সলিলে।
করিব যে স্নান আমি; মোরে রাখ তীরে॥ ৪৬
তীর্থ-প্রার্থনা পঞ্চ শ্লোক উচ্চারিয়া।
শ্রীকৃষ্ণচরণ ধ্যান করে মন দিয়া॥
অবগুণ্ঠনমুদ্রা করিয়া তবে পুনঃ॥
মূলমন্ত্র জপ করে হৈয়া সাবধান॥
মন্ত্রপূত তীর্থজল অঞ্জলিতে ভরি'।
মস্তক উপরি তিনবার সিক্ত করি'॥
সে মন্ত্র জপিয়া তীর্থজলে ডুবিয়া।
তবে উঠি' পুনর্ব্বার সে মন্ত্র জপিয়া॥
কুম্ভমুদ্রা করি' জল লঞা তিনবার।
স্বমস্তকে অভিষেক করি' পুনর্ব্বার॥
মার্জ্জনীবস্ত্রেতে অঙ্গ সম্মার্জ্জন করে।
তীর্থের মহিমা-শ্লোক আনন্দে উচ্চারে॥
মহাপাপভঙ্গে দয়াবতি জয় গঙ্গে
সতত বিহর তুমি মহেশোত্তমাঙ্গে॥
সদাচিত্তরঙ্গে দ্রবব্রহ্মময়ধামা।
অচ্যুতচরণাম্বুজ-জাতা মহাধন্যা॥

প্রবাহ-ঊর্মিমালিনি ! মোরে ত্রাণ কর।
মো সম পতিত নাহি জগত-ভিতর॥
চিদানন্দভানু সদা নন্দনন্দনের ।
পরমপ্রেমের পাত্রী সতত কেবল॥
মহাপাপসমূহের ছেদনকারিণী।
জগতজনের সব ক্ষেমবিধায়িনী॥
মিত্রপুত্রি শ্রীযমুনে ! মোর কলেবর।
করহ পবিত্র মুই অধম পামর॥
অয়ে শ্রীপাবনসরঃ ! পাবন সার্থ নাম।
স্নানমাত্র কৃতার্থ করহ মোর ধাম॥
শীঘ্র গোপীরহঃকেলিবার্ত্তাসুধাকীর্ত্তি।
তাতে সাধু তৃপ্তি কর ত্রই মোর বৃত্তি॥
হে অরিষ্টামৃতকুণ্ড শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশ।
মহানন্দবারি চিদানন্দের বিলাস॥
প্রকৃষ্ট অরিষ্ট মোর করহ ছেদন।
সদা শ্যামকুণ্ড ! বপু করহ পাবন॥
নমো নমঃ সমস্ত-ঈশ্বর -প্রেমবন্য।
মহাতীর্থগণ-নীরাজিত অতিধন্য॥
অয়ে শ্রীরাধিকাকুণ্ড ! গোসমূহানন্দি।
পবিত্র করহ মোর বপুঃ প্রেমানন্দি॥ ৪৭॥
তবে তীর্থতটে আর্দ্রবস্ত্র তেয়াগিয়া।
শুষ্কবস্ত্র পরিধান করে হর্ষ হৈয়া॥

তটে বসি' বিধিপূর্ব্ব করিয়া তিলক।
আচমন করে পূর্ব্বদিকে করি' মুখ॥
তবেত প্রথমে স্থির করিয়া স্বমনঃ।
শ্রীগুরুচরণ পদ্মে করে নিবেদন॥
কুতর্ক ঘূটপটলী অজ্ঞানান্ধকার।
নাশ করি' হরে কর্ম্মজড়মতি আন॥
হৃদয়কমল যিহোঁ বিকাশ করয়।
রাধাকৃষ্ণগূঢ়রূপমার্গ প্রকাশয়॥
হে গুরু ভাস্কররূপী মোরে রক্ষা কর।
মুই দীন হীন জন পতিত (পামর) আতুর॥৪৮
তবে ত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের করয়ে স্মরণ।
যথা শ্রীযামলতন্ত্রে প্রমাণবচন॥
শ্রীযমুনাতটে দিব্য ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্য-।
ভূষিত বৈকুণ্ঠোত্তম সৌভাগ্যেতে বর্য্য॥
পৃথিবীতে বিদ্যমান হয় অপ্রাকৃত।
সচ্চিদানন্দস্বরূপ কৃষ্ণ-অধিষ্ঠিত॥
মথুরামণ্ডলে নানারত্নবিরচিত।
সৌরিবারি মারুত সুগন্ধ-সুসেবিত॥
পরমমাধুর্য্য-প্রেম-পুরুষার্থী জন।
নিষ্কামমহর্ষিগণ-ধ্যানের অগম্য (দুর্গম)॥
শ্রীঅনন্তাংশ-ভব স্থান মনোরম।
বৃক্ষলতাকুঞ্জ পুষ্পপুঞ্জ সুশোভন॥

এমন শ্রীবৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষতলে।
কোটি রবি শশী হৈতে সুপ্রভা উজ্জ্বলে॥
লোচনানন্দমাধুর্য্য শ্রীরত্নমন্দিরে।
সহস্রদল কমল ঝলমল করে॥
মাণিক্য কেশর চারু বরাটক-মধ্যে।
রত্নসিংহাসনে সর্ব্বমনোরথসিদ্ধে॥
বামভাগে শ্রীরাধিকাসহ বিরাজিত।
দলালিতে শ্রীগোপীমণ্ডলী সুমণ্ডিত॥
কামবীজ গায়ত্রী অক্ষর কলেবর।
দ্বাত্রিংশল্লক্ষণযুক্ত সর্ব্ব মনোহর॥
চতুঃষষ্টি-গুণান্বিত কন্দর্পলাবণ্য।
চিন্ময়ভূষণ নবযৌবনসম্পন্ন॥
নীলনীরদতনু চারু পীতাম্বর।
রাসবিলাসী নিত্য রসিকশেখর॥
সুখের বারিধি শ্রীগোবিন্দদেবমূর্ত্তি।
এইমত ধ্যান করে হৈয়া একমতি॥ ৪৭ ॥
তবে সুধী মূলমন্ত্র জপে দশবার।
কামগায়ত্রীতে অর্ঘ্য সমর্পিয়া আর॥
জলেতেই পঞ্চ উপচারে পুজা করে।
সাধক যে জন অতি আনন্দ অন্তরে॥
জলে ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া ইষ্টমন্ত্র।
দশবার জপে কামগায়ত্রী-বিহিত॥

শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজে পঞ্চাঞ্জলি জল।
মূলমন্ত্রে সমর্পণ করয়ে সত্বর॥
আনন্দেতে শ্রীচরণামৃত করি' পান।
শ্রীকৃষ্ণে ও তীর্থে পুনঃ করিয়া প্রণাম॥
স্তব পাঠ করিতে করিতে গৃহে যায়।
শ্রীমূর্ত্তিসেবনোৎসুক আনন্দ হিয়ায়॥
গৃহে আসি' হস্তপাদ করি' প্রক্ষালন।
সুখাসনে বৈসে পূর্ব্বে করিয়া বদন॥
শ্রীগুরুশাসনবিধি তিলকধারণ।
শ্রীপদ্মপুরাণে আছে প্রমাণ-বচন॥
নাসিকার মূল হইতে ললাট-পর্য্যন্ত।
হর্ষ হৈয়া মৃত্তিকাতে করে তিলকিত॥
নাসিকার তিন ভাগ কহি নাসামূল।
ভ্রূমূল হইতে মধ্যছিদ্র সুবিরল॥ ৫০
এবে কহি শ্রীহরিমন্দির লক্ষণ।
নাসাদি কেশান্ত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র সুশোভন॥
মধ্যদেশে ছিদ্র সম যুক্ত যেই হয়।
তার নাম 'শ্রীহরিমন্দির' শাস্ত্রে কয়॥
বামপার্শ্বে স্থিত ব্রহ্মা, দক্ষে ত্রিলোচন।
মধ্যে বিষ্ণু জানি' মধ্য না করে লেপন॥
তিলকরচনাঙ্গুলি-নিয়ম-বচন।
স্মৃতিমধ্যে স প্রসিদ্ধ তাহার লক্ষণ॥

অনামিকা কামদা, মধ্যমা আয়ুস্করী।
অঙ্গুষ্ঠ পুষ্টিদ, তর্জ্জনী মোক্ষসাধ্যকরী॥
ললাটে, ভুজেতে, কণ্ঠকূপে, বক্ষঃস্থলে।
তিলকমন্ত্রেতে পঞ্চ তিলক যে করে॥
যথোচিত অন্যত্র মৃত্তিকামাত্র চিহ্ন।
সপ্তস্থানে উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলকরচন॥
দ্বাদশ অঙ্গেতে তিলক নির্ম্মাণ-সুবিধি।
পাদ্মোত্তরখণ্ডে আছে বচন প্রসিদ্ধি॥
ললাটে কেশব, নারায়ণ তথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধব, গোবিন্দ কণ্ঠমূলে॥
বিষ্ণু দক্ষকক্ষে, ভুজে শ্রীমধুসূদন।
দক্ষিণ-কন্ধরে তথা হয় ত্রিবিক্রম॥
বামপার্শ্বে বামন, শ্রীধর বামভুজে।
বাম-কন্ধরেতে হৃষীকেশ সুবিরাজে॥
পৃষ্ঠে পদ্মনাভ, কটিস্থানে দামোদর।
ধৌতজল বাসুদেব মস্তক-উপর॥
উর্দ্ধপুণ্ড্র ললাটেতে প্রথম রচন।
ললাটাদিক্রমে তিলক করিবে ধারণ॥
'কেশবায় নমঃ' ইত্যাদিক মন্ত্র স্মরি।
প্রতি অঙ্গে পূর্ব্ব-উক্ত তিলক যে করি॥
তবে ত ললাটে কণ্ঠে ভুজে বক্ষঃস্থলে।
এই পঞ্চস্থানে নামমুদ্রাঙ্কিত ধরে॥

শ্রীব্রজসামগ্রী আর নির্ম্মাল্য পাইয়া।
চরণামৃত পান করে মন্ত্র উচ্চারিয়া॥
অকালমৃত্যুহারি সর্ব্বব্যাধিনিবারণ।
বিষ্ণুপাদোদক সর্ব্বপাতক-নাশন॥
পাদতীর্থ পান করি' মস্তকেতে ধরি।
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজ হৃদয়েতে স্মরি॥
শ্রীকৃষ্ণ-প্রবোধ লাগি' প্রাঙ্গণে যাইয়া।
শ্রীগুরুচরণে নতি করি নম্র হৈয়া॥
নমো নমঃ শ্রীগুরুদেব সর্ব্বসিদ্ধিদায়ী।
সর্ব্বমঙ্গলরূপ সর্ব্ব-আনন্দবিধায়ী॥
তবে ত শ্রীগুরুপদে করে নিবেদন।
অতি দীন হঞা কহে কাতরবচন॥
"শ্রীগুরু পরমানন্দ প্রেমানন্দফল-।
দাতা ব্রজানন্দ সেবানন্দযুক্ত কর॥" ৫১
তবে শ্রীমন্দিরদ্বারে যাইয়া ত্বরিত।
শ্রীকৃষ্ণ-প্রবোধ-বাক্য পড়ে আনন্দিত॥
শ্রীপাদ্মে যামলে যথা আছয়ে বচন।
"ঈশ্বর শ্রীহরে কৃষ্ণ দেবকীনন্দন॥
প্রভু জগন্নাথ, আসি হৈল প্রাতঃকাল।
সুখনিদ্রা ত্যাগ কর কৃপাপারাবার॥
গো-গোপ-গোকুলানন্দ যশোদানন্দন।
শ্রীনন্দনন্দন প্রেমানন্দবিবর্দ্ধন॥

শ্রীরাধিকাসহ উঠ, জগতের পতি।
প্রাতঃকাল হৈল, নিদ্রা ত্যজহ সম্প্রতি॥
এ পড়িয়া নিজহস্তে তালিকা বাজাঞা।
ঘণ্টাবাদনপূর্ব্বক দ্বার উদ্‌ঘাটিয়া॥
দীপ জ্বালি' সিংহাসন-নিকটেতে গিয়া।
শ্রীচরণ আগে স্পর্শে প্রযত্ন করিয়া॥
শ্রীযুগলমূর্ত্তি শয্যা হৈতে উঠাইয়া।
সিংহাসনোপরি বৈসায় আনন্দিত হৈয়া॥
ভাগবতশ্লোক আগে উচ্চারণ করি'।
প্রার্থনা করয়ে শিরে নিজকর ধরি'॥
"সেই এই ভগবান্ পরমকরুণ।
জয় জয় সদানন্দ পুরুষপুরাণ॥
উঠিয়া নয়নাম্বুজ করিয়া প্রকাশ।
প্রেম-কটাক্ষেতে বিশ্ব করহ উল্লাস॥
মধু হৈতে মিষ্টতর বচন রসাল।
তাতে সব দুঃখ দূর করহ সভার॥
জয় দেব শ্রীকেশব প্রপন্নার্ত্তিহর।
অতি সুমধুর কৃপা মোর প্রতি কর॥
কৃপাবলোকনদানে হে প্রভু অচ্যুত।
মোর তনু সুপবিত্র করহ ত্বরিত॥" ৫২
এই মতে নিবেদন করি' হর্ষমনে।
আচমন-অর্থে পাত্র আনে সন্নিধানে॥

প্রক্ষালনপাত্রে জলে আচমন দিয়া।
মূলমন্ত্রে দন্তধাবন-কাষ্ঠ সমর্পিয়া॥
পুনঃ আচমন দিয়া আর্দ্র সূক্ষ্মবাসে।
শ্রীমুখ-কর-চরণ মোছে অতি হর্ষে॥
নির্ম্মাল্য উত্তারি' হস্ত-প্রক্ষালন করি'।
শ্রীচরণে সমর্পিয়া তুলসীমঞ্জরী॥
মূলমন্ত্রে ঘৃতপক্ক লড্ডু কাদিগণ।
সুবাসিত জল আর করে নিবেদন॥
বাহিরে আসিয়া তবে আসনে বসিয়া।
ধ্যান করে প্রেমানন্দসাগরে ডুবিয়া॥
মুহূর্ত্তের পাছে দ্বার করি' উদ্‌ঘাটন।
আচমন দিয়া তাম্বূল করে সমর্পণ॥
শ্রীযামলে নীরাজনবিধি যথাক্রম।
অল্পাক্ষরে তাহা কিছু করিয়ে বর্ণন॥
নবাঙ্গুল সপ্তাঙ্গুল মানে দীর্ঘ করি'।
তুলবর্ত্তি শশি-গব্যঘৃতে সিক্তাচরি'॥
পঞ্চবর্ত্তি জ্বালি' কামবীজ জপে সুধী।
দুই কর তর্জ্জনী অঙ্গুষ্ঠযুগবিধি॥
ব্যুৎক্রমে ক্ষেপণ ভ্রমণ আরতি-উপরে।
করি' মুদ্রা দেখাইয়া শঙ্খোদক ধরে॥
মূলমন্ত্রসহ বর্ত্তি করি' নিবেদন।

গায়ত্রী জপি' পুষ্পাঞ্জলি করয়ে অর্পণ ॥
মূলমন্ত্রে ঘণ্টাবাদ্য করিয়া সত্বর।
তবে নীরাজন করে আনন্দ-অন্তর ॥
চরণারবিন্দ হৈতে মস্তক-পর্য্যন্ত।
পুনঃ পুনঃ আরতিকে ভ্রমায় যেমন্ত ॥
চারিবার শ্রীচরণকমলযুগলে।
দুইবার ফিরায় শ্রীনাভি-পদ্মোপরে ॥
মুখপদ্মে একবার করিয়া আরতি।
সর্ব্ব-অঙ্গে সপ্তবার করে শুদ্ধমতি ॥
এই মত শ্রীকৃষ্ণের করি' নীরাজন।
তবে ত শ্রীরাধিকার করি নির্ম্মঞ্ছন ॥
তুলসী, গরুড়, পৃথ্বী, বৈষ্ণব ক্রমেতে।
আরতি করয়ে বিধিমতে আনন্দেতে ॥
পুনঃ মূলমন্ত্র জপ করি' অষ্টবার।
কৃষ্ণ-অঙ্গে ফিরায় সজল শঙ্খ আর ॥
সে জল গরুড়ে দিয়া বৈষ্ণব-উপরে।
ক্ষেপণ করিয়া তবে প্রণাম সে করে ॥
শ্রীমন্দিরের লেপন মার্জ্জনাদি করি'।
স্নান পূজা-ভাজনাদি মার্জ্জন আচরি' ॥
ধৌতাদি করি নৈবেদ্য জলাদি সংস্কৃত।
করিয়া সে গন্ধধূপাদিক সমাহৃত ॥

তবে পুষ্প উঠাইতে করয়ে গমন।
এই ত নিশান্তকৃত্য করিল বর্ণন॥
শ্রীগুরুচরণাশ্রিত দীন কৃষ্ণদাস।
সাধনামৃতচন্দ্রিকা করিল প্রকাশ॥ ৫৩॥
ইতি শ্রীসাধনামৃতচন্দ্রিকায়াং প্রথমঃ প্রকাশঃ॥ ১

[দ্বিতীয়ঃ প্রকাশঃ]

প্রাতঃকৃত্য

জয় জয় গুরুদেব-চরণকমল।
যাঁহার স্মরণে নাশে সব অমঙ্গল॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র শচীর নন্দন।
জয় নিত্যানন্দতনু অদ্বৈতজীবন॥
জয় গদাধর-প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় শ্রীবাসাদি-ভক্তগণের ঈশ্বর॥
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কলিযুগ পাবনাবতার ধন্য ধন্য॥
ভক্তগণ-সঙ্গে তোমার নদীয়াবিহার।
নিরন্তর হৃদয়েতে স্ফুরুক আমার॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র, জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় জয় শ্রীরাধাগোবিন্দ, গোপীনাথ।
জয় রাধামদনমোহন-প্রাণনাথ ॥
জয় বৃন্দাবন-সুরতরুতল-স্থিতি।
কোটি কোটি মনমথ-মথন-মূরতি ॥
জয় জয় ভক্তবৃন্দ কৃপা কর মোরে।
শ্রীচরণাম্বুজরজঃ দেহ মোর শিরে ॥
দন্তে তৃণ ধরি' মুঞি করোঁ নিবেদন।
রাধাকৃষ্ণলীলামৃতে ডুবুক মোর মন ॥
এবে প্রাতঃকাল ছয়দণ্ডের সাধন।
তাহা অল্পাক্ষরে কিছু করি বিবরণ ॥
প্রথমে সাধক করে তুলসীচয়ন।
তাহার প্রমাণ স্কন্দপুরাণবচন ॥
"তুলসি! অমৃতজন্মা সদা হও তুমি।
কেশবার্থে চয়ন করিব তবে আমি ॥
সদা তুমি শ্রীকেশবপ্রিয়া সুশোভনে।
মোর প্রতি বরদাতা হও অনুক্ষণে ॥
ত্বদাঙ্গসম্ভব-পত্রে পূজিব শ্রীহরি।
যথা পবিত্রাঙ্গী তথা কর কৃপা করি' ॥
কলিমলবিনাশিনি! তোমার চরণে।
দণ্ডবৎ করোঁ মুঞি কায়বাক্য-মনে ॥"

এই মত তুলসীমঞ্জরী উঠাইয়া।
চন্দন ঘর্ষণ করে আনন্দিত হৈয়া ॥ ১ ॥
এবে পূজাবিধিক্রম করিয়ে লিখন।
শ্রীযামলে আছে যথাবিধি অনুক্রম ॥
শ্রীবৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণের পূজার নিমিত্তে।
পূর্ব্বমুখে কুশাসনে বৈসে শুদ্ধচিত্তে ॥
বসিয়া শ্রীগুরুদেব-চরণকমলে।
নতিস্তুতি করি' নিজ ইষ্টমন্ত্র স্মরে ॥
বাগ্ যত একাগ্রমনাঃ সম্প্রদা(য়া)নুসারে।
শঙ্খাদি পূজার দ্রব্য ধরে শুদ্ধস্থলে ॥
শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণাগ্রে স্নানাম্বু সংস্কৃত।
স্নান-আচমন-পাত্র রাখে নিকটেত ॥
নিজ বামাগ্রেতে শঙ্খ সাধন স্থাপয়ে।
সে স্থানে সাধার ঘণ্টা স্থাপন করয়ে ॥
নিজ বামদিকে নৈবেদ্যধূপাদি রাখয়।
তুলসী পুষ্পাদিপাত্র দক্ষিণে ধরয় ॥
সেই স্থানে ঘৃতদীপ, তৈলদীপ বামে।
অন্য পূজাদ্রব্য রাখে নিজ দৃষ্টি-স্থানে ॥
হস্ত-প্রক্ষালন-পাত্র রাখে পৃষ্ঠদেশে।
তবে শ্রীশঙ্খস্থাপন করয়ে হরিষে ॥ ২
প্রথমেত নিজবাম-অগ্রে ধরণীতে।

জলেতে ত্রিকোণমণ্ডল লিখিয়া ত্বরিতে ॥
"ওঁ নমঃ সুদর্শনায়াস্ত্রায় ফট্" বলি'।
এ মন্ত্রে সাধক শঙ্খ স্থাপে তদুপরি ॥
"ওঁ হৃদয়ায় নমঃ" এ মন্ত্র উচ্চারি'।
শঙ্খমধ্যে গন্ধপুষ্পতুলস্যাদি ধরি' ॥
'ওঁ সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে।
নমঃ" এই মন্ত্র পুনঃ করি' উচ্চারণে ॥
শঙ্খমধ্যে জল পরিপূর্ণ যে করিয়া।
গঙ্গাযমুনাদি-তীর্থ-মন্ত্র যে পড়িয়া ॥
শ্রীঅঙ্কুশমুদ্রা করে অতি হর্ষমন।
সব তীর্থ শঙ্খমধ্যে করে আবাহন ॥
কামবীজে তুলসীপত্র তাতে ধরে পুনঃ।
একাগ্রমনেতে স্মরে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥
কামগায়ত্রীতে সাধার শঙ্খ যে পূজিয়া।
তবে ধেনুমুদ্রা তার উপরে দেখাঞা ॥
তবে অবগুণ্ঠন-মুদ্রাতে মূলমন্ত্র।
অষ্টবার জপ করে হৈয়া একচিত ॥
তারপর তুলসীপত্রেতে জল ধ'রে।
স্নানপূজাপাত্রাদিতে সেচন সে করে ॥ ৩
অতঃপর ঘণ্টা পুনঃ করয়ে স্থাপন।
বিধিমত ঘণ্টামন্ত্র করে উচ্চারণ ॥
সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা কৃষ্ণের বল্লভা।

তাতে যত্নে ঘণ্টানাদ করে মনোলোভা ॥
শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে আছয়ে বচন।
আবাহন' অর্ঘ্য' স্নান' ধূপদীপে পুনঃ ॥
গন্ধপুষ্প-নৈবেদ্যাদি সমর্পণকালে।
তন্মন্ত্রে মন্ত্রিত ঘণ্টা বাদন সে করে ॥
তবে বামদিকে ঘণ্টা আধার-উপরি।
শ্রীকামবীজেতে ঘণ্টা সংস্থাপন করি ॥
তৎপরে "ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা।
মন্ত্র উচ্চারি' পূজি গন্ধপুষ্পে তাহা ॥
তবে পুনঃ বামহস্তে ঘণ্টাবাদ্য করে।
সে নাদ শ্রবণে সর্ব্ব অমঙ্গল হরে ॥ ৪
একাদশস্কন্ধে পূজা-অধিষ্ঠান-স্থান।
যে মূর্ত্তিতে যথাবিধি পূজার বিধান ॥
শৈলী, দারুময়ী, ধাতুময়ী যে সৈকতী।
লেপ্যা, লেখ্যা, মৃণ্ময়ী, মণিময়ী মূর্ত্তি ॥
শ্রীপ্রতিমামূর্ত্তি অষ্টবিধ মত হয়।
সে মূর্ত্তি সে সেবে যাতে যার মন লয় ॥
প্রতিমানুসারে স্নানাদিক যুক্ত যথা।
তেমত সাধক কার্য্য করিবেক তথা ॥
মৎস্যপুরাণেতে আছে শ্রীমূর্ত্তি বর্ণন।
যেমত আছয়ে তাহা করিয়ে বর্ণন ॥
শ্রীকৃষ্ণের সেবানিষ্ঠ বৈষ্ণব প্রবল।

পঞ্চরাত্রবিধি-বিধানেতে সুকুশল ॥
অখিলাঙ্গ প্রকটন হয় যে শ্রীমূর্ত্তি।
বহুত মানয়ে তাঁরা পূজে করি' আর্ত্তি ॥
নিজ ইষ্টদেবমূর্ত্তি নিজ ইষ্টমন্ত্রে।
পূজন করিবে যথাবিধি একচিত্তে ॥
শালগ্রামে একরূপে নিয়ম না হয়।
যার যেন অভিরুচি সেবন করয় ॥
প্রথমে শ্রীগুরুদেব-চরণকমলে।
পূর্ব্ববৎ নতিস্তুতি নিবেদন করে ॥
নিজাভীষ্ট মন্ত্র জপ করি' দশবারে।
শ্রীকৃষ্ণের স্নান-অর্থে নতিস্তুতি করে ॥
শ্রীচরণকমলের ধৌত তীর্থজল।
তোমার যে ভক্তপদ ধৌত নিরমল ॥
তাহাতে অখিল বিশ্ব পবিত্র করহ।
সে তুমি আনন্দে মগ্ন শ্রীরাধিকা-সহ ॥
শ্রীগোবিন্দ ভক্তপদ-বাঞ্ছাভিপূরক।
শ্রীকরুণাম্বুধি স্নান কর স্নেহাধিক ॥ ৫
তবে ত শ্রীমূর্ত্তি স্নানপাত্রের উপরি।
শ্রীতুলসীপত্রাসনে সংস্থাপন করি ॥
তাঁহার চরণাম্বুজে শ্রীতুলসীদল।
সমর্পণ করি কিঞ্চিৎ তবে শঙ্খ জল ॥
ঘণ্টাবাদ্য পূর্ব্বক জপিয়া মূলমন্ত্র।

তবে শঙ্খজলে স্নান করায় ত্বরিত ॥
স্নান-পূর্ব্বে গন্ধ তৈল করিয়া মর্দ্দন।
যথাবিধি সর্ব্ব অঙ্গ করে সম্মার্জ্জন ॥
পুনঃ স্নান করাইয়া শ্রীঅঙ্গের জল।
সূক্ষ্ম শুভ্রবস্ত্রে তাহা মুছিয়া সকল ॥
তবে শুষ্কবস্ত্র পরিধান করাইয়া।
অন্যাসনে সংস্থাপন করে শীঘ্র লৈয়া ॥
সম্প্রদায়ানুসারে তিলক করিয়া রচন।
সর্ব্ব অঙ্গে অলঙ্কার করিয়া ভূষণ ॥
গন্ধ-পুষ্পমাল্যাদিক সমর্পণ করি'।
শ্রীচরণে সমর্পয়ে তুলসীমঞ্জরী ॥
গুগ্‌গুলের ধূপ দিয়া মিষ্টান্নাদি ধরে।
তবে ঝারি ভরি' ধরে সুবাসিত জলে ॥
মূলমন্ত্রে সমর্পণ করি' হৃষ্টমনে।
বাহির হইয়া তবে বৈসয়ে আসনে ॥
পূর্ব্বমুখে বসিয়া মানস-উপচারে।
সেবা করি' তালিবাদ্যে দ্বার মুক্ত করে ॥
আচমন দিয়া তবে তাম্বুল অর্পয়ে।
পূনঃ ধূপ দিয়া শীঘ্র আরতি করয়ে ॥ ৬
তবে পাছে প্রাতর্লীলা করয়ে স্মরণ।
প্রথমে ত গৌরচন্দ্রের করয়ে বর্ণন ॥
নবদ্বীপে সাধক উঠিয়া প্রাতঃকালে।

শীঘ্র যাঞা সুরধুনী-নীরে স্নান করে ॥
তীরে উঠি' শুষ্ক বস্ত্র পরিয়া সত্বর।
গৃহে যাই' তিলকাদি করে মনোহর॥
তবে শ্রীগুরুচরণে করি নমস্কার।
আচমন-স্নানাদিক করায় তাঁহার ॥
এইমত গুরুবর্গ-গোস্বামী পর্য্যন্ত।
সবাকার সেবা করে হঞা আনন্দিত ॥
তাঁ'সবার পাছে মহাপ্রভুর মন্দিরে।
শীঘ্র যায় সেবাসুখতরল-অন্তরে ॥
দন্তধাবন-স্থলে চৌকি বিছাইয়া।
দন্তকাষ্ঠাদিক রাখে সুযত্ন করিয়া ॥
তবে শৃঙ্গার-বেদীতে বিছাঞা আসন।
তাহার উপরে স্থাপে স্বর্ণসিংহাসন ॥
চন্দন-কর্পূরকেশর- কস্তুরী ঘষিয়া।
অলঙ্কার-মাল্যাদিক রাখে তাহা লৈয়া॥
তবে মহাপ্রভুর পুরে করয়ে গমন।
(তথা) আইসেন ভক্তবৃন্দ উৎকণ্ঠিত মন॥
রতন মন্দিরে রত্নপালঙ্ক-উপরে।
সুমৃদুল তুলীশয্যা তা'তে শোভা করে॥
কুসুম-শয্যাতে প্রভু শচীর নন্দন।
শুতিয়া আছেন, শোভা না হয় বর্ণন ॥
উপরে চাঁদোয়া মুক্তা-ঝালর সহিতে।

মধ্যেতে কমল তা'র শোভা অদভূতে ॥
ক্ষীরসরোবরে যেন কনক-কমল।
তেমন শয্যাতে অঙ্গ করে ঝলমল ॥
হেনকালে শচীমাতা আনন্দিত মন।
পুত্রে জাগাইতে চলে ঝরয়ে নয়ন ॥
ডাকিতে ডাকিতে গৃহে করিল গমন।
উঠ বাপ বিশ্বম্ভর কমলনয়ন ॥
প্রাতঃকাল হৈল নিমাই ! শীঘ্র উঠ সিয়া।
যুক্তি মরো তাত ! তোমার বালাই লইয়া ॥
শ্রীবাসাদি ভক্ত তোমার উৎকণ্ঠিত হৈয়া।
তোমাকে দেখিতে প্রাঙ্গণে আছে দাণ্ডাইয়া ॥
জননীর স্নেহবাণী শুনি' গৌরচন্দ্র।
উঠি' করে কচালয়ে নয়নারবিন্দ ॥
জননীচরণে তবে করি' নমস্কার।
ভক্তগণসঙ্গে মিলে কৃপাপারাবার ॥
যথাযোগ্য সবাসঙ্গে করিয়া মিলন।
কহিতে স্বপ্নের কথা ঝরে দুনয়ন ॥
কদম্বকেশর জিনি 'পুলক শ্রীঅঙ্গে।
গদগদ বাণী কহে পূর্ব্বভাবরঙ্গে ॥
ভাব জানি' ভক্তগণ মন্দ মন্দ স্বরে।
পূর্ব্বরসলীলা গায় আনন্দের ভরে ॥
গান শুনি' কথোক্ষণে ভাব সম্বরিয়া।

দন্তধাবন-পীঠে বৈসেন যাইয়া ॥
দন্তধাবনাদি প্রাতঃকৃত্য সব করি'।
গঙ্গাস্নান করিবারে চলে গৌরহরি ॥
প্রিয় দাসগণ তৈল-কুঙ্কুম-বসন।
গঙ্গাপূজাদ্রব্য লঞা করয়ে গমন ॥
ভক্তগণসঙ্গে প্রভু কৃষ্ণকথারঙ্গে।
গঙ্গাতট প্রাপ্ত হৈলা আনন্দতরঙ্গে ॥
গঙ্গা নমস্করি' তবে প্রবেশিলা জলে।
নিত্যানন্দাদ্বৈত-গদাধর-সহচরে ॥
তাঁ' সবার সহিতে নানা ক্রীড়া করি' জলে।
তীরে উঠি' শুষ্কবস্ত্র পরিধান করে ॥
গঙ্গাপূজা-নতিস্তুতি করি' গৌরচন্দ্র।
গণসহ গৃহে চলে আনন্দের কন্দ ॥
শৃঙ্গার-বেদীতে প্রভু প্রবেশ করিতে।
পাদাম্বুজ ধুইয়া ভক্ত মুছে আনন্দেতে ॥
শৃঙ্গার-চৌকীতে তবে বৈসে শচীসুত।
রক্তপট্টাম্বর দাস পরায় ত্বরিত ॥
শ্রীখণ্ডের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক ললাটে।
কেশর-চন্দন লেপে ভুজ-বক্ষতটে ॥
কুণ্ডল অঙ্গদ-বালা নানা রত্ন-হার।
কিঙ্কিণী নূপুর আর নানা অলঙ্কার ॥
পরাইয়া, দাসগণ সুগন্ধি কুসুম-।

মালা গলে দিয়া তবে দেখায় দর্পণ ॥
বিষ্ণুগৃহে তবে প্রভু করিয়া গমন।
ষোড়শোপচারে পূজা করি' বিলক্ষণ ॥
তুলসীরে জল দিয়া নতিস্তুতি করি'।
মাতৃস্নেহে মিষ্টান্নাদি ভোজন আচরি' ॥
আচমন করি' তাম্বূলবীটি দিয়া মুখে।
ভক্তসঙ্গে আসনেতে বৈসে মহাসুখে ॥
কতক্ষণ কৃষ্ণকথা করে আলাপন।
সে কালে ঈশান আসি' করে নিবেদন ॥
"শুন প্রভু! শচীমাতা ভোজন করিতে।
ডাকিছেন, ভক্তসঙ্গে চলহ ত্বরিতে ॥"
শুনি' প্রভু শীঘ্র উঠি' ভক্তগণ-সঙ্গে।
নারায়ণ-আরতি দেখিয়া অতি রঙ্গে ॥
ভোজন-গৃহেতে যাই বসিয়া আসনে।
নিত্যানন্দাদ্বৈত-গদাধরাদিক সনে ॥
শ্রীবিষ্ণুর নৈবেদ্য কত প্রেমের তরঙ্গে।
ভোজন করিয়া আচমন কৈলা রঙ্গে ॥
তাম্বূল শ্রীমুখে দিয়া শয্যার উপরে।
যোগনিদ্রা প্রতি তবে দৃষ্টিপাত করে ॥
সে সময় দাসগণ চামর-ব্যজন।
নানামত সেবা করে পাদসম্বাহন ॥
তবে শ্রীভোজন-গৃহ ধৌতাদি করিয়া।

যত্নে শ্রীপ্রসাদ রাখে অন্য গৃহে লৈয়া ॥
গৌরাঙ্গের এই প্রাতঃকালের চরিত।
সাধক যে জন ইহা ভাবে আনন্দিত ॥

* * * * *

গৌরাঙ্গের প্রাতর্লীলা স্মরণ করিয়া।
শ্রীকৃষ্ণের প্রাতর্লীলা স্মরে মন দিয়া ॥
প্রাতঃকালে শ্রীযশোদা শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে।
যাইয়া ডাকয়ে 'কৃষ্ণ! উঠহ সত্বরে' ॥
তবে কৃষ্ণচন্দ্র উঠে পাশমোড়া দিয়া।
জননীচরণে নতি করে নম্র হৈয়া ॥
দন্তধাবনাদি করি' সখাগণ-সঙ্গে।
মাতানুমোদিত গোশালাতে যায় রঙ্গে ॥
'ধবলি! শ্যামলি! বলি' ডাকে ঘনে ঘন
সখাসঙ্গে গাভীদুগ্ধ করয়ে দোহন ॥
এথা শ্রীরাধিকা নিজ শয়ন-মন্দিরে।
শ্রীমুখরা. সখীগণ জাগায় তাঁহারে ॥
তাঁ' সবার বচনে শয্যা হইতে উঠিয়া।
দন্তধাবনাদি করে আনন্দিত হৈয়া ॥
অভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তন করি' স্নানের বেদীতে।
চৌকীতে বসিয়া স্নান করে সখীসাথে ॥
ভুষাগৃহে তবে ধনী করয়ে গমন।
সেথানেতে সখীগণ করায় সেবন ॥

নানারত্ন-অলঙ্কার পরায় শ্রীঅঙ্গে।
চতুঃসম লেপন করয়ে অতি রঙ্গে॥
সেকালে যশোদা পাঠাইয়া' নিজজন।
তাঁহার শাশুড়ী-আগে করি' নিবেদন॥
রন্ধন করিতে তাঁরে সখীগণ সনে।
প্রতিদিন স্বভবনে স্নেহ করি' আনে॥
একথা শুনিয়া শ্রীনারদ মুনিবর।
বৃন্দাদেবী প্রতি তবে করয়ে উত্তর॥
শুন দেবি! শ্রীযশোদা পাকের নিমিত্তে।
রাধিকাকে কেন ডাকে অতি যতনেতে?
রোহিণী প্রভৃতি বহু পাককর্ত্রী আছে।
ইহাতে আমার মনে সন্দেহ যে আছে॥
তবে বৃন্দাদেবী কহে-শুন মুনিবর।
গুহ্য হৈতে গুহ্যকথা অতিগূঢ়তর॥
পূর্ব্বেতে তাঁহাকে শ্রীদুর্ব্বাসা মুনিবর।
অতিশয় হর্ষমনে দিয়াছেন বর॥
কাত্যায়নী (পৌর্ণমাসী) মুখ হৈতে
শুনিয়াছি আমি।
এবে তাহা সংক্ষেপেতে শুন মুনি তুমি॥
"হে রাধিকে! তুমি যাহা করিবে রন্ধন'
আমার কৃপাতে মিষ্ট হবে সেই অন্ন॥
সুস্বাদু অমৃতস্পর্দ্ধি যে তাহা খাইবে।

নীরোগী থাকিবে সদা আয়ুবৃদ্ধি হবে" ॥
ইহার নিমিত্ত তাঁকে শ্রীপুত্রবৎসলা।
প্রতিদিন ডাকে শ্রীযশোদা ব্যাকুলা ॥
মোর পুত্রের পরমায়ু হউক অক্ষয়।
স্বাদুলোভে খাউক অন্নব্যঞ্জননিচয় ॥
শাশুড়ীর অনুমতি লৈয়া প্রতিদিন।
শ্রীরাধিকা নন্দালয়ে করয়ে গমন ॥
হর্ষযুক্তা নিজসখীগণ লৈয়া সঙ্গে।
নানাবিধ পাক করে স্নেহের তরঙ্গে ॥
কৃষ্ণচন্দ্র কোন গাভি করয়ে দোহন।
কোন ধেনুগণ যত্নে দোহে সখাগণ ॥
পিতৃবাক্যে সখাগণ সঙ্গেতে লইয়া।
নিজগৃহ প্রতি আইসে আনন্দিত হৈয়া ॥
দাসগণ করে অঙ্গ-অভ্যঙ্গমর্দ্দন।
স্নান করি' হর্ষে ধৌতবস্ত্র পরে পুনঃ ॥
চন্দনকুসুমমালাযুক্ত কলেবর।
দ্বিকাল-বন্ধন-কেশ, গ্রীবা মনোহর ॥
ভালে চারুচন্দ্রাকার তিলকরঞ্জিত।
অলকা ভ্রমরমালা তাহে সুশোভিত ॥
কঙ্কণাঙ্গদ-কেয়ুর, রত্নমুদ্রা আর।
তাহাতে শোভিত কর করিকরাকার ॥
মুক্তাহার,রত্নহার শোভে বক্ষঃস্থলে।

মকরাকৃতি কুণ্ডল ঝলমল করে ॥
বারম্বার ডাকে মাতা ভোজন করিতে।
সখা-কর ধরি, কৃষ্ণ বলরাম-সাথে ॥
ভোজন গৃহেতে গিয়া বসিল আসনে।
ভোজন করয়ে সুখে সখাগণসনে ॥
বিবিধ অন্নব্যঞ্জন করয়ে ভোজন।
নানাবিধ বাক্যে হাসায় সব সখাগণ ॥
সখাগণ- বচনেতে আপনি হাসয়।
এমত ভোজনলীলা শ্রীকৃষ্ণ করয় ॥
ভোজন করিয়া করে মুখ প্রক্ষালন।
ক্ষণেক পালঙ্কমাঝে করয়ে শয়ন ॥
সেবক যোগায় তাম্বূল আনন্দের ভরে।
পাদসম্বাহন-ব্যজনাদি সেবা করে ॥
শ্রীরাধিকা নিজসখীগণ করি' সঙ্গে।
শ্রীকৃষ্ণ-ভোজনানন্দ দেখি কত রঙ্গে ॥
যশোদা-আদৃতা ললিতাদি-সখীবৃতা।
ভোজন করয়ে অন্নাদিক লজ্জান্বিতা ॥
আচমন করি' সখীগণ সঙ্গে লৈয়া।
পালঙ্কে শয়ন করে তাম্বূল খাইয়া ॥
পাছে দাসীগণ সব করয়ে ভোজন।
সাধক যে প্রাতর্লীলা করয়ে স্মরণ ॥ ৭

* * * *

এবে কহি প্রাতঃকাল পূজাবিধিক্রম।
মানসিক কৈলে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
শ্রীনবদ্বীপ-মধ্যে শ্রীরত্নমন্দিরে।
রত্নসিংহাসন তাতে অতি শোভা করে॥
তদুপরি নিজভক্তবৃন্দ-সুসেবিত।
গৌরচন্দ্র-নিত্যানন্দাদ্বৈত-সুশোভিত॥
শ্রীগুর্ব্বাদিক্রমে একমনে ধ্যান করি'।
পূজা করি প্রেমানন্দসাগরে বিহরি'॥
ধ্যান যথা শ্রীচৈতন্যার্চ্চনচন্দ্রিকাতে।
অতি মনোহর তাহা লিখি সঙ্ক্ষেপেতে॥
পতিতপাবনী সুরধুনী-সুবেষ্টিত।
প্রফুল্লিত দ্রুমবল্লীতটবিরাজিত॥
মন্দ পবনেতে উঠে তরঙ্গ-আবলি।
চতুর্ব্বিধ কমলে ঝঙ্কার করে অলি॥
হংস-চক্রবাক-পক্ষিশ্রেণী ক্রীড়া করে।
পুলিনমণ্ডলী-মধ্যে ঝলমল করে॥
নানারত্ন-বিনির্ম্মিত বিচিত্র সোপান।
স্থল-জল-দ্বিজ-শব্দে হরে মনঃপ্রাণ॥
গৌরপাদাম্বুজধূলি-ধূসরিত-অঙ্গা।
নানাভাবাবলিযুক্তা শোভে দেবী গঙ্গা॥
তাঁর তীরে সুন্দর সুবর্ণভূমি শোভে।
স্বপ্রকাশ নবদ্বীপ-মধ্যে মনোলোভে॥

শ্রীকৃষ্ণের সুমঙ্গল আনন্দের বন্যা।
তাহাতেই ব্যাপ্ত পুর-নগরী সে ধন্যা॥
নানাপুষ্পফলে যুক্ত বৃক্ষলতা সব।
নানাবর্ণ বিহঙ্গালি-ধ্বনির বৈভব॥
তার মধ্যে দ্বিজ-ভব্যলোকের নিকর।
নিকেতন-গণারামোপবন বিস্তর॥
তার মধ্যে বেদীশালা বিহারের স্থান।
যাহার স্মরণে ভক্ত হয় অগেয়ান॥
শুদ্ধভক্তি-প্রভাবেতে বিরাজিত সব।
ভক্তগণগৃহে হয় আনন্দ-উৎসব॥
প্রতিগৃহে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি সুশোভন।
উৎসব-আনন্দে সবার করে উচাটন॥
তার মধ্যে রবিকান্তি নিন্দিয়া প্রাকার
তোরণ-বন্দনমালা ঝলকে রসাল॥
শ্রীনারায়ণ-গৃহ অগ্রে সুশোভন।
শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর নর্ত্তন- প্রাঙ্গণ॥
লক্ষ্মী-অন্তঃপুর পাকভোগের আলয়।
শয়ন শ্রীচন্দ্রশালা পুর মণিময়॥
গৌরাঙ্গের সুখদ-স্বানন্দ-পরিবৃত।
মধ্যে নব-চূড়া-রত্নঘট-বিরাজিত॥
হীরাহরিরত্নাস্তর-মন্দির বিরাজে।
মুক্তাদামলম্বি হেমপটল সুসাজে॥

শুদ্ধভক্তিরত্নে বিনির্ম্মিত বেদ(চারি)দ্বার।
অষ্টমণি-যুক্ত অষ্ট কবাট তাহার॥
চন্দ্রাতপ-মধ্যে পদ্ম কিবা শোভা করে।
মুক্তার ঝালর তা'র চৌদিকেতে দোলে॥
পদ্মরাগবিধুরত্নে ভিত্তি সুশোভন।
তা'র মধ্যে মণিচিত্র হেমসিংহাসন॥
মন্ত্রবর্ণ যন্ত্রান্বিত ষট্‌কোণ-অন্তরে।
কর্ণিকার শিখর তুলনা শ্রীকেশরে॥
কূর্ম্মাকারমহিষ্ঠ শ্রীযোগ মহোৎসবে।
শ্রীযোগপীঠাম্বুজে সর্ব্বানন্দোদ্ভবে॥
কোটিসূর্য্য হৈতে সিংহাসন পরকাশ।
কোটি কোটি চন্দ্রমার শীতল বিলাস॥
দুই পার্শ্ব পদ্মরাগমণিতে ঘটিত।
হরিন্মণি-স্তম্ভ-বৈদূর্য্যপৃষ্ঠ বিরাজিত॥
চিত্রচ্ছাদালম্বি মণিমুক্তাকান্তিজাল।
তুলা-অন্তে চীনচেলাসন শোভে ভাল॥
উড়ুপ মণ্ডলপ্রাপ্ত পৃষ্ঠ-উপাধান।
স্বর্ণান্তচিত্রিত ধ্যানগম্য অষ্টকোণ॥
তবে সিংহাসন-মধ্যে গৌরকৃষ্ণ স্মরে।
দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ শোভা করে॥
বামে গদাধরানন্দ শক্তির স্বরূপ।
অগ্রে কর্ণিকাতে শ্রীলাদ্বৈত ভক্তিভূপ॥

পাছে ছত্রহস্ত ভক্তবর্য্য শ্রীশ্রীবাস।
চতুর্দ্দিকে মহানন্দ ভক্ত পরকাশ ॥ ৮
গৌরভক্তবৃন্দ নিজ নিজগণান্বিতে।
স্বরূপরূপাদি মুখ্যগণ হয় যা'তে ॥
বামদিকে নিজগণে গুরুদেব স্থিতি।
ধ্যান করি' পূজা করে অতি শুদ্ধমতি ॥
শ্রীগুরুদেবের ধ্যান যামলেতে যথা।
তাহার বিশেষ কিছু লিখিয়ে সর্ব্বথা ॥
শুদ্ধস্বর্ণরুচি-ভাবভূষা কলেবর।
সচ্চিদানন্দ করুণামৃত জলধর ॥
শশাঙ্ক-অযুত যেন অঙ্গের প্রকাশ।
বরাভয়কর শুক্লাম্বর সুবিলাস ॥
দিব্য শুক্লমালা-অনুলেপন-ভূষিত।
শিষ্য-অনুগ্রহে নিত্য মুখে মন্দস্মিত ॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসেবাদি-দাতা দীনপাল।
সর্ব্বানন্দময় বিভু নয়ন বিশাল ॥
শ্রীগুরুদেবের রূপ সদা ধ্যান করে।
পরমানন্দসাগরে সাধক বিহরে ॥
শ্রীগুরুপাদ-নিকটে সেবোৎসুকমনা।
আপনার দিব্যতনু করয়ে ভাবনা ॥
শ্রীহরিমন্দিরযুক্ত ললাট শোভিত।
কণ্ঠে দিব্যতুলসীর মালা বিরাজিত ॥

হরিনাম-বর্ণাঙ্কিত শোভা বক্ষঃস্থল।
শ্রীখণ্ডলেপিত শুভ্র সূক্ষ্মনবাম্বর॥
নিত্যই বিমল-তনু স্মরে আপনার।
সেবানন্দে মগ্ন রহে নাহি জানে আর॥৯
তবে গুরুপূজাবিধি মানসেতে করে।
তার(ওঁকার)যুক্ত চতুর্থ্যন্ত তাঁ'র মন্ত্রবরে॥
পাদ্য-অর্ঘ্য-দিয়া প্রসাদি চন্দনকুসুম।
ধূপদীপ-নৈবেদ্যাদি জল অনুপম॥
অর্পণ করিয়া আচমন করাইয়া।
প্রসাদি তাম্বূল অর্পে হর্ষযুক্ত হৈয়া॥
গন্ধমাল্য পরাইয়া তবে পুষ্পাঞ্জলি।
অর্পণ করয়ে মনে হই কুতুহলী॥
তবে ত প্রার্থনা করে আনন্দ-অন্তরে।
হে শ্রীগুরু ভুবনমঙ্গল নামবরে॥
ঋষিসমূহের ধ্যেয় চরণকমল।
শরণাগতপালক দয়ার সাগর॥
শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্ম-ভজন দুর্লভ।
যাঁহার কৃপাতে হয় অত্যন্ত সুলভ॥
দীননাথ দয়া কর মুঞি দীন প্রতি।
প্রার্থনা করিয়া জপে শ্রীমন্ত্র-গায়ত্রী॥
শ্রীগুরুবর্গের নাম করিয়াস্মরণ।
তবে ধ্যান করে গৌরচন্দ্রের চরণ॥ ১০

মুক্তাদামবদ্ধকেশ মন্দহাস্যানন।
শ্রীখণ্ড-অগুরুচর্চ্চা সুচিত্রবসন॥
দিব্যমালাভূষাঞ্চিত নৃত্যাবেশরস।
অনুমোদ-মধুর-কন্দর্পোজ্জ্বলবেশ॥
নিজজনসেব্যমান-শ্রীকনকদ্যুতি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ স্মরে একমতি॥
তাঁ'র মন্ত্রে পাদ্যাদিক করি' সমর্পণ।
শ্রীমন্ত্র-গায়ত্রী তাঁর জপে বিলক্ষণ॥ ১১
তবে নিত্যানন্দচন্দ্রের রূপ করে ধ্যান।
পদ্ম-ইন্দু-নিন্দিপাদ গজগতি-ঠাম॥
ইন্দীবরশ্রেণীনিন্দি নীলাম্বর সাজে।
তনুরুচি সন্ধ্যাইন্দু-বিমর্দ্দি বিরাজে॥
প্রেমে ঘূর্ণ সুকঞ্জ-খঞ্জন-মদ জিতি'।
নেত্র, হাস্যানন শোভে বিম্বাধরদ্যুতি॥
ভূষণে ভূষিত অঙ্গ শ্রীল নিত্যানন্দ।
প্রভুপাদ সেবিব সতত পরানন্দ॥
তাঁর মন্ত্রে তাঁহাকে ত পূজন করিয়া।
তবে মন্ত্রাদিক জপে হর্ষযুক্ত হৈয়া॥ ১২
অদ্বৈতপ্রভু-রূপ তবে ধ্যান করে।
যাঁহার স্মরণে সর্ব্ব অমঙ্গল হরে॥
সদ্ভক্তালিনিষেবিত চরণকমল।
শুদ্ধ-স্বর্ণ বর্ণ কান্তি কুন্দ শুক্লাম্বর॥

সুবাহুযুগল, স্মেরানন মনোহর।
শ্রীচৈতন্যদৃষ্টি, বরাভয় দুই কর ॥
প্রেমাঙ্গ-ভূষণাঞ্চিত প্রভু শ্রীঅদ্বৈত।
পরানন্দকন্দ তাঁ'কে চিন্তিব সতত ॥ ১৩
তাঁ'র পূজা করি তাঁরমন্ত্রাদি জপিয়া।
শ্রীল-গদাধররূপ চিন্তে মন দিয়া ॥
কৃপামকরন্দযুক্ত শ্রীপদ্মচরণ।
চৈতন্যচন্দ্রের দ্যুতি-সম সুবরণ ॥
তাম্বূল-অর্পণ-ভঙ্গি-শ্রীদক্ষিণকর।
সাধুবর প্রেমানন্দতনু শ্বেতাম্বর ॥
সুধাস্মিতমুখ গৌরচন্দ্রে দৃষ্টিধর।
মাধুর্য্যভূষণোজ্জ্বল চিন্তে গদাধর ॥ ১৪
মহাপ্রভুর নির্ম্মাল্যেতে পূজা করে তাঁর।
তবে শ্রীবাসাদি ভক্তে ধ্যান করে আর ॥
যাঁ'রা শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মের মধুপ।
শুদ্ধপ্রেম ভূষোজ্জ্বল শুদ্ধস্বর্ণরূপ ॥
নেত্রাম্বুপুলক-স্বেদকম্প-অঙ্গশোভা।
সেবা-উপায়ন-পাণি স্মিতমুখলোভা ॥
শ্রীবাসাদি মহাশয় সুখময়গণ।
শুক্লাম্বরধারী তাঁ'রে চিন্তে অনুক্ষণ ॥
প্রভু-প্রসাদি-দ্রব্যে তাঁ'রে করিয়া পূজন।
পূর্ব্বমত আরাত্রিক করে অনুপম ॥ ১৫

তা'রপর মস্তকেতে অঞ্জলি বান্ধিয়া।
শ্রীগুর্ব্বাদি-নমস্কার করে নম্র হৈয়া॥
নমো গুরুপাদাম্বুজাখিলশোভাসদ্ম।
কোটি নতি করো গুরুবর্গপাদপদ্ম॥
প্রভু গৌরচন্দ্র বন্দো আর নিত্যানন্দ।
বন্দো সীতানাথ-পদ আনন্দের কন্দ॥
শক্তিরূপ গদাধর-পদে পরণাম।
বন্দো শ্রীবাসাদি-ভক্ত আনন্দের ধাম॥
বন্দো সংকীর্ত্তন গঙ্গা আর গৌরবাসী।
দীনে দয়া কর, তোমরা হও কৃপারাশি॥১৬
তবেশ্রীগুরুদেবের অনুজ্ঞা লইয়া।
বৃন্দাবনাদিক চিন্তে পুলকিত হৈয়া॥
বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরিকর-।
জনমধ্যে গুরুরূপাসখী নিরন্তর॥
তাঁহারে চিন্তিয়া তাঁর দাসীরূপা করি।
আপনাকে চিন্তে মন ক'রে মোদভরি॥
যামলে শ্রীগুরুরূপাসখীর প্রার্থনা।
করিবে যেমন তাহা লিখিয়ে অধুনা॥
বৃষরবিতনয়া-নিকটে গোপীরূপা।
তুমি হও নিত্যসর্ব্বানন্দ সর্ব্বাধিকা॥
সেবাধিকারিণি গুরো! নিজ শ্রীচরণে।
দাস্যদান দিয়া মোরে এই ব্রজবনে॥

শ্রীরাধিকাপাদপদ্ম-সেবামৃত দিয়া।
হে সুখিনি! সুখী কর সুখাব্জে ডুবাঞা ॥ ১৭
এইমত প্রার্থনা করিয়া ধ্যান করে।
শ্রীগুরুর সখীরূপ আনন্দ-অন্তরে ॥
কৃপামকরন্দপূর্ণা শুদ্ধস্বর্ণকান্তি।
ক্ষীণমধ্যা পৃথুশ্রোণি তুঙ্গস্তনী অতি ॥
বিধুমুখী সুকস্তুরী-তিলক-শোভিতা।
নানারত্ন আভরণে শ্রীঅঙ্গ ভূষিতা ॥
শোণবর্ণ অন্তরীয় চিত্রাম্বরধরা।
হরিন্মণিচিত্র স্বর্ণচূড়ি-মনোহর ॥
মৃদুস্মিতা সীমন্তউপরি চূড়ামণি।
অলকাসিন্দূরবিন্দু অঞ্জন-নয়নী ॥
কিশোরবয়সোজ্জ্বলরম্যা শ্রীগোপিকা।
শ্রীরাধিকাপ্রীতি-ভূষা সর্ব্বভাবাধিকা ॥
সুকুমার-অঙ্গী গুরুরূপা শ্রীসুন্দরী।
এইমত তাঁ'র রূপ চিন্ত মন করি' ॥ ১৮
শ্রীমন্ত্রগায়ত্রী দশবার জপ করি'।
চিন্তে আপনার রূপ-গুণ যে মাধুরী ॥
শ্রীগুরুচরণাম্বুজকৃপামৃতসিক্তা।
কিশোরী গোপবনিতা ভূষণ-ভূষিতা ॥
উচ্চকুচযুগ চতুঃষষ্টি-কলান্বিতা।
রক্তচিত্র-অন্তরীয় শুক্লাম্বরাবৃতা ॥

স্বর্ণ চিত্রারুণ-প্রাপ্ত মুক্তা-সুকঞ্চুলী।
কাশ্মীর-চন্দনাগুরু-চিত্র-অঙ্গাবলি ॥
সেবাদ্রব্যনির্ম্মাণকুশলা মৃদুস্মিতা
সেবোৎসুকা বিনয়াদি-সর্ব্বগুণযুতা ॥
শ্রীরাধা-করুণার্থিনী সুচারুপদ্মিনী।
রাধাকৃষ্ণ-সুখামোদ-সুচেষ্টাকারিণী ॥
কৃষ্ণে গূঢ়ভাবা প্রেমানন্দ বিমোহিনী।
নানারসকলালাপসুধাসুশালিনী ॥
সঙ্গীত- সঞ্জাত-ভাবোল্লাসভরান্বিতা।
হেমকান্তি নিজসুখগন্ধ-বিবর্জ্জিতা ॥
দিব্যরূপিণী দিবানিশি চিত্তমাঝে।
রাধাকৃষ্ণপ্রেমভরাকুলা সদা রাজে ॥
আপনাকে এইমত ভাবয়ে সতত।
সাধক যে জন শুদ্ধভক্তি-মার্গান্বিত ॥ ১৭
এই মত সিদ্ধরূপ স্মরণ করিয়া।
বৃন্দাবন ধ্যান করে একচিত্ত হৈয়া ॥
পরমানন্দবর্দ্ধন শ্রীল-বৃন্দাবন।
ষড়ঋতু-কুসুমশোভিত অনুক্ষণ ॥
নানাজাতি পক্ষিগণ-শব্দে সুনাদিত।
ভ্রমরঝঙ্কারে দিশামুখ মুখরিত ॥
কালিন্দীর জলসঙ্গি-মারুতে সেবিত।
নানাপুষ্পলতাবৃক্ষসমূহে মণ্ডিত ॥

কমলকহ্লারোৎপল-পরাগে ধূসর।
সর্ব্বানন্দময় স্থান অতি মনোহর॥
তা'র মধ্যে রত্নভূমি সূর্য্যাযুতসম।
তা,র মধ্যে কল্পতরু চিন্তে মনোহর॥
শুদ্ধপ্রেমামৃতবৃ-ষ্টিকারী অনুক্ষণ।
মাণিক্যশিখরালম্বি মাঝে সুশোভন॥
শ্রীমণিমণ্ডল নানারত্নগণাচিত।
সর্ব্ব-ঋতুসুখ সদা যা'তে বিরাজিত॥
নানারত্নে চিত চিত্র-বিতান-শোভিত।
শ্রীরত্নতোরণমালা গোপুরমণ্ডিত॥
মাণিক্যাচ্ছাদন তাহে অদ্ভুত অন্বিত।
দিব্যস্বর্ণ-মুক্তা-তারহার বিরাজিত॥
কোটি সূর্য্যসমকান্তি অতি অদভুত।
সর্ব্বদা যাহাতে ছয় তরঙ্গবিমুক্ত॥
তা'র মধ্যে রত্নান্বিত স্বর্ণ-সিংহাসন।
অতি সুমহৎ সর্ব্বজগতমোহন॥ ২০
তা'র মধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে ধ্যান করে।
প্রথমেত কৃষ্ণধ্যান কহি সারোদ্ধারে॥
পীতাম্বর ঘনশ্যাম দ্বিভুজ সুন্দর।
কণ্ঠে বনমালা তাহে গুঞ্জে মধুকর॥
শিখণ্ডি-শিখণ্ডচূড়া উপরে বিরাজে।
শরদের কোটিশশি-সম মুখ রাজে॥

কমল নিন্দিয়া শোভে ঘূর্ণিত নয়ন।
কর্ণিকার-পুষ্প অবতংস-বিভূষণ॥
চন্দনের বিন্দুমাঝে কুঙ্কুমের বিন্দু।
তিলকরচনা ভালে আনন্দের সিন্ধু॥
তরুণ আদিত্যতুল্য বিরাজে কুণ্ডল।
কপোলে ঘর্ম্মাম্বুবিন্দু করে ঝলমল॥
প্রিয়ামুখার্পিতাপাঙ্গলীলাতে উন্নত।
ভুরুযুগ কামের কোদণ্ড-বিনিন্দিত॥
উচ্চনাসা-অগ্রভাগে মুকুতা দোলয়।
কুন্দকলিসম দন্তকান্তি বিরাজয়॥
পাকা বিম্বফলনিন্দি মধুর অধর।
কেয়ূরাঙ্গদ-মুদ্রিকা শোভে দুইকর॥
অধরে মুরলী, উরে নানা রত্নহার।
মণিরাজ শ্রীকৌস্তভমণি শোভে আর॥
কাঞ্চীদাম মধ্যে শোভে নূপুর চরণে।
রতিকেলিরসাবেশ চপল ঈক্ষণে॥
আপনে হাসয়ে আর হাসায় প্রিয়ারে।
ত্রিভঙ্গিমরূপে সর্ব্বজনমন হরে॥
বৃন্দাবনে কল্পতরুতলে সিংহাসনে।
প্রিয়াসহ কৃষ্ণচন্দ্রে চিন্তে অনুক্ষণে॥ ২১
তাঁ'র বামেপার্শ্বে স্থিতা চিন্তয়ে রাধিকা।
মহাভাব স্বরূপা শ্রীসর্ব্বগুণাধিকা॥

সুচীননীলবসনা দ্রুত-হেমপ্রভা।
পটে অর্দ্ধাবৃত স্মেরাননপঙ্কজাভা॥
কান্তমুখে ন্যস্ত চারুচকোর-লোচনা।
নিজপ্রিয়মুখাম্বুজে তাম্বূল-অর্পণা॥
মুক্তাহার শোভে পীনোন্নতপয়োধরা।
পৃথুশ্রোণী ক্ষীণমধ্যা কিঙ্কিণীর মালা॥
রত্নতাড়ঙ্ককেয়ূরমুদ্রাদিধারিণী।
কনকনূপুরশব্দ-হংসবিমোহিনী॥
পাদাঙ্গুলি রত্নাঙ্গুরী অতিশোভাকর।
লাবণ্যের সার অঙ্গ কৃষ্ণমনোহর॥
চারু অবয়ব আনন্দরসেতে মগনা।
কলাভিজ্ঞা সুপ্রসন্না নবীনযৌবনা॥
এইমত রাধাকৃষ্ণ কল্পতরুমূলে।
রত্নসিংহাসনে ধ্যান করে কুতূহলে॥
হে বিপ্রেন্দ্র! শ্রীরাধার যত সখাগণ।
বয়োরূপচাতুর্য্যাদি গুণাদিতে সম॥
চামরব্যজন তাম্‌বূলাদি সাজাইয়া।
দোঁহার সেবন করে প্রেমে মগ্ন হৈয়া॥ ২২

* * * *

প্রধানাষ্টদলে অষ্টললিতাদি-সখী।
রাধাকৃষ্ণ-সুখামোদ-সেবানন্দে সুখী॥
সেবা উপায়ন সবাকার পাণিতলে।

বৃন্দার সহিত যত্নে চিত্তে ধ্যান করে ॥
শ্রীললিতা উত্তরে, ঈশানে বিশাখিকা।
পূর্ব্বে চিত্রা অগ্নিকোণে শোভে ইন্দুরেখা ॥
যাম্যে চম্পকবল্লী, নৈঋ‍র্তে রঙ্গদেবী।
পশ্চিমে শ্রীতুঙ্গবিদ্যা, বায়ব্যে সুদেবী ॥
উত্তরদলেতে শ্রীললিতা-সখীবরা।
গোরোচনাকান্তি শিখিপিঞ্ছনিভাম্বরা ॥
শ্রীরাধিকা হৈতে সপ্তবিংশতি বাসর।
জ্যেষ্ঠা, অঙ্গে নানারত্ন-মণি-অলঙ্কার ॥
মাতা শ্রীসারদী, তাঁ'র পিতা শ্রীবিশোক।
সমস্নেহা নানাবিদ্যাবিনোদ-পোষক ॥
সবসখীগণ হৈতে গুণেতে অধিকা।
পতি ভৈরবনাম গোবর্দ্ধনসখা ॥
অনুরাধা খ্যাতি, বাম-প্রখরা-স্বভাব।
কর্পূর তাম্বূল সেবা, খণ্ডিতা যে ভাব ॥
ললিতানন্দদ কুঞ্জ, বিদ্যুতবরণ।
নানাক্রমলতা যাঁ'তে বিবিধ কুসুম ॥
যিঁহো কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারে।
স্বরূপগোস্বামী বলিয়া খ্যাতি ধরে ॥
তা'র অষ্টসখী রত্নপ্রভা, রতিকলা।
সুভদ্রা, ভদ্ররেখিকা শ্রীসুমুখী বরা ॥
শ্রীধনিষ্ঠা, কলহংসী আর কলাপিনী।

বয়োরূপলাবণ্য- সকলগুণখনি ॥ ক ॥

* * * *

ঐশান্যেতে শ্রীবিশাখা দামিনীবরণা।
তারাবলিবসনা শ্রীরাধাসমগুণা॥
সমবয়া সুচতুরা সমানভূষণা।
মদনসুখদকুঞ্জ যাঁর মেঘবর্ণা॥
মাতা শ্রীদক্ষিণা যাঁ'র পিতা শ্রীপাবন।
পতি সে 'বাহিক' নাম গোপ বিচক্ষণ॥
বামমধ্যা সুগন্ধিচন্দন- চারুসেবা।
স্বাধীনভর্ত্তৃকাভাব, রসে মনোলোভা।
কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গের পরিকর-মাঝে।
যিঁহো শ্রীল রামানন্দরায় খ্যাতি রাজে॥
মাধবী, মালতী, চন্দ্ররেখিকা, কুঞ্জরী।
হরিণী, চপলা, সুরভি, শুভাননা বলি'॥
এই অষ্টসখী যাঁ'র পরমচতুরা।
রাধাকৃষ্ণ-সেবানন্দে সতত বিভোরা॥ খ॥

* * * *

পূর্ব্বদলে চিত্রা শোভা কাশ্মীর-গৌরাঙ্গী।
কাচনিভাম্বরা রত্নভূষাভূষিতাঙ্গী॥
শ্রীঅভিসারিকাবস্থাপ্রাপ্তা মৃদ্বী অতি।
সখীবয়ঃ হৈতে ন্যূন দিন ষড়্‌বিংশতি॥
জননী 'চর্চ্চিকা' পিতা 'চতুর' যে খ্যাতি।

শ্রীগোকুলে যাঁর হয় পীঠরনামা পতি ॥
সুচিত্রানন্দদকুঞ্জ দুকুলসেবিনী।
শ্রীগোবিন্দানন্দ নাম গৌরভক্তে গণি ॥
রসালিকা, তিলকিনী, শৌরসেনী আর।
সুগন্ধি, কামিনী, কামনগরী প্রচার ॥
নাগরী, নাগবল্লিকা শ্রীচিত্রার সখী।
রাধাকৃষ্ণ- সেবানন্দে অহর্নিশ সুখী ॥ গ ॥

❁ ❁ ❁ ❁

অগ্নিকোণে ইন্দুরেখা হরিতালদ্যুতি।
দাড়িম্বকুসুমসম বসনের ভাতি ॥
অঙ্গে ঝলমল করে নানা আভরণ।
শ্রীরাধিকাবয়ঃ হৈতে ন্যূন তিন দিন ॥
প্রোষিতভর্ত্তৃকাবস্থা শ্রীবামপ্রখরা।
নৃত্য-সেবা নানারসকলাসুচতুরা ॥
পূর্ণেন্দু কুঞ্জের নাম অতি মনোহর।
শ্বেত সব বৃক্ষলতা-দ্বিজ-মধুকর ॥
যাঁর মাতা 'বেলা' নাম পিতা 'শ্রীসাগর'।
গোকুলেতে পতি নাম হয় যে 'দুর্ব্বল' ॥
কলিযুগে গৌরাঙ্গের পরিকর-মাঝে।
'বসু রামানন্দ নাম সর্ব্বগুণে রাজে ॥
তুঙ্গভদ্রা, রসোত্তুঙ্গা, রঙ্গবাটী আর।
সুমঙ্গলা, চিত্ররেখা; বিচিত্রাঙ্গী সার ॥

মোদনী, মদনালসা এই অষ্টসখী।
ইন্দুরেখাসম রাধাকৃষ্ণ-সুখে সুখী ॥ ঘ॥

* * * *

দক্ষিণ দলেতে স্থিতি শ্রীচম্পকলতা।
চাষপক্ষাম্বরা নানাভরণ-মণ্ডিতা ॥
একদিন কনিষ্ঠা শ্রীগান্ধর্ব্বিকা হৈতে।
বামমধ্যা প্রীতি যাঁর বাসকসজ্জাতে ॥
শ্রীচামরসেবা, হেমাম্বুজ কুঞ্জনাম।
মাতা যাঁর 'বাটিকা', পিতা হ'ন 'শ্রীআরাম' ॥
বিশাখা-সমান গুণ-শক্তি অদভুত।
'চণ্ডাক্ষ' পতির নাম হয় যে নিশ্চিত ॥
শিবানন্দ নাম খ্যাতি কলিযুগমাঝে।
গৌরাঙ্গের ভক্তসঙ্গে সতত বিরাজে ॥
কুরঙ্গাক্ষী, সুচরিতা আর শ্রীমণ্ডলী।
শ্রীমণিকুণ্ডলা চন্দ্রিকা চন্দ্রলতিকালি ॥
কন্দুকাক্ষী, সুমন্দিরা এই অষ্টসখী।
শ্রীচম্পকলতার সঙ্গে সেবানন্দে সুখী ॥ ঙ

* * * *

নৈঋ‌র্ত-দলেতে রঙ্গদেবী করে শোভা।
পদ্মকিঞ্জল্ককান্তিপুঞ্জ-অঙ্গলোভা ॥
জবারাগাংশুক অঙ্গে ধারণ করয়।
উৎকণ্ঠিতাভাবে প্রীতি, বামমধ্যা হয় ॥

মণি-অলঙ্কার অঙ্গে করে ঝলমল।
নীলাম্বুজকুঞ্জে শোভাপুঞ্জ মনোহর॥
সপ্তদিন ন্যূন বয়ঃ শ্রীরাধিকা হৈতে।
চম্পকলতার প্রায় গুণগণ যাতে॥
'করুণা' মাতার নাম, পিতা 'রঙ্গসার'।
'বক্রেক্ষণ' নামে গোপ পতি হয় যাঁর॥
কলিযুগে গৌরাঙ্গের ভক্তগণ সঙ্গে।
শ্রীগোবিন্দঘোষ নাম ভাসে প্রেমরঙ্গে॥
কলকণ্ঠী, শশিকলা, কমলা, মধুরা।
কন্দর্পসুন্দরী, কামলতিকা, ইন্দিরা॥
শ্রীপ্রেমমঞ্জরী এই অষ্টসখী নাম।
রঙ্গদেবী-সমগুণ রসকলাধাম॥

* * * *

পশ্চিম-দলেতে তুঙ্গবিদ্যা সখী রাজে।
কুঙ্কুমচন্দনচন্দ্রনিন্দিকান্তি সাজে॥
পাণ্ডুর-বরণ বস্ত্র সদা অঙ্গে ধরে।
নানারত্ন-অলঙ্কার অঙ্গে দীপ্ত করে॥
বিপ্রলব্ধাভাবে প্রীতি, দক্ষিণপ্রখরা।
নৃত্যগীতবাদ্য-সেবানন্দ-রসে ভরা॥
'শ্রীঅরুণাম্বুজ' কুঞ্জনাম খ্যাতি যাঁর।
'মেধা' মাতা নাম পিতা 'পুষ্কর' গোপ যাঁর॥
'বালিশ' পতির নাম যাঁহার বিখ্যাত।

অষ্টাদশ দিব্যবিদ্যাকলার সে নাথ ॥
কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তগণ-মাঝে ।
'বক্রেশ্বর' নাম যাঁর নৃত্যরঙ্গে সাজে ॥
মঞ্জুমেধা, সুমধুরা, সুমধ্যা যে আর ।
মধুরেক্ষণা, তনুমধ্যা, মধুস্যন্দা আর ॥
গুণচূড়া, বরাঙ্গদা এই অষ্টসখী ।
তুঙ্গবিদ্যাসম প্রেমানন্দরসে সুখী ॥ ছ

* * * *

বায়ব্য দলেতে শ্রীসুদেবী বিরাজিত ।
ভগ্নীসম বয়োরূপবস্ত্রাদি-মণ্ডিত ॥
'বক্রেক্ষণ' কনিষ্ঠ ভ্রাতা পতি হয় যাঁর ।
কলহান্তরিতাবস্থা-ভাবে প্রীতি আর ॥
শ্রীবামপ্রখরা জলসেবাপরায়ণা ।
হরিদ্বর্ণ কুঞ্জনাম, সর্ব্বগুণে পূর্ণা ॥
বাসুদেবঘোষ বলি' নাম সুবিখ্যাত ।
বিহরয়ে গৌরাঙ্গের ভক্তগণ-সাথ ॥
কাবেরী, চারুকবরী, সুকেশিকা সখী ।
মঞ্জুকেশী, হারহীরা, মহাহীরা লেখি ॥
হারকণ্ঠী, মনোহরা এই অষ্টসখী ।
শ্রীসুদেবী-সঙ্গে সেবানন্দে সদা
সুখী ॥ জ ॥ ২৩ ॥

* * * *

অনঙ্গমঞ্জরী-আদি অষ্ট উপদলে।
তবে যত্নে যূথের সহিতে ধ্যান করে॥
অনঙ্গমঞ্জরী' মধুমতী তাঁর বামে।
উত্তরের দুই দলে শোভে মনোরমে॥
পূর্ব্ব দুই দলে বিমলা বামেতে শ্যামলা।
দক্ষিণ দুই দলে পালিকা আর যে মঙ্গলা
পশ্চিমের দুই দলে ধন্যা শ্রীতারকা।
রূপবয়োবস্ত্রগুণ-কলা সর্ব্বাধিকা॥

❁ ❁ ❁ ❁

তবে কিঞ্জল্ক-নিকটেতে সদা যাঁর স্থিতি।
সেবন- উৎসুকা চিত্তে নর্ম্মসখীতিতি॥
উত্তরেতে নব গোরোচনাসম গৌরী।
প্রিয়নর্ম্মসখী মুখ্যা শ্রীরূপমঞ্জরী॥
শিখিপিঞ্ছতুল্যাম্বরা ভূষণে ভূষিতা।
তাম্বূলসেবনা বামমধ্যাতেই স্থিতা॥
বয়ঃ ত্রয়োদশবর্ষ আর ছয় মাস।
শ্রীললিতাকুঞ্জোত্তরে কুঞ্জ পরকাশ॥
'শ্রীরূপোল্লাসাখ্য' কুঞ্জ নাম মনোহর।
নানাবিধ মণিগণ করে ঝলমল॥
গৌরাঙ্গের পরিকরে বিহরে সতত।
শ্রীরূপগোস্বামী নাম প্রেমে উনমত॥
ঐশান্যেতে মঞ্জুলালী-মঞ্জরী সুন্দরী।

কিংশুককুসুমাম্বরা তপ্তহেমগৌরী ॥
স্বর্ণ-ইন্দ্রনীলমণি-ভূষণে ভূষিতা।
বস্ত্রসেবাপরায়ণা সেবানন্দে মত্তা ॥
সার্দ্ধ-ত্রয়োদশবর্ষ সপ্তদিন বয়ঃ।
বামমধ্যা-স্বভাবেতে সদা স্থিতি হয় ॥
বিশাখা কুঞ্জের উত্তরেতে কুঞ্জ যাঁর।
লীলানন্দ নাম অলি করয়ে ঝঙ্কার ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্গে বিহরয়ে নিরবধি।
শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রেমামৃতনিধি ॥

* * * *

পূর্ব্বদিক-কিঞ্জল্কেতে শ্রীরসমঞ্জরী।
হংসপক্ষবসনা চম্পককান্তি গৌরী ॥
পুরটভূষণা চিত্র-সেবানুরাগিণী।
বয়ঃক্রম যাঁর ত্রয়োদশবর্ষ গণি ॥
চিত্রাকুঞ্জ-পশ্চিমেতে কুঞ্জ হয় যাঁর।
'রসানন্দ' নাম সর্ব্ব-শোভার ভাণ্ডার ॥
বামামৃদ্বীস্বভাবেতে সদা হয় স্থিতি।
গৌরাঙ্গ-নিকটে রঘুনাথভট্ট খ্যাতি ॥

* * * *

অগ্নিকোণেতে স্থিতি শ্রীরতিমঞ্জরী।
দামিনীদমনকান্তি, বস্ত্র তারাবলী ॥
মণীন্দ্রভূষণা পাদাম্বুজ-সুসেবিনী।

ত্রয়োদশবর্ষ দুই মাস বয়ঃ গণি ॥
ইন্দুরেখাকুঞ্জের দক্ষিণে যাঁর কুঞ্জ।
'রত্যম্বুজ' নাম প্রেমরসসারপুঞ্জ ॥
দক্ষিণামৃদ্বিকা-স্বভাবেতে সদা স্থিতি।
গৌরাঙ্গ-নিকটে রঘুনাথদাস খ্যাতি ॥
শ্রীগুণমঞ্জরী দক্ষিণেতে সদাস্থিতি।
জবাতুল্যবসনা তড়িতসম কান্তি ॥
নানা-অলঙ্কারে শোভে, দক্ষিণপ্রখরা।
বারিসেবাপরায়ণা, অতিমনোহরা ॥
তেরবর্ষ-একমাস সাতাইশ দিন।
পরিমাণ হয় যাঁর এই বয়ঃক্রম ॥
চম্পকলতার কুঞ্জ ঈশাণকোণেতে।
'গুণানন্দপ্রদ' নাম অতি অদভুতে ॥
গৌরাঙ্গের ভক্তমাঝে বিহরে সতত।
শ্রীগোপালভট্ট নাম, গৌরপ্রেমে মত্ত ॥
নৈঋতকেশরে স্থিতি বিলাসমঞ্জরী।
সুবর্ণকেতকীকান্তি অঙ্গের মাধুরী ॥
চঞ্চরীকাম্বরা বামামৃদ্বী-ভাবাশ্রিতা।
নানামণি-অলঙ্কারে অঙ্গবিভূষিতা ॥
ত্রয়োদশবর্ষ ষড়্ বিংশতি দিন বয়ঃ।
নাগজ-অঞ্জন-সেবানন্দে মগ্ন হয় ॥
রঙ্গদেবীকুঞ্জের পশ্চিমে কুঞ্জ যাঁর।

'বিলাসানন্দদ' নাম সর্ব্বশোভা-সার ॥
বিহরয়ে গৌরাঙ্গের ভক্তগণসাথ।
শ্রীজীবগোস্বামী নাম জগতে বিখ্যাত
পশ্চিম-কেশরে শোভে লবঙ্গমঞ্জরী।
বিজুরীসমান কান্তি, বস্ত্র তারাবলী ॥
সেবা শ্রীলবঙ্গমালা, মণীন্দ্রভূষণা।
দক্ষিণ-মৃদ্বিকা-ভাবে স্থিতি, বিচক্ষণা ॥
বয়ঃ সার্দ্ধত্রয়োদশবর্ষ একদিন।
তুঙ্গবিদ্যাকুঞ্জ-পূর্ব্বে কুঞ্জ সুপ্রবীণ ॥
'লবঙ্গসুখদ' নাম অতি মনোহরে।
নানাদ্বিজগণ শোভে গুঞ্জে মধুকর ॥
গৌরাঙ্গ-নিকটে যিঁহ সনাতন নাম।
প্রেম-ভক্তিরসামৃত-বিশ্রামের স্থান ॥
বায়ুকোণে কেশরেতে কস্তূরীমঞ্জরী।
কনকসমানকান্তি কাচাম্বরধারী ॥
মণীন্দ্রমণ্ডনে যুক্তা শ্রীখণ্ডসেবনা।
বামামৃদ্বী ত্রয়োদশবর্ষ পরবীণা ॥
গৌরাঙ্গ-নিকটে কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
নাম যাঁর বিলসয়ে ভকত-সমাজ ॥

* * * *

এই ক্রমে সব সখীগণ ধ্যান করি'।
আপনার রূপগুণে আপনা বিসরি ॥

সবার সঙ্গিনী হৈয়া, গুরু-আজ্ঞা লৈয়া।
রাধাকৃষ্ণ-সেবা করে সুযত্ন করিয়া ॥ ২৪
তবে মানসিকে কৃষ্ণের কররে সেবন।
তাঁর মন্ত্রে পাদ্যগন্ধপুষ্প সমর্পণ ॥
ধূপদীপ নানাবিধ নৈবেদ্য উত্তম।
আচমন, তাম্বূলাদি করে নিবেদন ॥
তবে শ্রীরাধিকার সেবা করে বিচক্ষণ।
তাঁর মন্ত্রে পাদ্যাদিক করে সমর্পণ ॥
প্রত্যেক সকল সখী পূজন করিয়া।
আরাত্রিক করে তবে পুলকিত হৈয়া ॥
এই মত অন্তঃপূজা করি' সমাপন।
তবে বাহ্যপূজা করে সাধক যে জন ॥
গুরুদেবের মন্ত্র-গায়ত্রী জপিয়া।
তবে শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র জপে হর্ষ হৈয়া ॥
অষ্টোত্তর সহস্র বা অষ্টোত্তরশত বার।
জপিয়া কামগায়ত্রী জপে দশবার ॥
শ্রীরাধিকামন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার।
জপিয়া তাঁ'র গায়ত্রী জপয়ে দশবার ॥
এই মত মন্ত্র-গায়ত্রী জপি একমনে।
তবে জপ সমর্পণ করে সাবধানে ॥
গুহ্যাতিগুহ্য-গুপ্তার্থ মোর কৃত জপ।
গ্রহণ করহ মন্ত্রচূড়ামণিরূপ ॥

তোমাতেই স্থিত মন্ত্র, তোমার কৃপাতে।
সিদ্ধি হউক দেব, এ জপ ত্বরিতে॥ ২৫
তবে ত বিজ্ঞপ্তি-স্তব করয়ে পঠন।
মোসম পাপাত্মা নাহি, এ তিন ভুবন॥
মোর সম অপরাধী নাহি একজন।
ক্ষমাইতে কি বলিব? লজ্জা করে মন॥
হে পুরুষোত্তম! তুমি কিবা নাহি জান!
যে উচিত হয়, তাহা কর ভগবান্॥
যুবতীজনেব মন যুবা পুরুষেতে।
যুবা পুরুষের মন যুবতীজনেতে॥
যেমত রময়ে সেইমত মোর মন।
তুয়ারূপে রমণ করুক অনুক্ষণ॥
ভূমিতে স্খলিতপাদ ভূ-অবলম্বন।
তোমাতে অপরাধ হৈলে তুমি সে শরণ॥
কবে শ্রীযমুনাতীরে তুয়া নামাবলী।
কীর্ত্তন করিয়া নাচিব কি কুতূহলী॥
অশ্রুযুক্ত হৈয়া আমি হে কমলনেত্র!
ভূমে গড়াগড়ি যাব পুলকিতগাত্র॥ ২৬
গোবিন্দবল্লভে রাধে! তোমাকে যে আমি।
সদাই প্রার্থনা করি, শুন তাহা তুমি॥
তোমার সহিত কৃষ্ণ করুণাঅন্তরে।
সর্ব্বথা তোমার বলি' জানুক আমারে॥

হে রাধিকে ! কবে গান-নৃত্য- কলা-শিক্ষা।
শিখাইবে মোরে, আমি হব অতি দক্ষা ॥
যাতে তুষ্ট হৈয়া হরি তোমার কিঙ্করী।
বলি' মানিবেন মোর অতি কৃপা করি' ॥
রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি করুণাবাহিনি !
নিজপদে দাস্য দেহ মোরে দাসী মানি' ॥
তোমার হইয়ে, আমি হইয়ে তোমার।
তোমা বিনে ক্ষণমাত্র না বাঁচিব আর ॥
এ জানিয়া দেবী ! তুমি নিজপদতলে।
আমাকে সত্বর লেহ করুণা-অন্তরে ॥ ২৭
রাধাকৃষ্ণ- পদে এই করিয়া বিজ্ঞপ্তি।
পঞ্চপদ্য পড়ে অতি করিয়া কাকুতি ॥
হে রাধাগোবিন্দ !পুত্রমিত্রগৃহাকুলে।
পড়িয়াছি এই আমি সংসার-সাগরে ॥
ইহা হৈতে রক্ষা মোরে কর দুইজন।
"প্রপন্ন-ভয় ভঞ্জন' হয় তব নাম ॥
যে আমি, আমার আছে যে কিছু সুকৃত।
ইহলোকে পরলোকে সব উপচিত ॥
সে-সকল তোমার শ্রীচরণকমলে।
সমর্পণ কৈলুঁ আমি আনন্দ-অন্তরে ॥
আমি অপরাধালয়, সাধনবিহীন।
অগতির গতি মোর তুমি দুইজন ॥

কর্ম্ম-মনোবচনেতে তোমার যে আমি।
হে রাধিকানাথ! ইহা সত্য জান তুমি॥
কৃষ্ণকান্তে শ্রীরাধিকে! আমি যে তোমার।
তোমা দোঁহা বিনে মোর গতি নাহি আর॥
শরণ লইনু আমি দোঁহার চরণে।
করুণানিকরাকর সব লোকে জানে॥
তুষ্ট হৈয়া অপরাধী জনে কৃপা কর।
এ সংসার-মহাদুঃখ হইতে উদ্ধার॥
দাস্য মনে ইচ্ছা করি, যে ইহা পড়য়ে।
অচিরে তাঁহার দাস্যপদ প্রাপ্ত হয়॥ ২৮
তবে ত প্রসাদিগন্ধাদিকেতে করিয়া।
শ্রীবৈষ্ণবগণে পূজে আনন্দিত হৈয়া॥
কপিল-নারদ-ব্যাস-শুক-সূত-মনু।
প্রহ্লাদাম্বরীষ হনুমান্ প্রেমতনু॥
বিভীষণাক্রুর-শ্রীউদ্ধব-মার্কণ্ডেয়।
যুধিষ্ঠির-শ্রীযম-নেমি-ধ্রুব ভক্তিময়॥
ভীষ্ম গয়-বলি-পৃথু-সনক বৈষ্ণব।
আর যে বৈষ্ণব যাঁ'রা মহা-অনুভব॥
শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মাল্য কামদ সবে মেলি'।
গ্রহণ করহ প্রেমানন্দে কুতূহলী॥
ওঁকার-পূর্ব্বক চতুর্থ্যন্ত নাম করি'।
প্রসাদনৈবেদ্য সমর্পয়ে করজোড়ি'॥ ২৯

তবে শ্রীতুলসীপূজা করে সাবধানে।
প্রথমে ত পাদ্য-অর্ঘ্য-শ্রীখণ্ড-কুসুমে ॥
ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যাদি আচমন দিয়া।
তবে নীরাজন করে প্রেমযুক্ত হৈয়া ॥
"শ্রীতুলস্যৈ নমঃ" এই করি' উচ্চারণ।
তুলসীকে অর্ঘ্যাদিক করে সমর্পণ ॥
তোমাকে দেবতাগণ করিল প্রকাশ।
তোমাকে পূজয়ে সুরাসুর মহোল্লাস ॥
হে তুলসি! পাপসব হর যে আমার।
এ পূজা গ্রহণ কর, করোঁ নমস্কার ॥
প্রসাদজননি! নমঃ সৌভাগ্যবর্দ্ধিনি।
আধি-ব্যাধি-হারিণি শ্রীতুলসী মোহিনি ॥
"নমো নমঃ" বলি' স্তুতি করে নিরন্তর।
প্রার্থনা করয়ে তবে আনন্দ-অন্তর ॥
শ্রীযশঃ-কীর্ত্তি- আয়ুঃ-সুখ-পুষ্টি-বল-।
ধর্ম্মাদিক দেহ শ্রীতুলসি! কৃপা কর ॥
এই মত মহামতি প্রার্থনা করিয়া।
প্রণাম করয়ে ভূমে সাষ্টাঙ্গ হইয়া ॥
পূর্ব্ববৎ শ্রীগুর্ব্বাদি-ক্রমেতে করিয়া।
প্রণাম-স্তবন করে আনন্দিত হৈয়া ॥
এই প্রাতঃকৃত্য কিছু করিল বর্ণন।
যাহার শ্রবণে হয় আনন্দিত মন ॥

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত দীন কৃষ্ণদাস।
সাধনামৃতচন্দ্রিকা করিল প্রকাশ॥ ৩০

সাধনামৃতচন্দ্রিকায়াং দ্বিতীয়ঃ প্রকাশঃ।

—ঃ*ঃ—

[তৃতীয়ঃ প্রকাশঃ]

পূর্ব্বাহ্নকৃত্য

জয় জয় গুরুদেব-চরণকমল।
যাঁহার স্মরণে নাশে সব অমঙ্গল॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র শচীর নন্দন।
জয় নিত্যানন্দতনু অদ্বৈত-জীবন॥
জয় গদাধর-প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় শ্রীবাসাদি-ভক্তগণের ঈশ্বর॥
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কলিযুগপাবনাবতার ধন্য ধন্য॥
ভক্তগণ-সঙ্গে তোমার নদীয়া-বিহার।
নিরন্তর হৃদয়েতে স্ফুরুক আমার॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় শ্রীরাধাগোবিন্দ গোপীনাথ।
জয় রাধামদনমোহন প্রাণনাথ॥
জয় বৃন্দাবনসুরতরুতলস্থিতি।
কোটি কোটি মনমথমথন-মুরতি॥

জয় জয় ভক্তবৃন্দ, কৃপা কর মোরে।
শ্রীচরণাম্বুজরজ দেহ মোর শিরে॥
দন্তে তৃণ ধরি' মুঞি করোঁ নিবেদন।
রাধাকৃষ্ণলীলামৃতে ডুবু মোর মন॥
পূর্ব্বাহ্নের কৃত্য এবে করিয়ে লিখন।
প্রথমে গৌরাঙ্গলীলা করিবে স্মরণ॥
সখাসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বনেতে গমন।
তাহাতে ব্যাকুল সব ব্রজবাসী জন॥
যে লীলা স্মরণ করি' গৌরাঙ্গসুন্দর।
তদনুকরণ-লীলা করে মনোহর॥
ভক্তবৃন্দ-মধ্যে নানাভাবে বিভূষিত।
অশ্রু-কম্প,স্তম্ভ সর্ব্ব-অঙ্গ রোমাঞ্চিত॥
এমন শ্রীগৌরচন্দ্র ভক্তগণ-সঙ্গে।
সেবন করিব আমি আনন্দতরঙ্গে॥ ১
তবে ত শ্রীকৃষ্ণলীলা করিব স্মরণ।
যাহার স্মরণে ভক্তের ঝুরে দুনয়ন॥
গোপবেশ ধরি' কৃষ্ণ সঙ্গে সখাগণ।
ধেনুবৃন্দ অগ্রে করি' যায় বৃন্দাবন॥
সর্ব্ব ব্রজবাসিজন ব্যাকুল স্নেহেতে।
কিছু নাহি বলে, সবে চলয়ে পশ্চাতে॥
মাতাপিতা-পদে কৃষ্ণ করি'নমস্কার।
নেত্রকোণে প্রিয়াগণে করয়ে সৎকার॥

যথাযোগ্য সবাকারে করিয়া সান্ত্বন।
গৃহেতে পাঠাঞা বনে যায় অভিরাম॥
সখাগণ-সঙ্গে বনে প্রকাশ করিয়া।
ক্ষণমাত্র নানাক্রীড়া করে হর্ষ হৈয়া॥
তা-সবাকে বঞ্চনা করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র।
দুই তিন সখাসঙ্গে আনন্দের কন্দ॥
প্রিয়াসন্দর্শনোৎসুক আনন্দ-অন্তরে।
সঙ্কেত-কুঞ্জেতে যায় কত ভাবভরে॥
কৃষ্ণচন্দ্র বনে গেলে তবে শ্রীরাধিকা।
তাঁ'রে দেখি' গৃহে যায় প্রেমভরাধিকা॥
সূর্য্যপূজাব্যাজে পুষ্প উঠাইতে বনে।
গমন করয়ে তবে সখীগণ-সনে॥
পূর্ব্বাহ্নের কৃত্য এই করিল বর্ণন।
যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় শ্রবণ॥
শ্রীগুরুচরণাশ্রিত দীন কৃষ্ণদাস।
সাধনামৃতচন্দ্রিকা করিল প্রকাশ॥২

ইতি শ্রীসাধনামৃতচন্দ্রিকায়াং তৃতীয়ঃ প্রকাশঃ।

—:*:—

[চতুর্থঃ প্রকাশঃ]

মধ্যাহ্নকৃত্য

জয় জয় গুরুদেব- চরণকমল।
যাঁহার স্মরণে নাশে সব অমঙ্গল॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র শচীর নন্দন ।
জয় নিত্যানন্দ তনু অদ্বৈতজীবন ॥
জয় গদাধর-প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর ।
জয় শ্রীবাসাদি ভক্তগণের ঈশ্বর ॥
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
কলিযুগপাবনাবতার ধন্য ধন্য ॥
ভক্তগণ-সঙ্গে তোমার নদীয়া-বিহার ।
নিরন্তর হৃদয়েতে স্ফুরুক আমার ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় জয় শ্রীরাধাগোবিন্দ গোপীনাথ ।
জয় রাধামদনমোহন প্রাণনাথ ॥
জয় বৃন্দাবনসুরতরুতলস্থিতি ।
কোটি কোটি মনমথমথন মূরতি ॥
জয় জয় ভক্তবৃন্দ, কৃপা কর মোরে ।
শ্রীচরণাম্বুজরজ দেহ মোরে শিরে ॥
দন্তে তৃণ ধরি মুঞি করোঁ নিবেদন ।
রাধাকৃষ্ণলীলামৃতে ডুবু মোর মন ॥
এবে কহি মধ্যাহ্নের কৃত্য মনোহর ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের আনন্দ-অন্তর ॥
মন্ত্রাদিক-স্নানমধ্যে করে এক স্নান ।
শ্রীহরিভক্তিবিলাসে তাহার প্রমাণ ॥

মন্ত্র-ক্ষিতি-অগ্নি-বায়ু দিব্যস্নান আর।
বারুণ-মানস-স্নান—এ সপ্ত প্রকার॥
মন্ত্রপূত জলদ্বারা হয় যেই স্নান।
সে স্নানের নাম 'মান্ত্র' যে প্রধান॥
মৃত্তিকালেপন' তারে কহিয়ে পার্থিব।
'আগ্নেয়' ভস্মেতে যাতে লিপ্ত অঙ্গ সব॥
গোরজেতে স্নান তারে কহি 'বায়ুস্নান'
আতপ-বৃষ্টিতে স্নান 'দিব্যস্নান' নাম॥
নদ্যাদিতে যেই স্নান 'বারুণ' আখ্যান।
মনেতে শ্রীকৃষ্ণধ্যান 'মানস-সুস্নান'॥
কাল-দেশ-অপেক্ষাতে দুর্ব্বল শরীর।
সর্ব্বস্নানে তুল্যফল কহে পরাশর॥
সর্ব্বস্নান মধ্যে মানসিক যেই স্নান।
মন্বাদিসম্মত সেই পরমপ্রধান॥
সপ্তস্নান-মধ্যে একমত স্নান কৈলে।
শুন দ্বিজবর! গৃহী মুক্ত হয় হেলে॥ ক

* * * *

তবে পূর্ব্বমত সব পূজার সম্ভারে।
শ্রীগুর্ব্বাদিক্রমে পূজা-পাঠাদিক করে॥
আগমেতে যে প্রকার মধ্যাহ্নের ধ্যান।
সাধক তেমত ধ্যান করে সাবধান॥
শুদ্ধমতি হৈয়া বৃন্দাবনকে চিন্তয়।

নানাবিধ ক্রমে ভূমি সুশীতল হয় ॥
প্রকট সৌরভ্য উদ্‌গলিত মকরন্দ।
বিকসিত পুষ্প, নবপল্লবের বৃন্দ ॥
তাতে নম্র হৈয়া রহে যা'র শাখাবলি।
প্রফুল্ল নবমঞ্জরীবলিত-বল্লরী ॥ ১
বিকাশি সুমনোরসাস্বাদন-মঞ্জুল।
শিলীমুখ-ঝঙ্কারেতে মুখরিতান্তর ॥
কপোত-শুক-শারিকা-কোকিলাদিগণ।
শব্দে কোলাহল' শিখিনৃত্য মনোরম ॥ ২
যমুনার চঞ্চললহরী বিন্দু জল।
বিকাশি-পঙ্কজরজচয়েতে ধূসর ॥
প্রদীপিত-মনোভব ব্রজনারীগণ।
বসন নাচানকারী সেবিত পবন ॥ ৩
তা'র মধ্যে ধ্যান করে কল্পতরুবর।
প্রবাল-নবপল্লব মরকতদল ॥
বজ্র-মুক্তাপ্রকর কোরক হয় যা'র।
পদ্মরাগ নানাবিধ ফল শোভে আর ॥
বসন্তাদি ছয় ঋতু সতত সেবিত।
স্থূলতর উচ্ছ সর্ব্বকামদ অদ্ভুত ॥ ৪
অমৃতের বিন্দু বর্ষে কল্পতরুবর।
তা'র তলে চিন্তে স্বর্ণস্থলী মনোহর ॥
সুহেমশিখরাবলি হৈতে সমুদিত।

ভানুসম তেজঃপুঞ্জ অতি প্রকাশিত ॥
প্রকাশিত পদ্মরাগাদিক মণিগণ।
তাহাতে কুট্টিম বদ্ধ অতি মনোরম ॥
কুসুমপরাগপুঞ্জোজ্জ্বল অতিশয়।
যাঁহার স্মরণে ষট্‌তরঙ্গ দূর হয় ॥ ৫
কনকস্থলীর মধ্যে সুরত্নকুট্টিম।
উপরে মহিষ্ঠ যোগপীঠ মনোরম।
তদুপরি অষ্টপত্র অরুণকমল।
উদিত রবির কান্তি অরুণ নির্ম্মল ॥
চিন্ত' মন করি' তাঁক বরাটক-মাঝে।
সুখেতে নিবিষ্ট রাধাগোবিন্দ বিরাজে ॥
ইন্দ্রনীলমণি আর দলিতঅঞ্জন।
নীলোৎপলদল কিয়ে তনু শ্যামঘন ॥
স্নিগ্ধনীল ঘন সুকুঞ্চিত কেশজাল।
চূড়াতে ময়ূরপুচ্ছ শোভা করে ভাল ॥ ৬
ভ্রমরা-সেবিত পারিজাত পুষ্পোত্তংস।
বিকচ নবীনোৎপল কর্ণ'অবতংস ॥
চঞ্চল অলক ভালতল প্রদীপিত।
রোচনা-তিলক ভুরুলতা উচ্ছলিত ॥ ৭
আপূর্ণ শারদশশি-বিম্বকান্তানন।
বিশাল কমলপত্র জিনি' দু'নয়ন ॥
কর্ণে শোভা নানারত্ন মকর-কুণ্ডল।

কান্তিদীপ্ত গণ্ডস্থল মুকুর উজ্জ্বল ॥
উচ্চ চারু নাসাগ্রে মুকুতা সুশোভিত।
তাহা দেখি যুবতীর চিত্ত উনমত ॥৮
সিন্দুর হইতে চারু অরুণ অধর।
ইন্দু-কুন্দ-নিন্দি' মন্দহাস্থ মনোহর ॥
বনের প্রবালপুষ্পচয়েতে রচিত।
মনোহর হার কম্বুকণ্ঠে বিভূষিত ॥ ৯
মত্ত মধুকরালম্বি মন্দারের দাম।
তাতে অলঙ্কৃত দুই স্কন্ধ অভিরাম ॥
হারাবলি-ভগণ-রাজিত পীন উরঃ-।
ব্যোমস্থলে ললিত কৌস্তুভ ভানুবর ॥ ১০
শ্রীবৎসলক্ষণ-সুলক্ষিত উন্নতাংস।
পীন সুবর্ত্তুল জানু বাহুর বিলাস ॥
বন্ধুর উদর' সুগভীর নাভি সাজে।
ভৃঙ্গাঙ্গনানিকর মঞ্জুল রোম রাজে ॥ ১১
নানামণি-বিনির্ম্মিত অঙ্গদ, কঙ্কণ।
অঙ্গুরীয়, গ্রৈবের আর শোভে সুরসন ॥
সুবর্ণ-নূপুর, কটিসূত্র, তুন্দবন্ধ।
পীতবস্ত্র-পরিবৃত নিতম্ব সুছন্দ ॥ ১২
দিব্য-অঙ্গরাগ-বিলেপিত সর্ব্ব অঙ্গ।
চারু জানু সুবর্ত্তুল মনোহর জঙ্ঘ ॥
কান্তোন্নতপ্রপদ-বিন্দিতকূর্ম্মকান্তি।

মাণিক্যদর্পণশোভা হরে নখপংক্তি ॥
শ্রীঅঙ্গুলিদল-সুরুচির পাদপদ্ম ।
অরুণিত শ্রীচরণতল-শোভাসদ্ম ॥ ১৩
অব্জ-বজ্র-মৎস্যাঙ্কুশ-কেতু-ছত্র-দর ।
ধনুক-গোষ্পদ-যব-ত্রিকোণ-অম্বর ॥
ইত্যাদি লক্ষণে পাদাম্বুজ সুলক্ষিত ।
ভক্তগণ চিত্ত-মধ্যে সর্ব্বদা উদিত ॥
লাবণ্যের সাররাশি-নির্ম্মিত শ্রীঅঙ্গ ।
কন্দর্পাঙ্গকান্তিনিন্দি সৌন্দর্য্যতরঙ্গ ॥ *১৪॥

*　*　*　*

তাঁর বামে চিন্তা মন করয়ে রাধিকা ।
সর্ব্বশক্তিবরীয়সী সর্ব্বগুণাধিকা ॥
গোরোচনাচম্পকদামিনী- নিন্দি কান্তি ।
নবীনজলদপুঞ্জ বসনের ভাতি ॥
ফণিনিন্দি বেণী আগে শোভে মণিগুচ্ছ ।
শরদের কোটিশশি- জিনি মুখ স্বচ্ছ ॥
মাধবীর দলকিবা ললাট-সুন্দর ।
কুটিল কুন্তল তাহা চঞ্চল ভ্রমর ॥
সিন্দূরের বিন্দু শোভে অতি মনোরম ।
ভুরুযুগ কামচাপ বিঁধে কৃষ্ণ-মর্ম্ম ॥
চকোর-খঞ্জন-গর্ব্ব করয়ে ভঞ্জন ।
অঞ্জনে রঞ্জন শোভা করে দু'নয়ন ॥

সীঁথিপাটে চূড়ামণি কর্ণেতে কুণ্ডল।
নাসাগ্রেতে গজমুক্তা দোলে সমুজ্জ্বল ॥
অধর বান্ধুলীবন্ধু রদ কুন্দকলি।
চিবুকে কস্তুরীবিন্দু যেন শোভে অলি ॥
জাম্বূনদ-কম্বুকণ্ঠ ত্রিরেখা-বলিত।
বিল্বতাল-ফলনিন্দি কুচ বিরাজিত ॥
রক্তবর্ণ কঞ্চুলিকা তাহার উপরে।
নানারত্ন-মুক্তাহার পদকাদি দোলে ॥
কনকমৃণাল কিয়ে ভুজযুগ-শোভা।
অঙ্গদ-কঙ্কণ-চূড়ি তাহে মনোলোভা ॥
অঙ্গুলে অঙ্গুরী নখমণি ঝলমল।
সৌভাগ্যাদি রেখাযুক্ত শ্রীকরকমল ॥
জিতচলদলোদর সুধাসরোবর।
নাভিপদ্ম, রোমরাজি রাজে মধুকর ॥
ত্রিবলি-ললিত অতি নিতম্ব সুভাল।
কৃশকটিতটে নটী কিঙ্কিণীর জাল ॥
স্বর্ণরম্ভা উরু, জানু সম্পুটের সম।
জঙ্ঘানাল, চরণকমল অনুপম ॥
হংসক-নূপুর তাহে অতি মনোহর।
অঙ্গুলে অঙ্গুরী, নখচন্দ্র ঝলমল ॥
শঙ্খ, চক্রাঙ্কুশ, বেদী পর্ব্বত, কমল।
গদা, শক্তি, মীন, ছত্র বল্লী, সুকুণ্ডল ॥

ইত্যাদি লক্ষণে সুলক্ষিত পদতল।
যাবকেতে অরুণিত সুগন্ধি শীতল ॥
সৌন্দর্য্যের লক্ষ্মী প্রতি অঙ্গ সেবা করে।
মাধুর্য্যের সার সর্ব্ব অঙ্গেতে বিহরে ॥
সর্ব্ব-অঙ্গ হৈতে লাবণ্যের ধারা বহে।
মন্দস্মিতামৃতে কৃষ্ণের চিত্তবৃত্তি মোহে ॥
এইরূপে শ্রীরাধিকা-রূপ করি' ধ্যান।
সখীগণ ধ্যান তবে করে সাবধান ॥ ১৫
সুললিত গোপনারীশ্রেণী চতুর্দ্দিকে।
রাধাকৃষ্ণ-অভিমত সেবা করে রাগে (রঙ্গে) ॥
বিস্তার নিবিড়তর নিতম্ব সুন্দর।
গুরু কুচভার অবলগ্ন কৃশতর ॥
ত্রিবলিতরঙ্গ শোভা রোমশ্রেণী আর। ১৬ ॥
বেণুনাদামৃতে জাত কন্দর্পবিকার ॥
সবার অঙ্গেতে রোমোদ্গম অলঙ্কৃত।
বিবিধ অদ্ভুত ভাবাবলিতে ভূষিত ॥ ১৭
শ্রীকৃষ্ণের মন্দহাস্যকৌমুদী সুন্দর।
তা'তে উচ্ছলিত অনুরাগ-রত্নাকর ॥
তাহার যে তরল তরঙ্গ বিন্দু বিন্দু।
ঘর্ম্মজলছলে শোভা করে মুখ-ইন্দু ॥ ১৮
তাঁহার ললিত ভুরু-ধনুক হইতে।
শাণিত কটাক্ষ-কামবাণ-বৃষ্টি তা'তে ॥

দলিত সকল নর্ম্ম বিহ্বলাঙ্গ-ততি।
বিস্তার দুঃসহ কম্পতরঙ্গ-সন্ততি ॥ ১৯ ॥
তাঁ'র কমনীয় রূপশোভামৃতরস।
পান-বিধানেতে শোভে নয়ন লালস ॥
প্রণয়-সলিলপূর-বাহিনী সতত।
অলস-বলিত লোল নেত্রাম্বুজ মত্ত ॥ ২০
বিগলিত কবরীকলাপ-সুকুসুম-।
মরন্দে উন্মত্ত মধুকর মনোরম ॥
মদন-উন্মাদ মদ- স্খলিত বচন।
কান্ত-কর্ণ-মন হরে অতি মনোরম ॥
কাঞ্চী-নীবি-বন্ধ শ্লথ চীনাংশুক হৈতে।
নিতম্বের কান্তি বাহে প্রকট অদ্‌ভুতে ॥ ২১
স্খলিত ললিত পদ কমল চলিত।
মণি-নূপুরের ধ্‌বনি দিশা সুপূরিত ॥
চঞ্চল অধরদল নয়নকমল।
কিঞ্চিৎ মুদ্রিত শোভে পলক সুন্দর ॥ ২২ ॥
উল্লসিত শ্রীকুণ্ডল-শোভা গণ্ডস্থলে।
শ্রীওষ্ঠ-পল্লব ম্‌লান দীর্ঘ-শ্বাস-ভরে ॥
নানা উপায়ন-বিলসিত করাম্বুজে।
সতত সেবয়ে চতুর্দ্দিকে সখীসাজে ॥ ২৩
শ্রীকৃষ্ণের মুখাম্বুজ হৈতে বিগলিত।
মকরন্দ-রসাস্বাদ করে অবিরত ॥

নানারত্নহার পুষ্পমালা গলে শোহে।
নানাবিধ বিনোদে কৃষ্ণের মন মোহে
সবার আয়ত লোল নয়নকমল-।
মালাতে পূজয়ে কৃষ্ণমুখবিধুবর॥ ২৪
এইমত ধ্যান করি' মানসোপচারে।
পাদ্যঅর্ঘ্য-নৈবেদ্যাদি নিবেদন করে॥
তবে বাহে নানাবিধ পক্কান্ন-ব্যঞ্জন।
দধি, দুগ্ধ, শিখরিণী,ঘৃতসিক্ত অন্ন।
মূলমন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণেরে করি' সমর্পণ।
দ্বার দিয়া বাহিরেতে করয়ে চিন্তন॥
ধ্যান করি' ভোজনের বিজ্ঞপ্তি পড়য়।
কাকুতি করিয়া দুই কর জুড়ি' কয়॥
যজ্ঞপত্নী-অন্নে আর বিদুরের অন্নে।
ব্রজে ধেনুগণ-দধি-ক্ষীর-আস্বাদনে॥
দ্বিজ সখা সুদামের চিপিট-ভক্ষণে।
ব্রজরাণী শ্রীযশোদাস্তনামৃত-পানে॥
শ্রীব্রজযুবতি-দত্ত-মধু-আস্বাদনে।
তুষ্ট হৈয়া কৃষ্ণ তাহা করহ গ্রহণে॥
সে সব আস্বাদে হৈল সুখ তোমার।
তেমনি এ উপহার কর অঙ্গীকার॥
যে প্রীতি পাইলে, কৃষ্ণ! বিদুর-অর্পণে
কুন্তীর অর্পিতে, অন্নকূটে গোবর্দ্ধনে॥

চিঁপিট-ভক্ষণে আর যশোদার স্তনে।
ভরদ্বাজ-সমর্পিতে, শবরিকা-দানে॥
ব্রজযুবতির শ্রীঅধরামৃত-পানে।
মুনিভাবিনীগণের নিবেদিত অন্নে॥
প্রীতি করি' এ-সকল করিলে ভোজন।
তেমনি এ উপহার কর আস্বাদন॥
হস্ত তালি দিয়া দ্বার ঘুচাইয়া ধীরে।
আচমন দিয়া তাম্বূল নিবেদন করে॥
তবে রাজ-উপচারে আরতি করিয়া।
ফিরায় সজল-শঙ্খ আনন্দিত হৈয়া॥
অমূল্য-শয্যাতে প্রভুকে করাঞা শয়ন।
দ্বারেতে কপাট দিয়া করয়ে গমন॥
বাহিরেতে শুদ্ধাসনে বসি' পূর্ব্বমুখে।
নিজ ইষ্টমন্ত্র-জপ করে অতি সুখে॥ ২৫
মধ্যাহ্নের লীলা তবে করয়ে স্মরণ।
গৌরাঙ্গের তদ্ভাবাঢ্য-লীলা অনুপম॥
সখীসহ শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের যে লীলা।
স্মরণ করিয়া মধ্যাহ্নের নানা খেলা॥
ব্যক্ত করি' করে সে অনুকরণ।
ভক্তগণ-মধ্যে নানা ভাব-বিভূষণ॥
মহাভাব-রসময়-মূর্ত্তি অদভুত।
হেন শচীসুত প্রভু ভজহ ত্বরিত॥ ২৬

এই মত মধ্যাহ্নেতে শ্রীরাধাগোবিন্দ।
অতি যত্নে মিলিয়া পাইল পরানন্দ॥
বনমধ্যে সখীগণ- সঙ্গে দুঁহু জন।
বিবিধ প্রকাশ ক্রীড়া করে অনুক্ষণ॥
ঝুলনা-উপরে দুঁহু করে আরোহণ।
আনন্দে দোলায় চতুর্দ্দিকে সখীগণ॥
কান্ত-করস্থিত বংশী প্রিয়া করে চুরি।
অন্বেষণ করি' সবা-মধ্যে ফিরে হরি॥
প্রিয়াগণ নানামত তিরস্কার করে।
বহুবিধ হাস্য করি' কৃষ্ণমুখ হেরে॥
সর্ব্বধন-নষ্টপ্রায় মুখ ম্লান করি'।
কান্তাগণ-মুখচন্দ্র দেখয়ে শ্রীহরি॥
কোন স্থলে ঋতুরাজ বসন্ত প্রকাশ।
বনশোভা দেখি' হৈল অন্তর উল্লাস॥
কান্তাগণ-সঙ্গে বনমধ্যে প্রবেশিয়া।
চন্দন-কুঙ্কুমজল যন্ত্রেতে ভরিয়া॥
আনন্দেতে পরস্পর করয়ে সেচন।
চন্দন-কুঙ্কুম-পঙ্ক করয়ে লেপন॥
শ্রীকৃষ্ণকে সেচন করয়ে সখীগণ।
আবির গুলাল পুনঃ উড়ায় সঘন॥
এইমত অন্যঋতু-শোভা বনশ্রেণী।
তাতে কান্তাসঙ্গে ক্রীড়া করে বংশীপাণি॥

সে সে ঋতুকালোচিত বিবিধ বিহার।
কান্তাগণ—সঙ্গে করে কৃষ্ণ অনিবার॥
হে মুনি! সত্বর শ্রান্ত হৈয়া বৃক্ষমূলে।
দিব্যাসনে বসি' তবে মধুপান করে॥
মধুমদে মত্ত নিদ্রামিলিত নয়ন।
পরস্পর করে ধরি' করয়ে গমন॥
কামবাণে বশ হৈয়া রমণ করিতে।
কুঞ্জগৃহে প্রবেশ করয়ে আনন্দেতে॥
বিগলিত-বসন-ভূষণ ক্রীড়া করে।
করিণীর সঙ্গে যেন মত্ত করিবরে॥
সখীগণ বিহ্বল হইয়া মধুপানে।
নিদ্রাবেশে সবাকার মুদ্রিত নয়নে॥
পৃথক্ পৃথক্ কুঞ্জে করয়ে শয়ন।
প্রিয়ার প্রেরণে তবে মদনমোহন॥
বহুমূর্ত্তি হৈয়া সখীগণ-নিকটেতে।
যাইয়া রমণ করে আনন্দ-ভরেতে॥
করিণীর সঙ্গে যেন মত্ত গজরাজ।
তা' সবার সঙ্গে ক্রীড়া করি' রসরাজ॥
প্রিয়া কাছে যায় তাঁ'সবাকে সঙ্গে করি'।
সরোবরে যাইয়া জলক্রীড়া করে হরি॥
পরস্পর জলযুদ্ধ করি' কতক্ষণ।
তীরে উঠি'পরে বস্ত্র-ভূষণ-চন্দন॥

সরোবর তীরে দিব্য রতন-মন্দিরে।
প্রবেশিল তাতে কৃষ্ণ কান্তাসঙ্গে ধীরে॥
আমার রচিত ফলমূলাদি সকল।
প্রিয়া পরিবেশে, সুখে খায় দামোদর॥
ভোজন করিয়া তবে করি' আচমন।
কুসুমশয্যাতে যাঞা করয়ে শয়ন॥
তাম্বূল, ব্যজন, পাদপদ্ম, সম্বাহন।
নানামত সেবা তাঁহা করে দাসীগণ॥
শ্রীকৃষ্ণ শুতিলে তবে রাধিকাসুন্দরী।
প্রিয়-অধরামৃত খায় সঙ্গে সহচরী॥
ভোজন করিয়া তবে যায় শয্যালয়।
কান্তমুখ দেখিবারে আনন্দ উদয়॥
চন্দ্ররশ্মিপান যেন করয়ে চকোর।
এইমত কান্তমুখাম্বুজ দেখি' ভোর॥
দুই দিকে সখীগণ যোগায় তাম্বূল।
আনন্দে ভোজন করে রাধা গিরিধর॥
কৃষ্ণ তাঁ'দের পরস্পর কথা শুনিবারে।
ছদ্মনিদ্রা যায় মুখ ঢাকি' পীতাম্বরে॥
কান্তকথাশ্রয় পরিহাস্য কথামৃত।
পরস্পর পান তাঁ'রা করে' আনন্দিত॥
কৃষ্ণের ব্যাজনিদ্রা জানি'কোন অনুমানে।
হাস্যমুখ পরস্পর হেরয়ে নয়ানে॥

লজ্জাযুক্ত হৈয়া কিছু না কহে বচন।
মুখ হৈতে দূর করি ও পীতবসন ॥
“ভাল নিদ্রা গিয়াছ” বলি’ হাসায় কৃষ্ণেরে।
এইমত সখী-সঙ্গে দুহুঁ হাস্য করে ॥
ক্ষণমাত্র নিদ্রাসুখ অনুভব করি’।
গণসহ দুহুঁ বৈসে দিব্যাসনোপরি ॥
হে মুনি-সত্তম! চুম্বাশ্লেষ পণ রাখি’।
পাশক খেলয়ে দুহুঁ হৈয়া অতি সুখী ॥
প্রেমে নর্ম্ম আলাপন করে পরস্পর।
শ্রীরাধিকা জিতে পণ হারে গিরিধর ॥
হারিয়া বলেন—‘মোর হইয়াছে জিত’।
হারাদি-গ্রহণে তাঁ’র করয়ে অরীত ॥
প্রিয়া কর্ণোৎপলে তাঁরে করেন তাড়ন।
গতধন-মত হঞা বিষণ্ণবদন ॥
হে নারদ! তবে কৃষ্ণ কহে ‘দেবি! শুন।
জিতিয়াছ, পণ তুমি করহ গ্রহণ ॥
চুম্বনাদি দিল আমি বলিয়া বচন।
তথা আচরণ করে শ্রীনন্দনন্দন ॥
কুটিলতা ভ্রূলতার, ভৎ’সন-বচন।
দেখিয়া শুনিয়া অতি আনন্দিত মন ॥
তবে শারীশুকালাপ শুনি’ দুহুঁ জন।
তাঁহা হৈতে গৃহপ্রতি গন্তকাম মন ॥

কান্তা-আজ্ঞা লৈয়া কৃষ্ণ যায় ধেনু-প্রতি।
সূর্য্যগৃহে যায় রাধা সঙ্গে সখী-তিতি॥
কতদূর যাঞা পুনর্ব্বার ফিরি' হরি।
সূর্য্যের মন্দিরে যায় বিপ্রবেশ ধরি'॥
সখাগণ বচনে পূজায়ে সূর্য্যমূর্ত্তি।
বেদ পড়ে, পরিহাস্য শ্লেষ নানা ভাঁতি॥
তবে বিচক্ষণা তাঁরা জানিয়া কৃষ্ণেরে।
না জানে আপনা ডুবে আনন্দসাগরে॥
এইমত বিবিধ বিহারে মুনিবর!
সার্দ্ধযামদ্বয় ক্রীড়া করি' মনোহর॥
তবে কান্তা গৃহে যায় সখীগণ-সঙ্গে।
কৃষ্ণ ধেনুপ্রতি যায় বিষণ্ণতা-রঙ্গে॥
এই ত মধ্যাহ্নলীলা করিল বর্ণন।
যে শুনিয়া ভক্তজনের হৃষ্ট তনু-মন॥ ২৭
তবে ত আসন হৈতে উঠিয়া তৎকাল।
মন্ত্র পড়ি' প্রদক্ষিণ করে চারিবার॥
পূর্ব্বমত শ্রীতুলসী পূজন করিয়া।
শ্রীগুর্ব্বাদিক্রমে নতি করি নম্র হৈয়া॥
'আসামহো' এই শ্লোক করি উচ্চারণ।
পরানন্দে ব্রজধূলি করয়ে সেবন॥
'অকালমৃত্যুহরণং' এ শ্লোক পড়িয়া।
চরণামৃত পান করে মস্তকে ধরিয়া॥

সর্ব্ব-মহাপাতকাদি করয়ে রোদন।
বারংবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ঘনেঘন॥
হাহাকার করি' সবে পলায় সত্বরে।
জগন্নাথ প্রসাদান্ন ভুঞ্জে যেই নরে॥
তুলসী মিশ্রিত করি' শ্রীপ্রসাদ-অন্ন।
বিশেষতঃ পাদজল করিয়া সেচন॥
মুরারি-অগ্রেতে নিত্য যে করে ভোজন।
যজ্ঞাযুত-কোটি-পুণ্য পায় সেই জন॥
এই পড়ি' প্রসাদান্ন করয়ে ভোজন।
আচমন করি' করে 'কৃষ্ণ' উচ্চারণ॥
এই ত মধ্যাহ্নকৃত্য করিল বর্ণন।
শুনিয়া আনন্দ পাবে সাধক যে জন॥
শ্রীগুরুচরণাশ্রিত দীন কৃষ্ণদাস।
সাধনামৃতচন্দ্রিকা করিল প্রকাশ॥ ২৮॥

ইতি শ্রীসাধনামৃতচন্দ্রিকায়াং চতুর্থঃ প্রকাশঃ।

——ঃ*ঃ——

[পঞ্চমঃ প্রকাশঃ]

অপরাহ্ন-কৃত্য

জয় জয় গুরুদেবের চরণকমল।
যাঁহার স্মরণে নাশে সর্ব্ব-অমঙ্গল॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র শচীর নন্দন।
জয় নিত্যানন্দতনু অদ্বৈত-জীবন॥

জয় গদাধর-প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় শ্রীবাসাদি ভক্তগণের ঈশ্বর॥
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কলিযুগপাবনাবতার ধন্য ধন্য॥
ভক্তগণ-সঙ্গে তোমার নদীয়া-বিহার।
নিরন্তর হৃদয়েতে স্ফুরুক আমার॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয়গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় শ্রীরাধাগোবিন্দ গোপীনাথ।
জয় রাধামদনমোহন প্রাণনাথ॥
জয় বৃন্দাবনসুরতরুতলস্থিতি।
কোটি কোটি মনমথ-মথন-মূরতি॥
জয় জয় ভক্তবৃন্দ কৃপা কর মোরে।
শ্রীচরণাম্বুজরজ দেহ মোর শিরে॥
দন্তে তৃণ ধরি' যুঞ্জি করোঁ নিবেদন।
রাধাকৃষ্ণলীলামৃতে ডুবু মোর মন॥
সর্ব্ববৈষ্ণবের পদ করিয়া বন্দন।
অপরাহ্নকৃত্য কিছু করিয়ে লিখন॥
সাধক শ্রীহরিনাম করয়ে গ্রহণ।
ভাগবত ভক্তিশাস্ত্র শুনে দিয়া মন॥
তবে অপরাহ্ন-লীলা স্মরণ সে করে।
গৌরচন্দ্র-লীলা চিন্তে আনন্দ-অন্তরে॥

ধেনুগণ, প্রিয়সখাগণ করি' সঙ্গে।
বন হৈতে ব্রজে কৃষ্ণ যায় নানারঙ্গে ॥
নটবরবেশ চূড়া ময়ূরের পুচ্ছ।
গলে বনমালা, কর্ণে অশোকের গুচ্ছ ॥
গোরজে ধূসর মুখচন্দ্র শোভা করে।
পরাগে ভূষিত যেন নীলাম্বুজবরে ॥
অধরে মুরলী ধরি' বাজায় সুস্বর।
সখাগণ দলশৃঙ্গ নানা বাদ্য করে ॥
উচ্চ পুচ্ছ করি' ধায় ধেনু ব্রজ-মাঝে।
'হাম্বা হাম্বা' ধ্বনি, যেন জলদ গরজে ॥
অট্টালিতে শ্রীরাধিকা দেখিয়া কৃষ্ণেরে।
নানাভাব- বিভূষিত হয় কলেবরে ॥
সেইভাবে বিভূষিত হৈয়া গৌরহরি।
ব্রজলীলারূপগুণ স্মরণ সে করি ॥
স্তম্ভ-কম্প-অশ্রু- ঘর্ম্ম-পুলক-হুঙ্কার।
আনন্দ-তরঙ্গ উঠে কত শত আর ॥
ভক্ত-মাঝে নানালীলা করে প্রকটন।
হেন প্রভুপাদপদ্ম ভজ মোর মন ॥ ১
সখাসঙ্গে মিলি' কৃষ্ণ লৈয়া ধেনুগণ।
ব্রজপ্রতি কত রঙ্গে করয়ে গমন ॥
মুরলীর শব্দে ব্রজ করে আকর্ষণ।
গোধূলি-পটলে ব্যাপ্ত দেখিয়া গগন ॥

স্বকর্ম্ম ত্যজিয়া বৃদ্ধ-তরুণী-বালক।
কৃষ্ণের সম্মুখে যায় দেখিতে উৎসুক॥
শ্রীরাধিকা গৃহে আসি' স্নানাদি করিয়া।
ষোড়শ শৃঙ্গার অঙ্গে ভূষণ পরিয়া॥
কৃষ্ণভোগ-জন্য নানাবিধ পাক করি'।
কৃষ্ণকে দেখিতে যায় সঙ্গে সহচরী॥
ঔৎসুক্যেতে রাজমার্গে ব্রজদ্বারে স্থিত।
সর্ব্ব-ব্রজবাসিজন আনন্দে উন্মত্ত॥
কৃষ্ণ তা সবারে মিলি' যথাবিধি-ক্রমে।
দর্শন-স্পর্শন-বাক্যস্মিতাবলোকনে॥
গোপবৃদ্ধ সবাকারে নমস্কার করি'।
শরীর-বচন-মনে আদর আচরি'॥
পিতামাতাপদে করি সাষ্টাঙ্গ-প্রণতি।
হে নারদ! রোহিণীকে করে তথা নতি॥
নেত্রের কটাক্ষে বিনয়েতে প্রিয়াগণ।
সবার সৎকার করে যেন [illegible] মন॥
এইমত ব্রজবাসিজন শ্রীকৃষ্ণের।
নিজভাবে যথোচিত সৎকার সে করে॥
গোশালায় ধেনুগণে প্রবেশ করাঞা।
পিতার বচনে গৃহে যায় হর্ষ হৈয়া॥
বলদেব-সঙ্গে স্নান-ভোজনাদি করি'।
মাতা-আজ্ঞা লৈয়া গোশালায় যায় হরি॥

ধেনুদুগ্ধ দোহন করিতে হর্ষ মন।
গোষ্ঠে প্রবেশিলা সঙ্গে লৈয়া সখাগণ॥
কৃষ্ণ-অবশেষ রাধা সখীগণ-সঙ্গে।
ভোজন করিয়া অট্টালিতে বৈসে রঙ্গে॥
এই অপরাহ্নলীলা করিল বর্ণন।
ইহার স্মরণে প্রেমানন্দে ডুবে মন॥
শ্রীগুরুচরণাশ্রিত দীন কৃষ্ণদাস।
সাধনামৃতচন্দ্রিকা করিল প্রকাশ॥ ২॥

ইতি শ্রীসাধনামৃতচন্দ্রিকায়াং পঞ্চমঃ প্রকাশঃ।

——ঃ*ঃ——

[ষষ্ঠঃ প্রকাশঃ]

সায়াহ্ন কৃত্য

জয় জয় গুরুদেব-চরণকমল।
যাঁহার স্মরণে নাশে সব অমঙ্গল॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র শচীর নন্দন।
জয় নিত্যানন্দতনু অদ্বৈত-জীবন॥
জয় গদাধর-প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় শ্রীবাসাদি ভক্তগণের ঈশ্বর॥
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কলিযুগপাবনাবতার ধন্য ধন্য॥
ভক্তগণ-সঙ্গে তোমার নদীয়া-বিহার।
নিরন্তর হৃদয়েতে স্ফুরুক আমার॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য- নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় শ্রীরাধাগোবিন্দ-গোপীনাথ।
রাধা- মদনমোহন প্রাণনাথ॥
জয় বৃন্দাবন-সুরতরুতলস্থিতি।
কোটি কোটি মনমথমথন-মূরতি॥
জয় জয় ভক্তবৃন্দ, কৃপা কর মোরে।
শ্রীচরণাম্বুজরজ দেহ মোর শিরে॥
দন্তে তৃণ ধরি' যুঞি করোঁ নিবেদন।
রাধাকৃষ্ণলীলামৃতে ডুবু মোর মন॥
তবে ত সায়াহ্নকালে স্নানাদি করিয়া।
পূর্ব্ববৎ তিলকাদি করে হর্ষ হৈয়া॥
শ্রীমন্দিরে দ্বার মুক্ত করি' ধীরে ধীরে।
শয্যা হৈতে উত্থাপন করায় কৃষ্ণেরে॥
আচমন করাইয়া কিছু পক্ক অন্ন।
শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে মনোরম॥
পুনঃ আচমন দিয়া সমর্পি তাম্বূল।
আরাত্রিক করে নানাবাদ্য-কুতুহল॥
হরিসঙ্কীর্ত্তন করি' গুর্ব্বাদিবন্দন।
শুদ্ধাসনে বসি' করে লীলার স্মরণ॥
সায়ংকালে শ্রীকৃষ্ণের লীলা মনোহর।
সঙরিয়া গৌরচন্দ্র প্রেমেতে বিভোর॥

ভক্তমাঝে করে সেই মতানুকরণ।
ভাবেতে উন্মত্ত হৈয়া করে সঙ্কীর্ত্তন॥
কদম্বকেশর জিনি, পুলক শরীর।
সুরধুনী - ধারা যেন নয়নের নীর॥
হুঙ্কার গর্জ্জন নানাভাব-বিভূষণ।
হেন গৌরচন্দ্রপদ ভজ মোর মন॥ ১॥
তবে গোষ্ঠে কৃষ্ণ ধেনু করয়ে দোহন।
আর ধেনুগণ দোহে সব সখাগণ॥
অট্টালিতে বসি' রাধা সখীগণ-সঙ্গে।
গোদোহন লীলা দরশন করে রঙ্গে॥
শত শত দুগ্ধভার সঙ্গেতে করিয়া।
পিতা-সঙ্গে কৃষ্ণ গৃহে যায় হর্ষ হৈয়া॥
পাদ প্রক্ষালন করি' শ্রীরাম গোবিন্দ।
পিতাসঙ্গে ভোজন করয়ে পরানন্দ॥
চর্ব্ব-চূষ্য-লেহ্য-পেয় চতুর্ব্বিধ অন্ন।
ভোজন করিয়া তবে করে আচমন॥
তাম্বুল খাইয়া কৃষ্ণ শয়ন-মন্দিরে।
যাইয়া শয়ন করে পালঙ্ক-উপরে॥
শ্রীযশোদা-আজ্ঞা-পাঞা ধনিষ্ঠা সুন্দরী।
তুলসীর হস্তে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি করি॥
কৃষ্ণাধরামৃত অতি গোপন করিয়া।
পাঠায়েন, তেঁহো লৈয়া যায় হর্ষ হৈয়া॥

শ্রীরাধিকা-নিকটেতে নিবেদন করে।
সে সব দেখিয়া রাই পুলকাঙ্গভরে ॥
শ্রীরাধিকা সখীসঙ্গে করিয়া ভোজন।
আচমন করি' তবে করেন শয়ন ॥
এই ত সায়াহ্নলীলা করিল বর্ণন।
অতি অদভুত কর্ণ-মন-রসায়ন ॥
শ্রীগুরুচরণাশ্রিত দীন কৃষ্ণদাস।
সাধনামৃতচন্দ্রিকা করিল প্রকাশ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীসাধনামৃতচন্দ্রিকায়াং ষষ্ঠঃ প্রকাশঃ।

——:❀:——

[সপ্তমঃ প্রকাশঃ]

প্রদোষ-কৃত্য

জয় জয় গুরুদেব-চরণকমল।
যাঁহার স্মরণে নাশে সব অমঙ্গল ॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র শচীর নন্দন।
জয় নিত্যানন্দতনু অদ্বৈত-জীবন ॥
জয় গদাধর-প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় শ্রীবাসাদি ভক্তগণের ঈশ্বর ॥
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কলিযুগপাবনাবতার ধন্য ধন্য ॥
ভক্তগণ-সঙ্গে তোমার নদীয়াবিহার।
নিরন্তর হৃদয়েতে স্ফুরুক আমার ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় শ্রীরাধাগোবিন্দ-গোপীনাথ।
জয় রাধা-মদনমোহন প্রাণনাথ॥
জয় বৃন্দাবন-সুরতরুতলস্থিতি।
কোটি কোটি মনমথমথন-মুরতি॥
জয় জয় ভক্তবৃন্দ, কৃপা কর মোরে।
শ্রীচরণাম্বুজরজ দেহ মোর শিরে॥
দন্তে তৃণ ধরি' করোঁ নিবেদন।
রাধাকৃষ্ণলীলামৃতে ডুবু মোর মন॥
তবে ত প্রদোষ-কৃত্য করিয়ে বর্ণন।
সাধকজনের কর্ণ-মন-রসায়ন॥
পূর্ব্বলীলা গৌরচন্দ্র করিয়া স্মরণ।
অতি উৎকণ্ঠাতে ব্যাকুলিত তনু-মন॥
নয়নকমলে মকরন্দবারি ঝরে।
কদম্বকেশর জিনি' পুলক শরীরে॥
গদগদ বাণী আধ আধ কথা কহে।
চল সখি! নিকুঞ্জে বিলম্ব নাহি সহে॥
এত কহি' মত্তগজরাজ-গতি জিনি'।
গমন করয়ে গৌরচন্দ্র গুণমণি॥
কখন স্খলিতগতি, কভু ধীরে ধীরে।
ঢুলিতে ঢুলিতে গেলা শ্রীবাসের ঘরে॥

শ্রীবাস-প্রাঙ্গণে দিব্যমণ্ডপ সুন্দর।
তাহাতে বসিল গিয়া গোরা দ্বিজবর॥
চতুর্দ্দিকে নিজভক্ত-মণ্ডলী বিরাজে।
তারাগণ-মাঝে যেন রাকাপতি সাজে॥
হেন গৌরহরি লীলা স্মর মোর মন।
দন্তে তৃণ ধরি' মুঞি করোঁ নিবেদন॥ ১
শয্যা হৈতে উঠি' কৃষ্ণ বলরাম-সঙ্গে।
গমন করয়ে রাজসভা-মধ্যে রঙ্গে॥
সবাকারে যথাযোগ্য করিয়া সম্মান।
আসন-উপরে বৈসে আনন্দের ধাম॥
সূত-মাগধ পৌরাণিক-বন্দি-জন।
নিজ নিজ কলা সবে করে উদ্ঘাটন॥
তথা কৃষ্ণ নানাবিধ কৌতুক দেখিয়া।
মনোহর গীতবাদ্য-কবিতা শুনিয়া।
ধন-ধান্য-বস্ত্র আদি তা সবাকে দিয়া।
যথাযুক্ত সম্মান করিল হর্ষ হৈয়া॥
দাসদ্বারে মাতা রাম-কৃষ্ণে বোলাইয়া।
শয্যাতে শোয়ায় দুগ্ধ পান করাইয়া॥
সেবাতে নিযুক্ত করি' সব দাসগণ।
তবে ব্রজরাণী গৃহে করয়ে গমন॥
কৃষ্ণচন্দ্র প্রিয়া-প্রেমে হইয়া উন্মত্ত।
কুঞ্জেতে গমন করে অতি অলক্ষিত॥

এথা শ্রীরাধিকা শয্যা হইতে উঠিয়া।
আসনে বসিলা নিজমুখ প্রক্ষালিয়া॥
সিত-কৃষ্ণ-নিশাযোগ্য বেশ সখীগণ।
শ্রীরাধিকা-অঙ্গে পরায় বসন-ভূষণ॥
হে নারদ! মোর কাছে দূতিকা পাঠায়।
সন্দেশ লইয়া তেহো তাঁ'র স্থানে যায়॥
সেই তাঁ'রে অভিসার ত্বরিত করায়।
সখীগণ-সঙ্গে গৃহ হৈতে বাহিরায়॥
কভু শীঘ্রগতি চলে, কভু ধীরে ধীরে।
এই মত প্রাপ্ত হৈল যমুনার তীরে॥
কল্পবৃক্ষ-নিকুঞ্জেতে দিব্যরত্নময়।
মন্দির বিরাজে, শোভা বর্ণন না হয়॥
সখীগণ-সঙ্গে তা'তে প্রবেশ হইল।
কুঞ্জ-শোভা দেখি' চিত্তে চমৎকার পাইল॥২
এই ত প্রদোষ-লীলা করিয়া স্মরণ।
সাধক শ্রীমন্দিরেতে করয়ে গমন॥
অন্নব্যঞ্জন দুগ্ধাদিক সুবাসিত জল।
কৃষ্ণে সমর্পণ করে আনন্দ-অন্তর॥
আচমন করাইয়া তাম্বূল যোগায়।
আরতি করিয়া তবে শয়ন করায়॥
দ্বারেতে কপাট দিয়া করি' নমস্কার।
হরিনামে সংকীর্ত্তন করে অনিবার॥

এই ত প্রদোষকৃত্য করিল বর্ণন।
যাহার শ্রবণে হয় আনন্দিত মন॥
শ্রীগুরুচরণাশ্রিত দীন কৃষ্ণদাস।
সাধনামৃতচন্দ্রিকা করিল প্রকাশ॥ ৩॥

ইতি শ্রীসাধনামৃতচন্দ্রিকায়াং সপ্তমঃ প্রকাশঃ।

---:*:---

[অষ্টমঃ প্রকাশঃ]

নক্ত-কৃত্য

জয় জয় গুরুদেব-চরণকমল।
যাহার স্মরণে নাশে সব অমঙ্গল॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র শচীর নন্দন।
জয় নিত্যানন্দতনু অদ্বৈত-জীবন॥
জয় গদাধর-প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় শ্রীবাসাদি ভক্তগণের ঈশ্বর॥
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কলিযুগপাবনাবতার ধন্য ধন্য॥
ভক্তগণ-সঙ্গে তোমার নদীয়া-বিহার।
নিরন্তর হৃদয়েতে স্ফুরুক আমার॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় শ্রীরাধাগোবিন্দ-গোপীনাথ।
জয় রাধামদনমোহন প্রাণনাথ॥

জয় বৃন্দাবন-সুরতরুতল-স্থিতি।
কোটি কোটি মনমথ-মথন মূরতি॥
জয় জয় ভক্তগণ কৃপা কর মোরে।
শ্রীচরণাম্বুজরজ দেহ মোর শিরে॥
দন্তে তৃণ ধরি' মুঞি করোঁ নিবেদন।
রাধাকৃষ্ণ-লীলামৃতে ডুবু মোর মন॥
সংক্ষেপেতে নিশাকৃত্য করিয়ে লিখন।
যাহার শ্রবণ হয় কর্ণরসায়ন॥
গৌরচন্দ্র, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য্য।
গদাধর, শ্রীবাসাদি যত ভক্তবর্য্য॥
শ্রীবাসপ্রাঙ্গণে আরম্ভিল সঙ্কীর্ত্তন।
চতুর্দ্দিকে মণ্ডলী করিয়া ভক্তগণ॥
মধ্যে নাচে গৌরচন্দ্র গদাধর-সঙ্গে।
নিত্যানন্দ, অদ্বৈত-আচার্য্য কত রঙ্গে॥
জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
নামাবলী গায়, সবে দেয় করতালি॥
তাথৈ তাথৈ বাজে মধুর মৃদঙ্গ।
চরণে নূপুরধ্বনি অদ্ভুত তরঙ্গ॥
নানাফুলে বনমালা শোভা গৌর-অঙ্গ।
নয়ন-কমলে বহে জাহ্নবী-তরঙ্গ॥
কদম্বকুসুম জিনি' পুলক-মুকুল।
ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু শোভে অতি মনোহর॥

থর থর কাঁপে অঙ্গ যেন চলদল।
কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী গদগদ স্বর॥
ক্ষণে অঙ্গ স্তম্ভ হয়, ক্ষণেতে বিবর্ণ;
ক্ষণে মূর্চ্ছা হয়, ক্ষণে হুঙ্কার গর্জ্জন॥
ক্ষণে অট্ট অট্ট হাসে, ক্ষণে গড়ি যায়;
জাম্বূনদ জিনি' তনু ধূলায় লোটায়॥
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ হরি হরি বলে।
কেহ কা'র কণ্ঠ ধরি' কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
এইমত কতক্ষণ করি সঙ্কীর্ত্তন।
বিশ্রাম করেন প্রভু লৈয়া ভক্তগণ॥
দাসগণ নানাবিধ করয়ে সেবন।
পাদসম্বাহন আর তাম্বূল, ব্যজন॥
নানাবিধ ফল আর বিবিধ পক্কান্ন।
ভক্তগণ সঙ্গে লৈয়া করেন ভোজন॥
আচমন করি' সুখে তাম্বূল খাইয়া।
পুষ্পোদ্যানে দিব্যগৃহে শয্যাতে যাইয়া॥
শয়ন করয়ে প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
দাসগণ নানাবিধ করয়ে সেবন॥
এই ত গৌরাঙ্গলীলা করিল বর্ণন
এবে রাধাকৃষ্ণলীলা শুন ভক্তগণ॥ ১॥
নিকুঞ্জ-মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ উৎকণ্ঠাতে।
মিলিলেন দুহুঁজন সখীগণ সাথে॥

বৃন্দাদেবী সঙ্গে লৈয়া বনদেবীগণ।
ভাতি অনুরাগে কৈল দোঁহার সেবন॥
ছয় ঋতু-সুসেবিত শোভে বৃন্দাবন।
বিহার করিতে দুহুঁ করিল গমন॥
শ্রীরাধার দক্ষিণ কর ধরি' বাম করে।
শ্রীগোবিন্দ গজরাজগতি চলে ধীরে॥
আগে আগে বৃন্দাদেবী করয়ে গমন।
দক্ষিণে ললিতা, বামে বিশাখা শোভন।
তাম্বূল-বীটিকা দুহুঁ করে সমর্পণ।
চামর ব্যজন করে কোন সখীগণ॥
কুসুম-লকুটী লৈয়া কেহ চলে আগে।
কেহ পাছে পুষ্পছত্র ধরে অনুরাগে॥
চতুর্দ্দিকে সখীগণ গান করে রঙ্গে।
বনে বিহরয়ে দুহুঁ আনন্দ-তরঙ্গে॥
এইমত বনক্রীড়া করি' হর্ষমনে।
প্রবেশ হইল যাঞা যমুনা-পুলিনে॥
সখীগণ চতুর্দ্দিকে মণ্ডলী রচিয়া।
মধ্যে নাচে রাধাকৃষ্ণ আনন্দিত হৈয়া॥
গান-বাদ্য-নৃত্য-রাসবিলাসাদি করি'।
কান্তা লৈয়া মধুপান করিল শ্রীহরি॥
মধুপানমদে সবার ঘূর্ণিত নয়ন।
নিকুঞ্জ-মন্দিরে যাঞা করিল শয়ন॥

কান্তাগণ-সঙ্গে রতি-ক্রীড়াদি করিয়া।
যমুনাতে জলক্রীড়া কৈল হর্ষ হৈয়া ॥
তীরে উঠি' বসন-ভূষণ সুচন্দন।
অঞ্জন, সিন্দূর, মালা কেশর সঘন ॥
পরস্পর অঙ্গে সবে করিয়া শৃঙ্গার।
নিকুঞ্জে ভোজন কৈল নানা উপচার ॥
ভোজন সমাপ্তি করি' কৈল আচমন।
কুসুম-শয্যাতে দুঁহু করিল শয়ন ॥
সখীগণ নিজ নিজ কুঞ্জেতে যাইয়া।
শয্যাতে শয়ন কৈল আনন্দিত হৈয়া ॥
দাসীগণ রাধাকৃষ্ণের করয়ে সেবন।
পাদসম্বাহন করে, চামর-ব্যজন ॥
এই মত সুখে দুঁহু করিল শয়ন।
নিজ নিজ স্থানে শয়ন কৈল দাসীগণ ॥
এই নিশালীলা হয় কর্ণরসায়ন।
দিশামাত্র কিছু আমি করিল বর্ণন ॥
একদিন-কৃত্য সাধকের এই হয়।
এ লীলাস্মরণে প্রেমভক্তি সে মিলয় ॥২ ॥

[গ্রন্থ-সমাপনে আত্মনিবেদনাদি]

জয় জয় বৈষ্ণব ঠাকুর কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় পতিতপাবন দীনবন্ধু ॥
পাপী উদ্ধারিতে তোমাদের অবতার।
মো সমান পাপী সংসারেতে নাহি আর ॥

মোরে উদ্ধারিয়া কর স্বনাম সফল।
পতিতপাবন নাম ঘুষুক সকল॥
দয়া করি' মো পাপীরে যদি না তরাবে।
পতিতপাবন নামে কলঙ্ক লাগিবে॥
যদি বল 'তুমি হও পাপিষ্ঠ অধম।
কোটি জন্ম হবে তোর নরকে গমন'॥
তাতে মোর চিন্তা নাহি, শুন, ভক্তগণ।
তোমার নামাভাসে হয় পাপবিমোচন॥
কপোত, বণিক, ব্যাধ, চণ্ডালাদি করি'।
তোমাদের সঙ্গ হৈতে সবে গেল তরি'॥
যদি বল 'তুমি হও সাধু-অপরাধী।
কখন না হবে তোর মনোরথ-সিদ্ধি'॥
তা'তে নিবেদন করোঁ শুন দয়াময়!
নিজজন-অপরাধ ক্ষমা কৈলে হয়॥
মাতা-কোলে পুত্র যদি মলমূত্র করে।
সেই দোষে মাতা তা'রে ত্যাগ নাহি করে॥
অপরাধী হই মুঞি তোমার চরণে।
অপরাধ ক্ষমা করি' রাখ নিজজনে॥
অপরাধ-ফল যদি মোরে ভোগাইবে।
মোর দুঃখ দেখি' তোমার বড় দুঃখ হবে॥
পরদুঃখে দুঃখী তুমি দয়ালু অন্তর।
তা'তে মোর অপরাধ ক্ষমহ সত্বর॥'

জয় জয় ভক্তগণ কৃপা কর মোরে।
তোমাদের পদরেণু রহুঁ মোর শিরে॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
কলিযুগ-পাবনাবতার জয় জয়॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র শচীর নন্দন।
কৃপা কর তুয়া গুণ গাঁউ অনুক্ষণ॥
পাষণ্ডদলন জয় প্রভু নিত্যানন্দ।
অভিন্নচৈতন্য-প্রেমরসময় কন্দ।
জয় পদ্মাবতীসুত অবধূতচন্দ্র।
মোর হৃদে উদয় করাহ পদদ্বন্দ্ব॥
জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত গোসাঞি।
তোমা বিনে ত্রিভুবনে কেহ মোর নাই॥
প্রেমামৃতদাতা তুমি জগত-জীবন।
মো অধমে কৃপা করি' দেহ প্রেমধন॥
জয় গদাধর শ্রীবাসাদি ভক্তগণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাঁ' সবার প্রাণধন॥
জয় গৌরভক্তগণ অপার মহিমা।
অতিশয় পাপী মুঞি করহ করুণা॥
নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অদ্ভুতবিহার।
তোমাদের সঙ্গে দেখিব কি মুঞি ছার॥
জয় জয় শ্রীরাধাগোবিন্দ গোপীনাথ।
জয় রাধা-মদনমোহন প্রাণনাথ॥
জয় বৃন্দাবনচন্দ্র রসিকশেখর।
জয় রাধাকৃষ্ণ শুচিরসের সাগর॥

জয় ললিতাদি সখীগণের জীবন।
কৃপা করি' দেহ তোমার চরণ-সেবন ॥
দন্তে তৃণ ধরি' মুঞি করোঁ নিবেদন।
তুয়া লীলাগুণ যেন গাঁউ অনুক্ষণ ॥
শৈলেন্দ্রমুকুটমণি জয় গোবর্দ্ধন।
ব্রজলোকসেব্য সর্ব্ব-আনন্দবর্দ্ধন ॥
জয় হরিদাসবর্য্য জয় কৃষ্ণমূর্ত্তি।
কৃপা করি' মো অধমে দেহ প্রেমভক্তি ॥
নিকটেতে বাস দিয়া সদা রাখ মোরে।
তুয়া-নাম-গুণ-রূপ জাগুক অন্তরে ॥
তোমা-কাছে এ শরীর হউক পতন।
এই বাঞ্ছা কবে মোর করিবে পূরণ ॥
তুমি মোর সাধন-ভজন অনুক্ষণ।
তুমি জপ-তপ-ব্রত সকল নিয়ম ॥
শয়নে, স্বপনে জাগরণে বা ভোজনে।
কিবা পানে গমনে বা কিবা আলাপনে ॥
তুয়া-পাদপদ্মে সদা রহুঁ মোর মন।
এই অভিলাষ তুমি করহ পূরণ ॥
জয় জয় গুরুদেব আনন্দের কন্দ।
সর্ব্বলোকবন্দ্য সদা চরণারবিন্দ ॥
অধম-তারণ-হেতু প্রকট প্রকাশ।
কৃপামধুপূর্ণ-নেত্র-কমল বিকাশ ॥
কৃপা করি' মন্ত্র দিয়া আত্মসাৎ কৈলে।
সংসার নরক হৈতে হেলে তরাইলে ॥

রাধাকৃষ্ণ-লীলারস-তত্ত্ব শিখাইলে।
ব্রজে সাধুসঙ্গে সুখে বাস করাইলে॥
তুমি হেন কৃপাগুণ-গণ রত্ননিধি।
তোমা-পদ না সেবিনু মুঞি মন্দবুদ্ধি॥
কবে তোমার সঙ্গে রঙ্গে গৌরাঙ্গ-বিহার।
ভক্তবৃন্দ- বেষ্টিত দেখিব মুঞি ছার॥
রাধাকৃষ্ণপাদ-সেবা অমূল্য রতন।
মো–অধম প্রতি কি করিবে সমর্পণ॥
তোমা-সঙ্গে নিকুঞ্জ-মন্দির কবে যা'ব।
যুগলকিশোর-রূপ নয়নে দেখিব॥
আঘ্রাণ করিব দোঁহার অঙ্গ-পরিমল।
শ্রবণে শুনিব লীলাগুণ সুনির্ম্মল॥
দোঁহার চর্ব্বিত তাম্বূল ভোজন করিয়া।
ভূমিতে পড়িব কবে মূর্চ্ছিত হইয়া॥
দুহুঁ পাদাম্বুজ করে করি' সম্বাহন।
বক্ষঃস্থলে ধরি' কবে জুড়াব জীবন॥
সদা মনোমাঝে এই করি-অভিলাষ।
জয় জয় গুরুদেব পূর্ণ কর আশ॥
শ্রীগুরুচরণাশ্রিত দীন কৃষ্ণদাস।
সাধনামৃতচন্দ্রিকা করিল প্রকাশ॥
ইতি শ্রীসাধনামৃতচন্দ্রিকায়ামষ্টমঃ প্রকাশঃ।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ

——ঃ*ঃ——
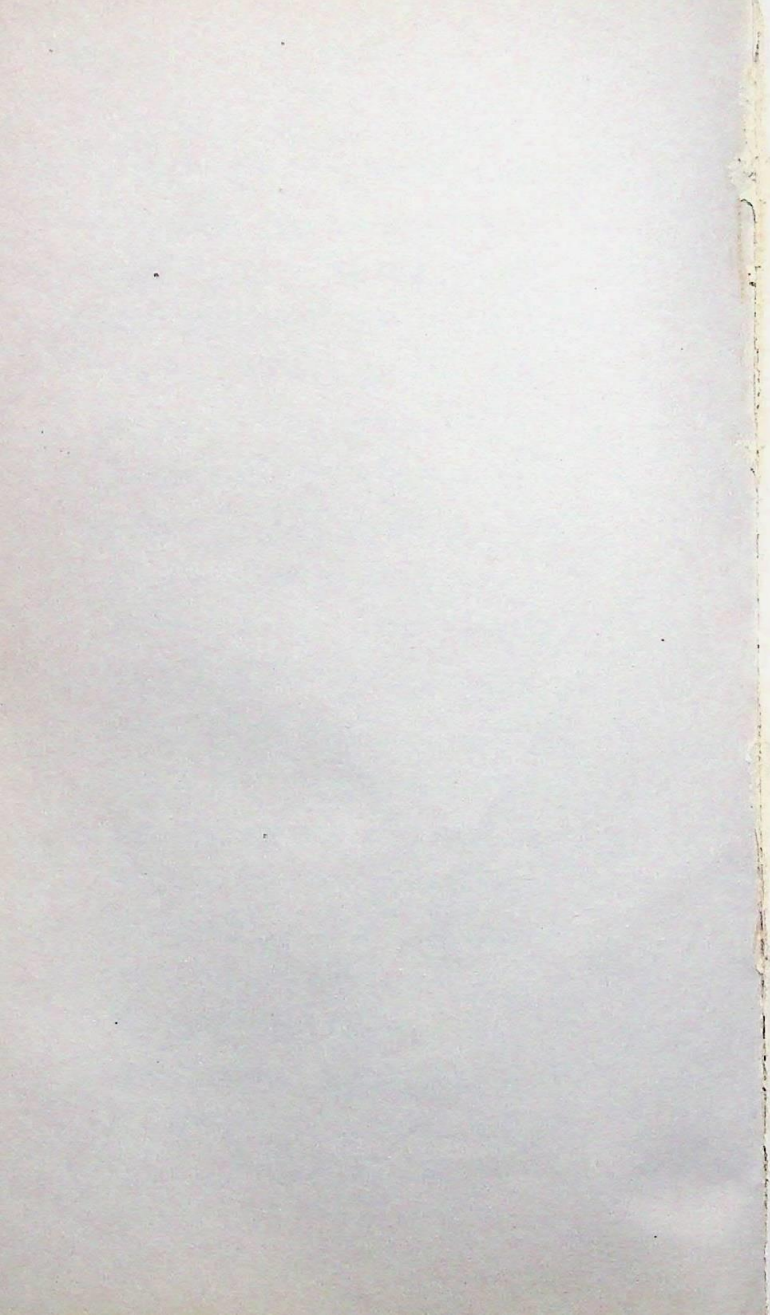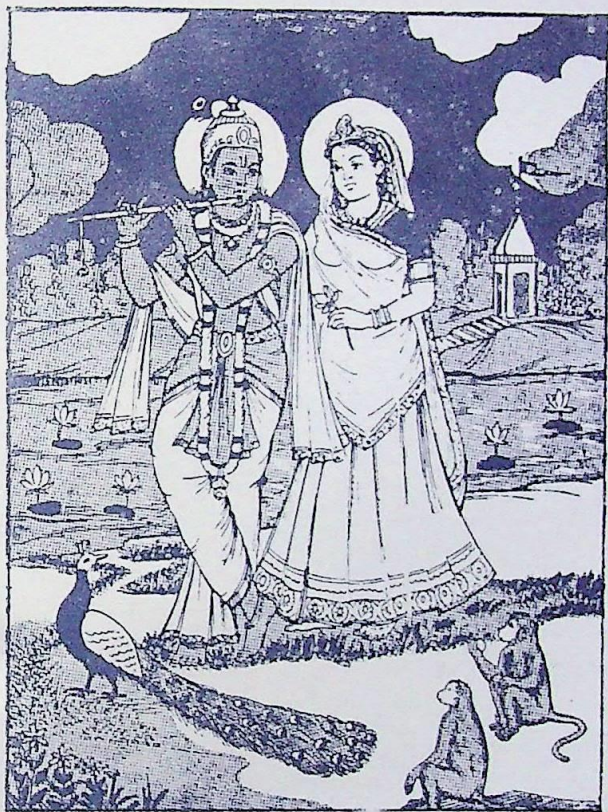
প্রকাশিত গ্রন্থ

১। শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী। ২। শ্রীসাধনামৃতচন্দ্রিকা।
৩। শ্রীগৌরগোবিন্দার্চ্চন পদ্ধতি। ৪। শ্রীসাধনামৃতচন্দ্রিকা (পয়ারে)
৫। শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত (মূল, টীকা, অনুবাদ চতুর্থ সর্গান্ত)

যন্ত্রস্থ গ্রন্থ

১। শ্রীসংকল্প কল্পদ্রুম (মূল, টীকা' হিন্দী অনুবাদ)
২। শ্রীপ্রেম সম্পূট (মূল, টীকা, হিন্দী অনুবাদ)
৩। শ্রীব্রজরীতি চিন্তামণি (মূল, টীকা, হিন্দী অনুবাদ)
৪। শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত (মূল, টীকা, হিন্দী অনুবাদ সর্গ ৫ হইতে ২৩ পর্য্যন্ত)

আগামী প্রকাশন

১। অলঙ্কার কৌস্তুভ (মূল, টীকা, অনুবাদ)
২। ষট্ সন্দর্ভ (মূল, টীকা, হিন্দী অনুবাদ)

প্রাপ্তিস্থান

সদ্ গ্রন্থ প্রকাশক
শ্রীগদাধর গৌরহরি প্রেস
শ্রীহরিদাস নিবাস
কালিয়দহ, পোঃ—বৃন্দাবন, জেলা—মথুরা (উত্তর প্রদেশ)